Enzo Gatti

Atti degli Apostoli : il libro della missione

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2025

Bible text from বাইবেল (পবিত্র বাইবেল - জুবিলী বাইবেল)

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : March 7, 2018

Version 2.2 (April 18, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

এঞ্জো গাত্তি

পবিত্র আত্মার পরাক্রমেই

তোমরা আমার সাক্ষী হবে

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর ব্যাখ্যা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

মানচিত্র

‘প্রেরিতদের কার্যবিবরণী’ পুস্তক পরিচিতি

লেখক

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী

বিবরণীর কাঠামো

বিবরণীতে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস

ইহুদী দিয়াস্পরা ও আদিমণ্ডলীর বাণীপ্রচার

স্মরণীয় কয়েকটি তারিখ

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী

প্রথম অংশ : বাণীপ্রচারের দিকে যেরুশালেম মণ্ডলীর মনপরিবর্তন

প্রথম বিভাগ : পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে নবীভূত করেন

দ্বিতীয় বিভাগ : যেরুশালেম মণ্ডলী এবং বারোজন প্রেরিতদূত

তৃতীয় বিভাগ : যেরুশালেম মণ্ডলীতে গ্রীকভাষীর দল

চতুর্থ বিভাগ : বিজাতীয়দের মাঝে মণ্ডলীর উদ্ভব

পঞ্চম বিভাগ : ১ম অংশের উপসংহার

দ্বিতীয় অংশ : আন্তিওখিয়া থেকে বাণীপ্রচার-যাত্রাত্রয়

প্রথম বিভাগ : প্রথম বাণীপ্রচার-যাত্রা

দ্বিতীয় বিভাগ : নানা স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে একাত্মতা

তৃতীয় বিভাগ : দ্বিতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রা

চতুর্থ বিভাগ : তৃতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রা

তৃতীয় অংশ : রোম অভিমুখে খ্রিষ্টের কারণে বন্দি পল
প্রথম বিভাগ : যেরুশালেমে পলকে গ্রেপ্তার
দ্বিতীয় বিভাগ : কায়েসারিয়াতে পল
তৃতীয় বিভাগ : রোমে বন্দি পলের আগমন

পরিশিষ্ট
কার্যবিবরণীতে পবিত্র আত্মা ও মণ্ডলী
কার্যবিবরণীতে সেবাকর্ম
কার্যবিবরণীতে উপদেশসমূহ
লিস্ত্রা ও এথেন্সে পলের বাণীপ্রচারমূলক উপদেশ
নির্যাতিত মণ্ডলী
দামাস্কের পথে পলের দর্শনের বর্ণনাত্রয়
মনপরিবর্তন ও বাণীপ্রচার
কার্যবিবরণীর কয়েকটি চরিত্রের জীবনী

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)

গণনা (গণনাপুস্তক)

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রবচন (প্রবচনমালা)

উপ (উপদেশক)

পরমগীত (পরম গীত)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

সিরা (বেন-সিরা)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

এজে (এজেকিয়েল)

দা (দানিয়েল)

হো (হোশেয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)

২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

২ পি (পিতরের ২য় পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

মানচিত্র

সাধু পলের প্রচার-যাত্রাসমূহ।

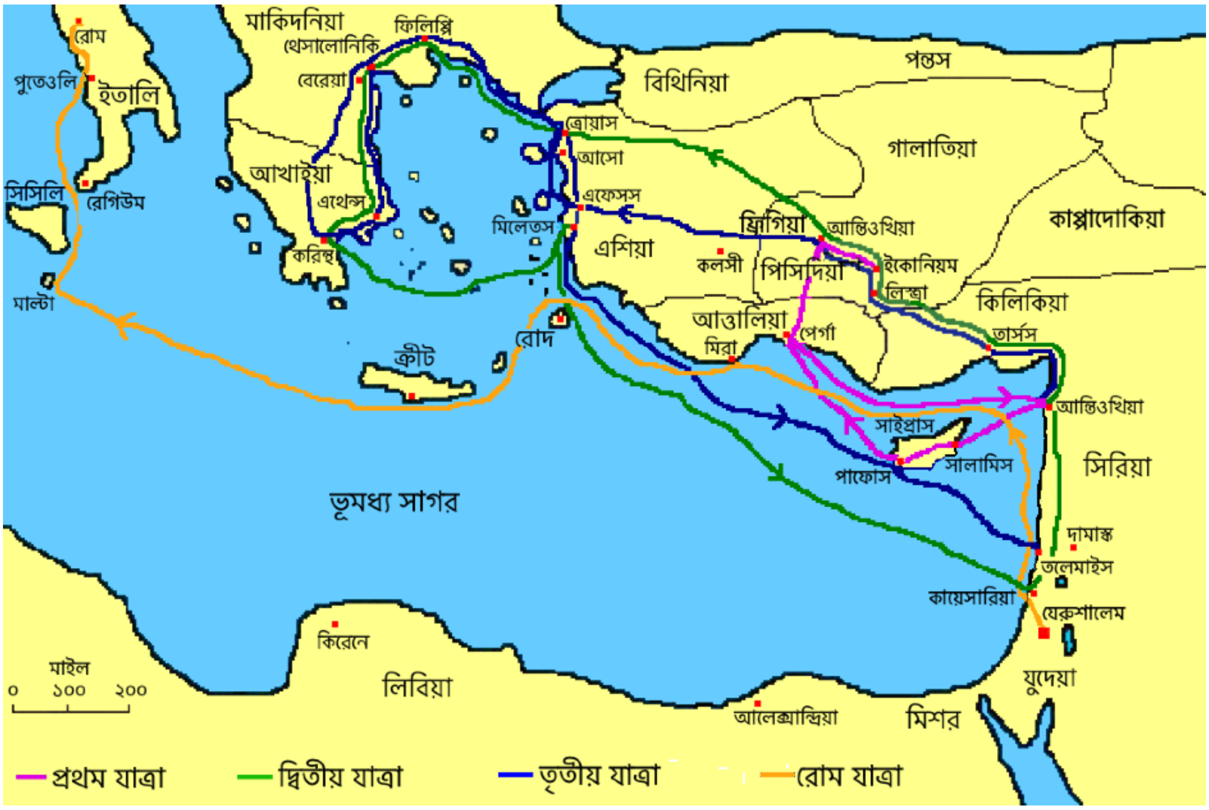

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত নিচের স্থানগুলোর নাম ক্লিক করলে স্থানগুলো Maps অ্যাপ-এ প্রদর্শিত হবে।

আন্তিওখিয়া (পিসিদিয়া), আন্তিওখিয়া (সিরিয়া), আলেক্সান্দ্রিয়া, ইকোনিয়ম, ইতালি, এথেন্স, এফেসস, করিন্থ, ক্রীট দ্বীপ, কলসী, কায়েসারিয়া, কোস, তলেমাইস, তার্সস, তিন ঝরনা মঠ, তুরস, ত্রোয়াস, দামাস্ক, নেয়াপলিস, পাফোস, পুতেওলি, পের্গা, ফিলিপ্পি, ফ্রিগিয়া, বেরেয়া, মাল্টা দ্বীপ, মিরা, মিলেতস, যেরুশালেম, রেগিউম, রোদ দ্বীপ, রোম, লিস্ত্রা, সাইপ্রাস দ্বীপ, সালামিস, সিরিয়া।

‘প্রেরিতদের কার্যবিবরণী’ পুস্তক পরিচিতি

লেখক

তৃতীয় সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তক দু’টোর লেখক লুক। তিনি যিশুকে স্বচক্ষে দেখেননি। জাতিতে গ্রীক, ধর্মে অ-ইহুদী হয়ে তিনি পল ও বার্নাবাসের

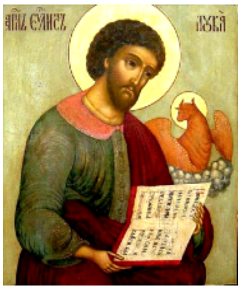

বাণীপ্রচারে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হন। ৫০ খ্রিষ্টাব্দে লুকও পলের দ্বিতীয় বাণীপ্রচার যাত্রায় যোগদান করেন। ৫১ সাল থেকে তিনি ফিলিপ্পিতে অবস্থান করেন। ৫৮ সাল থেকে ৬৭ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ পলের মৃত্যু পর্যন্ত) তিনি পলের সঙ্গী হন। পরবর্তীকালে তাঁর কর্মক্ষেত্র কোথায় এসম্বন্ধে নিশ্চিত কোন খবর নেই। কেউ কেউ বলে তিনি এর মধ্যে চতুর্থ সুসমাচারের লেখক যোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকদ্বয় রচনাকালে লুক কোথায় আছেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে অনুমান করা যায় লুক গ্রীক কৃষ্টির প্রভাবিত কোন একটি মণ্ডলীতে জীবন যাপন করেন। সেই মণ্ডলী যিশুর বাণী ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার প্রতি বাধ্য এবং অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্মতা বজায় রাখতে সচেষ্ট। তেমন মণ্ডলীরই প্রতিচ্ছবি প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ পায়।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী

সকলের ধারণাই লুক প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তক রচনা করেছেন প্রায় ৮১ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ যিশুর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে। এই পঞ্চাশ বছরে যিশুর ‘বিপ্লব’ পালেস্তিনা অঞ্চল থেকে তখনকার জগতের প্রধান রাজধানী রোম নগরী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, সবচেয়ে বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল আলেক্সান্দ্রিয়াতে পৌঁছয় এবং বিশ্বপরিচিত মহানগরী এফেসস, আন্তিওখিয়া ও করিন্থে বর্তমান আছে। এর মধ্যে যিশু খ্রিষ্টের কথা

বিবিধ সামাজিক স্তরেও প্রবেশ করে: দার্শনিক, জ্ঞানী, বণিক, বিভিন্ন ধর্মের পন্থী, এক কথায় প্রায় সবাই যিশু বিষয়ে কম-বেশি পরিচিত।

বাণীপ্রচার ও মণ্ডলী বিষয়ে বিজ্ঞ লুক খ্রিষ্টবিশ্বাসের এই বিস্তৃতি সম্বন্ধে সচেতন। আদি থেকে তিনি যেরুশালেম-মণ্ডলী বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। নিজের সুসমাচার পুস্তক রচনার জন্য তিনি মার্ক ও মথির লেখার উপর যথেষ্ট অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু এবার—আদিমণ্ডলীর ইতিহাস লিখবার জন্য—তাঁর হাতে পূর্বলিখিত কোন পুস্তক নেই। তাই লুকের পক্ষে এ নতুন পুস্তক লেখা সব দিক দিয়ে অপূর্ব ও কঠিন এক ব্যাপার। কেননা মণ্ডলীর যে রহস্যময় উদ্ভব সেবিষয়ে তাঁকে যথার্থ প্রমাণ দিতে হবে যেমন, পঞ্চাশত্তমী-পর্বের ঘটনা, মণ্ডলীর অভ্যন্তরে একাত্মতা বজায় রাখার সমস্যা, রাজনীতির সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক রাখার সমস্যা, প্রথম সাক্ষ্যমর স্তেফান ও যাকোব, পলের মনপরিবর্তন, আন্তিওখিয়া-মণ্ডলীর অগ্রগামী কর্মপ্রচেষ্টাসমূহ, পলের প্রস্তাবিত অসাধারণ নতুন নতুন ধর্মীয় দিক ইত্যাদি সমস্যা।

সুতরাং লুক এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন শুধু এই কারণে যে, তিনি ছিলেন গভীর বিশ্বাসের মানুষ ও বিশিষ্ট ঐশবিদ্যাবিৎ। তিনি পবিত্র আত্মার আলোতেই আদিমণ্ডলীর সমস্ত ঘটনা দেখতে পারেন, এমনকি সেই ঘটনাগুলোর ভিতরে (যেমন নতুন মন-মানসিকতা অর্জনের জন্য ইহুদী ধর্মীয় প্রথা ত্যাগ করা, স্থান ও জাতি-বিশেষে মণ্ডলীর মধ্যে একাত্মতা অক্ষুণ্ন রাখার সমস্যা প্রভৃতি) তিনি বিশেষ কয়েকটা বৈশিষ্ট্য পুনঃ পুনঃ লক্ষ করেন যেগুলোর মাধ্যমে মণ্ডলীর একটা কাঠামো উৎপন্ন হয়। সেই কাঠামো শুধু ইতিহাসের দিক থেকে নয় বরং মণ্ডলীর মূল-উৎস থেকে উদ্ভূত বলেই মৌলিক। মূল-উৎসটি হলেন চিরসাক্ষী বারোজন প্রেরিতদূতের মধ্যে সৃজনশীলভাবে উপস্থিত যিশুর আত্মা। লুকের ধারণায় এটিই সর্বকালের জন্য মণ্ডলীর মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় কাঠামো।

সুতরাং লুকের এই রচনা সাধারণ ইতিহাসের কথা নয়, বরং ঐতিহাসিক ও মণ্ডলীগত ধর্মতত্ত্ব, অর্থাৎ বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে গঠিত এমন ধর্মতত্ত্ব যেখানে সকল ঘটনা ও চরিত্রের আসল প্রযোজক হলেন পবিত্র আত্মা যিনি যখন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেন তখন যা-কিছু পুরাতন আছে তা নবীভূত করে মানুষকে ঐশরাজ্যের উপযোগী

করে তোলেন। পবিত্র আত্মার এ প্রযোজনা বা নেতৃত্ব আজকালীন মণ্ডলীর জীবনেও প্রতীয়মান (এ সত্য প্রকাশ করার জন্য ব্যাখ্যা লেখায় ক্রিয়ার বর্তমান কাল একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে)।

কার্যবিবরণীর কাঠামো

কার্যবিবরণী তিনটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে :

১ম অংশ (১–১২) : প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন পিতর, কর্মকেন্দ্র যেরুশালেম।

১–২: যেরুশালেমেই যিশুর কাজের সমাপ্তি ও মণ্ডলীর কাজের আরম্ভ।

৩–৯: যেরুশালেমে বারোজন প্রেরিতদূতের প্রচারে হিব্রুভাষী ও গ্রীকভাষী ইহুদীদের মাঝে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা।

১০–১১: আনুষ্ঠানিকভাবে পিতর দ্বারা বিজাতীয়দের মধ্যে বাণীপ্রচারের আরম্ভ।

১১–১২: যেরুশালেম-মণ্ডলীর সঙ্গে আন্তিওখিয়া-মণ্ডলীর একাত্মতা।

(১৫ অধ্যায়েও যেরুশালেমেরই প্রধান ভূমিকা থাকবে)।

২য় অংশ (১৩:১–২১:১৪) : প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন পল, কর্মকেন্দ্র আন্তিওখিয়া।

এখান থেকে বিজাতীয়দের মাঝে পলের তিনটি বাণীপ্রচার-যাত্রা।

৩য় অংশ (২১:১৫–২৮) : পলের বিপক্ষে রোম সাম্রাজ্য ও ইহুদীধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রোমে পলের আগমন (রোম-ই জগতের কেন্দ্রস্থলের প্রতীক এবং পল-ই খ্রিষ্টবিশ্বাস ও মণ্ডলীর প্রতীক)।

২১:১৫–২৩: যেরুশালেমে পলের আত্মপক্ষ সমর্থন।

২৪–২৬: কায়েসারিয়াতে পলের আত্মপক্ষ সমর্থন।

২৭–২৮: রোমে ইহুদীধর্মের সঙ্গে পলের যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টার সমাপ্তি এবং সকলের কাছে বাণীপ্রচার করার স্বাধীনতালাভ।

কার্যবিবরণীতে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস

খ্রিষ্টবিশ্বাসের বিস্তৃতি সম্বন্ধে লুকের যে ধারণা, সেটা হল ধর্মতাত্ত্বিক এক ধারণা: যিশুর পরিত্রাণদায়ী বাণী নগণ্য পালেস্তিনা অঞ্চল থেকে তখনকার জগতের কেন্দ্রস্থল সেই রোম নগরী পর্যন্ত প্রসারিত হয় ও ক্রমশ সকল জাতির বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় স্তর প্রভাবিত করে। কিন্তু লুকের এ ধারণা ইতিহাসের দিক থেকে বাণীপ্রচারের বিস্তারলাভ সীমিত করে। কারণ উল্লিখিত ধর্মতাত্ত্বিক ধারণার ফলে ও ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবেরও ফলে লুক মিশর দেশ, উত্তর আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানে ঐশবাণীর বিস্তৃতি বিষয়ে কোন কথা বলেন না। অন্য দিকে, যদিও আদিমণ্ডলীর ইতিহাসের বিষয়ে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তক প্রধান পুস্তক বলে পরিগণিত, তবুও পলের পত্রাবলি ও সুসমাচার-চতুষ্টয় লুকের এ পুস্তকটির অসম্পূর্ণতা পরিপূরণ করে, যথা: মার্ক ৩:৭ যখন গালিলেয়া, যুদেয়া, যেরুশালেম, ইদুমেয়া, পেরেয়া ও ফৈনিকিয়ার কথা উল্লেখ করে তখন আমরা অনুমান করি যে সেই সকল স্থানেও খ্রিষ্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ছিল; একই প্রকারে মথি ২:২৪ যখন ইদুমেয়া ও ফৈনিকিয়া বাদে দেকাপলিস ও সিরিয়ার কথা, এবং লুক ৬:১৭ যুদেয়া ও যেরুশালেম ছাড়া তুরস ও সিদোনেরও কথা বলে তখন একথা প্রমাণিত হয় যে সেখানেও খ্রিষ্টমণ্ডলী বর্তমান ছিল। এ তথ্যসমূহ থেকে পালেস্তিনা অঞ্চলে আদিমণ্ডলীর আসল বিস্তৃতি লাভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়।

আবার, ১ থে ২:১৪ ও প্রেরিত ১:৫; ৮:৪০ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইতিমধ্যে যুদেয়ায়, বিশেষভাবে লিদ্দা, যাফা, আজোতাস ও কায়েসারিয়াতে মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল।

কার্যবিবরণী অনুসারে জানতে পারি যে, যেরুশালেমের বাইরে যিশুর বাণী প্রচারিত হয়েছিল গ্রীকভাষী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দ্বারা: ফিলিপ সামারিয়া ও সামুদ্রিক অঞ্চলের প্রথম প্রচারক বলে খ্যাত; সামারিয়ায় খ্রিষ্টমণ্ডলীর বৃদ্ধিলাভের কথা যোহন ৪ অধ্যায় ও লুক ১০:৩০; ১৭:১৬ দ্বারাও স্বীকৃত।

শৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের গ্রেপ্তার করার জন্য বার বার দামাস্কে যান, এতে প্রমাণিত হয় যে সেখানেও সুস্থাপিত একটা মণ্ডলী ছিল।

আবার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে বহু স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলী ছড়িয়ে পড়েছিল তুরস, সিদোন, তলেমাইস, আন্তিওখিয়া ও সাইপ্রাস দ্বীপে।

পলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রা (প্রেরিত ১৩–১৪ ও ১৬–২১) প্রমাণ করে যে এশিয়া প্রদেশের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চল এবং গ্রীস দেশও যিশুর বাণী গ্রহণ করেছিল। উপরন্তু আকুইলা ও প্রিস্কিল্লার কথার উল্লেখে (প্রেরিত ১৮:২) অনুমান করা যায়, রোম নগরীতেও খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। শেষে কল ১:২; ৪:১৩ ও প্রকাশ ২:১–৩:২২ জানায় যে, কলসী, লাওদিকেয়া, হিয়েরাপলিস, এফেসস, স্মির্না, পের্গামন, থিয়াতিরা, সার্দিস ও ফিলাদেল্ফিয়াতেও খ্রিষ্টমণ্ডলী উপস্থিত ছিল।

বিশেষভাবে নূতন নিয়মের উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশগুলোর সাহায্যে-ই আদিমণ্ডলীর আসল পরিস্থিতি স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

ইহুদী দিয়াস্পরা ও আদিমণ্ডলীর বাণীপ্রচার

নূতন নিয়মের পন্ডিতগণের মতে পলের প্রচারকাজের সাফল্যের অন্যতম কারণ এই যে, তিনি ইহুদী দিয়াস্পরার ভিত্তির উপর অবলম্বন করেই কাজ করেছিলেন। সুতরাং আদিমণ্ডলীর সম্প্রসারণের কথা ঠিক মত বুঝবার জন্য দিয়াস্পরা এবং দিয়াস্পরার প্রচারকাজ সম্বন্ধে কিছু কথা বলা আবশ্যক।

দিয়াস্পরা বলতে পালেস্তিনার বাইরে অবস্থিত ইহুদীদের বোঝায়, তবু দিয়াস্পরা শব্দার্থ হল বিক্ষিপ্ত প্রবাস। এই ঘটনা ইহুদীদের দ্বিতীয় নির্বাসনকালে শুরু হয় (খ্রিঃপূঃ ৫৮২) (২ রাজা ২৪:১৪; ২৫:১১; যেরে ৫২:২৮)। কিন্তু বিশেষভাবে খ্রিঃপূঃ প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত ইহুদী দিয়াস্পরা বিস্তার লাভ করে। লুকের সময়ে দিয়াস্পরার ইহুদীরা প্রায় ষাট লক্ষ (স্মরণযোগ্য, রোম সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা একই সময়ে প্রায় ছয় কোটি ছিল, এবং মিশর, সিরিয়া, এশিয়া, গ্রীস, ইতালী, কিরেনে, মেসোপতামিয়া, ভূমধ্যসাগরের সমস্ত দ্বীপ এবং স্পেনের সবচেয়ে নামকরা মহানগরীতে সেই ইহুদীরা বাস করত)।

সমাজগৃহই দিয়াস্পরার প্রধান প্রতিষ্ঠান; সেইখানে পবিত্র বাইবেল পাঠ করা হয়, ছেলে-মেয়েরা শিক্ষালাভ করে, সমাজের সমস্যাসমূহের সমাধান হয়। সমাজগৃহের পরিচালনা সকলের সহযোগিতার উপর নির্ভর করত, তথাপি শাসনকর্তাগণ ছিলেন প্রবীণবর্গ ও সমাজগৃহের অধ্যক্ষ।

দিয়াস্পরার ইহুদীরা হিব্রু ভাষা জানত না, সাধারণত গ্রীক ভাষায় কথা বলত, এ কারণে হিব্রু ভাষা থেকে অনেক কিছু গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রীক ভাষায় অনূদিত সেই পবিত্র বাইবেল যা 'সত্তরী' বলে পরিচিত ('বাইবেল' শব্দটি গ্রীক ভাষার 'বিব্লিয়া' শব্দ থেকে আসে, যার অর্থ পুস্তকসমূহ)। ইহুদী সমাজগৃহের প্রথাগুলোর অনেক কিছু আদিমণ্ডলীর কাঠামোতে স্থান পেয়েছিল:—'ঐশবাণী ঘোষণা' অনুষ্ঠান সমাজগৃহের পদ্ধতি অনুসারে চলত, বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলী প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের দ্বারা পরিচালিত হত এবং আদিমণ্ডলীর অধ্যক্ষদের ভূমিকাও সম্ভবত সমাজগৃহের অধ্যক্ষের ভূমিকা অনুসরণ করত।

সেই সময় বিজাতীয়দের অনেকে ইহুদীধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করত। তারা ইহুদীধর্মের একেশ্বরবিশ্বাস ও সুন্দর নীতির প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং আব্রাহাম, মোশি, ইস্‌হাক, যাকোব ইত্যাদি আদর্শ-পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাত।

যে যে বিজাতীয় ইহুদীধর্ম গ্রহণ করত, তারা হয় ইহুদীধর্মাবলম্বী, না হয় 'ঈশ্বরভীরু' হতে পারত (ঈশ্বরভীরু যারা, তারা ঈশ্বরভক্ত বলেও পরিচিত ছিল)। ইহুদীধর্মাবলম্বীরা পরিচ্ছেদন ও দীক্ষার মাধ্যমে ইহুদীধর্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করত; 'ঈশ্বরভীরু' বলে পরিচিত যারা, তারা পরিচ্ছেদনের প্রথা এবং দীক্ষা গ্রহণ না করে শুধু একেশ্বরবিশ্বাস এবং ইহুদী নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ মেনে চলত।

আদিমণ্ডলীর জীবনে এ দুই শ্রেণির মানুষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিক পিতরের প্রথম উপদেশের শ্রোতারা (২:১১ ···), সাতজন গ্রীকভাষী দলের নিকোলাস (৬:১ ···) এবং প্রথম বাণীপ্রচার-যাত্রাকালে (১৩:৪৩) পল ও বার্নাবাসের সঙ্গীরা ইহুদীধর্মাবলম্বীই ছিল। একই প্রকারে কার্যবিবরণী একাধিকবার ঈশ্বরভীরুদের কথা উল্লেখ করে:— পলের অধিকাংশ শিষ্য (১৩:১৬, ২৬; ১৪:১; ১৬:৪; ১৭:২; ১৭:১৭; ১৮:৪,৭; ২৭:৪) এবং কর্নেলিউস (১০–১১ অধ্যায়) এ শ্রেণিরই মানুষ; এ

দুই শ্রেণির মানুষ পুরাতন নিয়ম ও একেশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হওয়ায় যিশুর বাণী গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, এজন্যও তাদের মধ্যে আদিমণ্ডলীর প্রচারকাজ সফল হয়।

ইহুদীধর্মের প্রচারকাজ ১৩২ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় যখন সম্রাট আদ্রিয়ানুস পরিচ্ছেদনের প্রথা অ-ইহুদীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় দোষ বলে ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহুদীধর্ম-বিস্তারকাজের সমাপ্তি বহুদিন আগেই শুরু হয়েছিল খ্রিষ্টবিশ্বাস প্রচারের ফলে। কেননা খ্রিষ্টবিশ্বাস পরিত্রাণলাভের জন্য ইহুদীধর্মের পরিচ্ছেদন এবং অন্যান্য বাহ্যিক প্রথা আবশ্যক বলে সমর্থন করত না। খ্রিষ্টবিশ্বাস ও ইহুদীধর্মের মধ্যকার এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মথি ও যোহনের সুসমাচারেও অনুমেয়, তবু বিশেষত পলের পত্রাবলিতে ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে তা সুস্পষ্ট ও তীব্রতর হয়। এ ঐতিহাসিক পটভূমি স্মরণে রাখলে নূতন নিয়মের কথা আরও বোধগম্য হয়ে উঠবে।

স্মরণীয় কয়েকটি তারিখ

৩০ সাল, ৭ই এপ্রিল : যিশুর মৃত্যু।

৩০ সাল, ৯ই এপ্রিল : পুনরুত্থান।

৩০ সাল, ২৮শে মে : পঞ্চাশত্তমী পর্ব

৩৩–৩৫ সাল, স্তেফানের মৃত্যু (৬:৮ …)।

৩৩–৩৫ সাল, দামাস্কের পথে পলের কাছে যিশুর দর্শনদান (৯:১-১১; গা ১:১৩-১৬)।

৩৩–৩৫ সাল, দামাস্ক, আরব, পুনরায় দামাস্কে পলের অবস্থান (২ থে১:১৭; প্রেরিত ৯:১৯-২৫)।

৩৫–৩৭ সাল, যেরুশালেমে পলের আগমন (৯:২৬-২৮; গা ১:১৮-২০) ও তার্সসে পলের অবস্থান (৯:২৯)।

৪১ (৪৩?) সাল, পিতরের কারামুক্তি (১২:৩)।

৪২–৪৩ সাল, যাকোবের মৃত্যু (১২:১-৭)।

৪৪–৪৫ সাল, আন্তিওখিয়ায় পলের আগমন (১১:২৫-২৬) ও যেরুশালেমে পল ও বার্নাবাসের আগমন (১১:২৭-৩০)।

৪৬–৪৯ সাল, পলের প্রথম বাণীপ্রচার-যাত্রা (১৩–১৪ অধ্যায়)।

৪৯ সাল, যেরুশালেমের ধর্মসভা (১৫:১-৩৫; গা ২:১-১০)।

৫০–৫২ সাল, পলের দ্বিতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রা (১৫:৩৬–১৮:২১) এবং ফিলিপ্পি, থেসালোনিকা ও করিন্থে পলের আগমন।

৫৩–৫৬ সাল, পলের তৃতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রা (১৮:২৩–২১:১৪)। পলের এফেসসে ২ বছর ৩ মাস অবস্থান; করিন্থে ৩ মাস অবস্থান।

৫৭ (৫৫?) সাল, পঞ্চাশত্তমী পর্বে যেরুশালেমে পলকে গ্রেপ্তার (২১:১৫–২৩:৩৫), কায়েসারিয়াতে পলের কারাবাস (২৪–২৬ অধ্যায়), এবং রোমে বন্দি অবস্থায় পলের আগমন (২৭:১–২৮:১৬)।

৫৯–৬১ সাল, রোমে পলের কারাবাস (২৮:১৭-৩১)। (৫৬–৫৮?)।

৬২–৬৪ সাল, স্পেনে পলের বাণীপ্রচার? (৫৯–৬৪?)।

৬৪–৬৬ সাল, এশিয়ায় পলের আগমন?

৬৭ সাল, রোমে দ্বিতীয়বার পলের কারাবাস।

৬৮–৬৯ সাল, রোমে পিতর ও পলের মৃত্যু।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী

প্রথম অংশ

বাণীপ্রচারের দিকে

যেরুশালেম মণ্ডলীর মনপরিবর্তন

(১–১২ অধ্যায়)

প্রথম বিভাগ

পবিত্র আত্মা জগৎকে নবীভূত করেন (১–২)

পবিত্র আত্মা দানের প্রতিশ্রুতি (১:১-১৪)

১ থেওফিল, প্রথম পুস্তকে আমি সেই সকল বিষয়ে লিখেছিলাম, যা যিশু শুরু
থেকে সেদিন পর্যন্তই সাধন করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন, [২] যেদিন, পবিত্র
আত্মার মধ্য দিয়ে যাঁদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সেই প্রেরিতদূতদের নির্দেশ
দেওয়ার পর তাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হয়েছিল। [৩] নিজের যন্ত্রণাভোগের
পরে তিনি অনেক প্রমাণের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছে নিজেকে জীবিত বলে
দেখিয়েছিলেন: চল্লিশদিন ধরে তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন ও ঈশ্বরের রাজ্য
সম্বন্ধে নানা কথা বলেছিলেন। [৪] তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে তিনি আদেশ
করেছিলেন, তাঁরা যেরুশালেম থেকে চলে না গিয়ে বরং যেন পিতার সেই
প্রতিশ্রুতি-পূরণের অপেক্ষায় থাকেন, ‘যে প্রতিশ্রুতির কথা তোমরা আমার কাছ
থেকে শুনেছ, তথা: [৫] যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে
পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে।’

[৬] তাই তাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আপনি কি এই সময়েই ইস্রায়েলের জন্য রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন?' [৭] তিনি তাঁদের বললেন, 'পিতা যে সকল কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার নয়; [৮] কিন্তু তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন; তখন যেরুশালেমে, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।'

[৯] তিনি একথা বলার পর তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। [১০] তিনি চলে যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাদা পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন; [১১] তাঁরা বললেন, 'হে গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যিশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন।'

[১২] তখন তাঁরা জৈতুন নামে পর্বত থেকে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন; সেই পর্বত যেরুশালেম থেকে তত দূরে নয়—শাব্বাৎ দিনে যত দূরে যাওয়া যায়, ততদূরে। [১৩] শহরে প্রবেশ করে তাঁরা সেই উপরতলার ঘরে গেলেন যেখানে সেসময়ে বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন: পিতর ও যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমাস, বার্থলমেয় ও মথি, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব ও উগ্রধর্মা শিমোন এবং যাকোবের ছেলে যুদা। [১৪] এঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন নারী, যিশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন।

যেমন মণ্ডলী ও যিশুর জীবনের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা আছে, তেমনিভাবে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ও লুক-সুসমাচারের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা রয়েছে। সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে লুক যে বিষয় দু'টোর সংযোজন ঘটিয়েছেন তা হল প্রেরিতদূতদের কাছে যিশুর নির্দেশ ও তাঁর স্বর্গারোহণ (লুক ২৪:৪৪)।

স্বর্গারোহণের কথা উল্লেখ করে লুক বলতে চান, মানবরূপে যিশুর কাজ শেষ হয়েছে; এখন মণ্ডলী তাঁর কাজ চালিয়ে যাবে। তবুও যিশু নিজ আত্মা দ্বারা মণ্ডলীতে ও জগতে উপস্থিত থাকবেন। সুতরাং তাঁর আসন্ন পুনরাগমনের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে না থেকে প্রেরিতদূতগণ বরং যেন পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেন, কেননা পবিত্র আত্মাই তাঁদের নবীভূত ও অনুপ্রাণিত করে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বাণীপ্রচারের উদ্দেশে তাঁদের প্রেরণ করবেন।

ঘটনা হিসাবে স্বর্গারোহণ গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা বটে, কিন্তু আর একটা দিক আছে যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা হল শিষ্যদের সঙ্গে চল্লিশ দিন ধরে যিশুর মেলামেশা। এই ঘটনা দ্বারা লুক আপনজনদের সঙ্গে যিশুর সম্পূর্ণ একাত্মতা দেখাতে চান।

* * *

যিশুর স্বর্গারোহণ (১:৯-১৩)

১। **নূতন নিয়মে যিশুর স্বর্গারোহণ:** লুক ও মার্কের সুসমাচারে (লুক ২৪:৫০-৫১; মার্ক ১৬:১৯) স্বর্গারোহণের কথা খুব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত। লুক অনুসারে যিশু স্বর্গে উন্নীত হয়েছিলেন বেথানিয়ায়, পুনরুত্থানের একই দিনে। মথির সুসমাচারে স্বর্গারোহণের কথার উল্লেখ নেই।

যোহনের সুসমাচারে পুনরুত্থিত যিশু মাগ্দালার মারীয়াকে বলেন, 'আমাকে আঁকড়ে ধরো না, কেননা আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি, বরং আমার ভাইদের গিয়ে বল, আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি!' (যোহন ২০:১৭) যিশুর উক্তি থেকে একথা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, তিনি সেই দিনেই পিতার কাছে যেতে উদ্যত হচ্ছেন এবং পিতার কাছে যাবার পরে শিষ্যদের কাছে—'সেই একই দিনে, সন্ধ্যাবেলায়' (যোহন ২০:১৯)—ফিরে আসবেন।

তা সত্ত্বেও যোহনের ধর্মতাত্ত্বিক ধারণায় যিশুর পরিত্রাণ-ঐশতত্ত্ব তথা তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, গৌরবলাভ ও পবিত্র আত্মার দান হল রহস্যাবৃত একটি অবিচ্ছিন্ন

সত্য, একটামাত্র ঘটনাই যেন। এ ঘটনাটিতে যিশু 'আত্মাকে সঁপে দেওয়ার ক্ষণে' বলেন 'সিদ্ধি হয়েছে!' (যোহন ১৯:৩০)।

পলের ঐশতাত্ত্বিক ধারণা অনুসারেও যিশুর পরিত্রাণ-ঐশতত্ত্ব রহস্যাবৃত একটি অখণ্ড সত্য: সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই জীবনেশ্বর। পিতা ঈশ্বরের এই মহাশক্তি সুনির্দিষ্টভাবে ও সম্পূর্ণরূপে যিশুতে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতই এই মহাশক্তি দ্বারা যিশু চূড়ান্ত অপমান থেকে শ্রেষ্ঠ গৌরবে উন্নীত হয়েছেন (ফিলি ২:৬-১১) এবং পুনরুত্থান অবধি পবিত্র আত্মার প্রভাবে ঈশ্বরের পুত্র বলে অধিষ্ঠিত হয়েছেন (রো ১:১-৫)।

লুক এ বিষয়ে সচেতন যে, যিশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, গৌরবলাভ ও পবিত্র আত্মার অবতরণ অখণ্ডই এক রহস্যাবৃত সত্য, কিন্তু প্রেরিতদের কার্যবিবরণী এই সত্যকে একটা উপাসনা-চক্রে ভাগ ভাগ করে। এ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে লুক পুরাতন নিয়মের সঙ্গে নূতন নিয়মের ঘটনাগুলো সংযুক্ত করেন। এই উপাসনা-চক্রে লুক যিশুর স্বর্গারোহণ পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পরে এবং পবিত্র আত্মার বর্ষণ পুনরুত্থানের পরবর্তী পঞ্চাশত্তম দিনে (অর্থাৎ পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে) ঘটিয়েছেন। 'চল্লিশ' এবং 'পঞ্চাশ' উভয় কথায় যথেষ্ট ঐতিহাসিক ও পরিত্রাণমূলক তাৎপর্য আছে।

ক। চল্লিশ: শব্দটা বারবার বাইবেলে উল্লিখিত, যথা চল্লিশ দিবারাত্রি জলপ্লাবন (আদি ৭:৪); সিনাই পর্বতে মোশির চল্লিশ দিন অবস্থান (যাত্রা ২৪:১৮); মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলের চল্লিশ বছর যাত্রা (গণনা ১৪:৩৪); প্রান্তরে এলিয়ের চল্লিশ দিন অবস্থান (১ রাজা ১৯:৮); প্রান্তরে যিশুর চল্লিশ দিন অবস্থান (মার্ক ১:১৩)। এ দৃষ্টান্তগুলো থেকে এ ধারণা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, চল্লিশ দিন বা চল্লিশ বছর বলতে একটা বিশেষ কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বোঝায়। সুতরাং যখন যিশু চল্লিশ দিন ধরে শিষ্যদের সঙ্গে মেলামেশা করেন তখন বুঝতে হয় যে পুনরুত্থিত যিশুর নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শিষ্যদের কাছে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল।

খ। পঞ্চাশ: পুরাতন নিয়মের পাস্কা-পর্ব যিশুর পুনরুত্থানের দিনের প্রতীক। পাস্কা-পর্বের পরবর্তী পঞ্চাশতম দিনে 'শস্যসংগ্রহ-পর্ব' নামক আর এক

ইহুদী ধর্মীয় পর্ব প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে এই আনন্দের দিনে ইহুদীরা কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরের কাছে নব-শস্য নিবেদন করত। পরবর্তীকালে কিন্তু এই পর্ব আর একটা তাৎপর্য লাভ করেছিল তথা মিশর দেশ থেকে উদ্ধার (উল্লিখিত 'পাস্কা-পর্ব') এর প্রায় পঞ্চাশ দিন পর সিনাই পর্বতে ঈশ্বর যে মোশির কাছে 'বিধান' প্রকাশ করেছিলেন তারই স্মরণ। উল্লেখযোগ্য, উভয় পর্ব (পাস্কা ও পঞ্চাশত্তমী পর্ব) একই উৎসব-কাল বলে গণ্য করা হত।

সুতরাং, পবিত্র আত্মার বর্ষণ পুনরুত্থানের পরবর্তী পঞ্চাশত্তম দিনে ঘটানোর মধ্য দিয়ে লুক এ ধারণা ব্যক্ত করেন: ঘটনা দু'টোই নিতান্তভাবে ঘনিষ্ঠ, এবং যেহেতু যিশুর স্বর্গারোহণও এই পঞ্চাশ দিনের মধ্যে পড়ে সেহেতু ঘটনাত্রয় (যিশুর পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, পবিত্র আত্মার বর্ষণ) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ঘটনা বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

২। ঘটনার বর্ণনা: যিশুর স্বর্গারোহণ বর্ণনায় লুক বিশেষ একটা প্রণালী অনুসরণ করেন। ঘটনার অর্থ সঠিকভাবে বুঝবার জন্য কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন হতে পারে। 'চল্লিশ' ও 'পঞ্চাশ' সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কিছু বলা হয়েছে; তা ছাড়া আরও কতগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলোর উপর কিছু আলোকপাত করা দরকার, যেমন:

• **পর্বত:** বাইবেলের ভাষায় পর্বত হল মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের বিশেষ মিলন-স্থান, যথা: সিনাই পর্বতে ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের পবিত্র জাতি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়; যিশু অষ্ট আশীর্বচন ঘোষণা করার জন্য পর্বতে গিয়ে ওঠেন; একই প্রকারে এক পর্বতশিখরে যিশু রূপান্তরিত হন। সুতরাং স্বর্গারোহণের দিব্য ঘটনাও পর্বতের উপরে ঘটে।

• **মেঘ:** মেঘ বলতে ঈশ্বরের গুপ্ত উপস্থিতি বোঝায়, যথা মরুভূমিতে একটা মেঘ প্রবাসী ইস্রায়েলকে পরিচালনা করত (যাত্রা ১৬:১০); ঐশ মেঘ অপবিত্র যেরুশালেম ছেড়ে চলে যায় (এজে ৮—১১ অধ্যায়); যিশুর রূপান্তরের দিনেও মেঘের কথার উল্লেখ আছে (মার্ক ৯:৭); শেষ বিচারের দিনে যিশু মেঘের সঙ্গে আগমন করবেন (প্রকাশ ১:৭)। সুতরাং স্বর্গারোহণের মেঘের কথায় প্রেরিতদের কার্যবিবরণী স্বীকার করে যে প্রভু যিশু পিতা ঈশ্বরের গৌরবে বা রহস্যময় একাত্মতায় প্রবেশ করেছেন।

• **স্বর্গদূতগণ :** প্রাচীন ধারণায় স্বর্গদূত-শ্রেণি দু'টো :

ক। প্রথম শ্রেণির দূতগণ স্বর্গলোকে থেকে ঈশ্বরকে সেবা ও আরাধনা করেন। এঁদের নাম খেরূব, সেরাফ ও এলোহিম ;

খ। দ্বিতীয় শ্রেণির দূতগণ স্বর্গলোক থেকে ইহলোকে নেমে এসে মানুষের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং সময় বিশেষে মানুষকে সাহায্য করেন।

নূতন নিয়ম স্বর্গদূতের কথা একাধিকবার উল্লেখ করে : তাঁরা প্রান্তরে যিশুকে সেবা করেন (মথি ৪:১১; মার্ক ১:১২), যন্ত্রণাভোগের দিনে তাঁকে সান্ত্বনা দেন (লুক ২২:৪৩), যথাসময় মানুষের কাছে ঐশ অভিপ্রায় জানান, যেইভাবে স্বর্গারোহণ-কাহিনীতেও ঘটে (লুক ১:২৬; ২৪:৪; মথি ১:২০; ২:১৩, ১৯; প্রেরিত ১:১০, প্রভৃতি)।

• **প্রত্যক্ষসাক্ষী প্রেরিতদূতগণ :** লুক দু'বার করে বলেন যিশুর শিষ্যেরা তাঁর স্বর্গারোহণ স্বচক্ষে দেখেছেন। এই কথায় লুক জোর ধরেন কেন? উত্তর পুরাতন নিয়ম থেকেই পাওয়া যেতে পারে : ২ রাজা : ১-১৮তে এলিয় তাঁর শিষ্য এলিশেয়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'যাচনা কর, আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে তুলে নেওয়ার আগে তোমার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' এলিশেয় উত্তরে বলেন, 'আমি যেন আপনার আত্মার তিন ভাগের দু'ভাগ পেতে পারি।' এতে এলিয় বলেন, 'কঠিন ব্যাপার যাচনা করেছ! আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে আমাকে তুলে নেওয়ার সময়ে তুমি যদি আমাকে দেখতে পাও, তবে তোমার কাছে তা মঞ্জুর করা হবে ; কিন্তু দেখতে না পেলে, তা মঞ্জুর করা হবে না।' তারপর এলিশেয় এলিয়কে স্বর্গে উন্নীত হতে দেখলেন এবং অন্যান্য নবীরা স্বীকার করে বলল, 'এলিয়ের আত্মা এলিশেয়ের উপরে অধিষ্ঠিত।'

সুতরাং, যিশুকে স্বর্গারোহণ করতে দেখতে পেয়েছেন বিধায় শিষ্যেরা নিশ্চিত জানেন তাঁর আত্মাকে গ্রহণ করবেন। আসলে লুক বলতে চান : বারোজন প্রেরিতদূতই যিশুর আত্মিক উত্তরসূরী, যাঁদের কাছে প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর শিক্ষা ন্যস্ত করে গিয়েছেন ; তাঁরাই যিশুর আত্মাকে লাভ করবেন।

যুদার স্থানে মাথিয়াস (১:১৫-২৬)

১ [১৫] একদিন, যখন সমবেত লোকদের সংখ্যা প্রায় একশ' কুড়িজন, পিতর
ভাইদের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, [১৬] ‘ভাইয়েরা, যিশুকে যারা গ্রেপ্তার
করেছিল, তাদের যে পথপ্রদর্শক হয়েছিল, সেই যুদা সম্বন্ধে পবিত্র আত্মা
দাউদের মুখ দিয়ে আগে থেকে যা বলে দিয়েছিলেন, সেই শাস্ত্রবচন পূর্ণ হওয়া
আবশ্যক ছিল। [১৭] সে তো আমাদেরই একজন ছিল, এবং তাকেও এই
সেবাদায়িত্বের সহভাগী হতে দেওয়া হয়েছিল। [১৮] অপকর্ম ক'রে যে টাকা
পেয়েছিল, তা দিয়ে সে একখণ্ড জমি কিনেছিল, এবং উচু থেকে সে উল্টে পড়ে
গেলে তার পেট ফেটে গেছিল আর নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল।
[১৯] যেরুশালেম-বাসী সকলের কাছে কথাটা এত জানাজানি হয়েছিল যে,
তাদের ভাষায় সেই জমিটা আকেল্দামা, অর্থাৎ রক্তের জমি বলে ডাকা হল।
[২০] বাস্তবিকই সামসঙ্গীত-পুস্তকে লেখা আছে,

তার বাসা জনহীন হোক,
তার মধ্যে বাস করার মত যেন কেউ না থাকে; [[সাম ৯৬:২৬]]

এবং,

অন্য একজন তার কর্মভার গ্রহণ করুক। [[সাম ১০৯:৮]]

[২১] সুতরাং, যোহন যে সময় বাপ্তিস্ম দিতেন, তখন থেকে আরম্ভ ক'রে যেদিন
প্রভু যিশুকে আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হল সেদিন পর্যন্ত, যতদিন
তিনি আমাদের মাঝে বসবাস করলেন, ততদিন যারা আমাদের সঙ্গে ছিল,
[২২] তাদেরই একজনকে আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।’
[২৩] তখন এই দু'জনের নাম প্রস্তাব করা হল: যুস্তুস নামে পরিচিত যোসেফ,
যাঁকে বার্সাব্বাস বলে ডাকা হত, এবং মাথিয়াস। [২৪-২৫] তখন তাঁরা এই
বলে প্রার্থনা করলেন, ‘প্রভু, তুমি সকলের অন্তরই জান; নিজের স্থানে যাবার
জন্য যুদা যে সেবাদায়িত্ব ও প্রৈরিতিক ভূমিকা ত্যাগ করেছে, তার স্থান গ্রহণ
করার জন্য তুমি এই দু'জনের মধ্যে কাকে বেছে নিয়েছ, তা আমাদের দেখাও।’
[২৬] পরে তাঁরা এই দু'জনের নামে গুলিবাঁট করলেন; মাথিয়াসের নামে গুলি
পড়ল বিধায় তিনিই এগারোজন প্রেরিতদূতের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েল জাতি হল মণ্ডলীর প্রতীক। যেভাবে প্রাক্তন-ইস্রায়েল বারোটি গোষ্ঠীর উপরে স্থাপিত হয়েছিল, সেইভাবে যিশু-মণ্ডলীকেও (অর্থাৎ নব-ইস্রায়েল) বারোজন শিষ্যের উপরে স্থাপন করা হয়। এজন্য যুদার পরিবর্তে যিশুর প্রত্যক্ষদর্শী মাথিয়াসকে মনোনীত করা হয়।

যুদার মৃত্যু: মথি ২৭:৫-এ লেখা আছে যুদা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। পুরাতন নিয়মে একথা লেখা আছে যে, দাউদ রাজার বিশ্বাসঘাতক অহিথোফেল ঠিক গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল (২ শামু ১৭:১-৩, ২৩)। সহজে বুঝা যায় যে যুদাই জগতের বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে প্রধান, তাতে অহিথোফেলের প্রতীক-ভূমিকা পূর্ণতা লাভ করে। লুক অনুসারে যুদা যে মৃত্যুতে মরে, সেই মৃত্যু অত্যন্ত ঘৃণাজনক ও অপ্রীতিকর। প্রাক্তন-ইস্রায়েলের নির্যাতনকারী আন্তিওখস এপিফানেস (২ মাকা ৯:৫-১০) এ ধরনের মৃত্যুতে মরেছিলেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে লেখা আছে, যিশু-মণ্ডলীর মহাশত্রু হেরোদও একই মৃত্যুতে মরলেন। কাজেই লুকের ধারণায় যারা প্রাক্তন-ইস্রায়েল, যিশু এবং তাঁর মণ্ডলীকে বিনাশ করতে চেষ্টা করেছে বা করে, তারা ঈশ্বর দ্বারা একই মৃত্যুতে দণ্ডিত হয়।

পবিত্র আত্মা থেকে মণ্ডলীর উদ্ভব (২:১-১৩)

২ যখন পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল, তখন তাঁরা সকলে এক স্থানে একত্রে
মিলিত হয়েছিলেন; [২] এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে
যাওয়ার মত একটা শব্দ এল, এবং তাঁরা যে বাড়িতে বসে ছিলেন, গোটা বাড়িটা
সেই শব্দে ভরে গেল; [৩] আর তাঁরা দেখতে পেলেন, আগুনের মতই যেন
কতগুলো জিহ্বা ভাগ ভাগ করে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বসল,
[৪] এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন, ও আত্মা তাঁদের যেভাবে
বাক্‌শক্তি দিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।
[৫] সেসময়ে, আকাশের নিচের সমস্ত দেশের বহু ভক্ত ইহুদী যেরুশালেমে ছিল।
[৬] সেই শব্দ ধ্বনিত হলে ভিড় জমে গেল: তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, যেহেতু

প্রত্যেকজন নিজ নিজ ভাষায় তাঁদের কথা বলতে শুনতে পাচ্ছিল। [৭] খুবই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য হয়ে তারা তখন বলল, ‘দেখ, এরা যারা কথা বলছে, এরা সকলে কি গালিলেয়ার মানুষ নয়? [৮] তবে আমরা কেমন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় এদের কথা বলতে শুনছি? [৯] এই আমরা, যারা পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের মানুষ আছি, আবার মেসোপতামিয়া, যুদেয়া ও কাপ্পাদোকিয়া, পন্তস ও এশিয়া, [১০] ফ্রিগিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর ও লিবিয়ার কিরেনে অঞ্চলের মানুষ এবং রোম-অধিবাসী—[১১] ইহুদী ও ইহুদীধর্মাবলম্বী, উভয়েই—এবং ক্রীট ও আরব দেশের মানুষ, এই আমরা শুনতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মহাকীর্তির কথা বলছে।’ [১২] তারা স্তম্ভিত হল এবং বিমূঢ় হয়ে একে অন্যকে বলতে লাগল, ‘এর অর্থ কি?’ [১৩] তবু কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলছিল, ‘নতুন আঙুররস খেয়ে ওরা মাতাল হয়েছে।’

• **পঞ্চাশত্তমী-পর্ব:** (‘পঞ্চাশ’ এর উল্লিখিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) যিশুর সময়ে এই পর্ব স্মরণ করাত, ইহুদীরা সিনাই পর্বতে মনোনীত জাতি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই পর্বে পবিত্র আত্মা আত্মিক ও জীবন্ত নব-বিধান দান করে নব-ইস্রায়েলস্বরূপ যিশু-মণ্ডলীকে গঠন করেন।

• **শব্দ, বাতাস, আগুন:** এগুলো হল ইহলোকে ঐশশক্তির আবির্ভাব বর্ণনার জন্য সাধারণত ব্যবহৃত শব্দ। ঐশশক্তি হলেন অনুপ্রেরণাদানকারী ও রহস্যময় পবিত্র আত্মা। পুরাতন নিয়মের পূর্বঘোষণায় যিনি ঘোর শূন্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন (আদি ১:২ …), যিনি নির্বাসিত ইস্রায়েলের শুষ্ক অস্থিসকল জীবিত করে তুলেছিলেন (এজে ৩:১-১৪) ও গ্রীক দার্শনিকদের কাছে বিশ্বজগতের বেষ্টনকারী ও জীবনদায়ী পরমাত্মা বলে পরিচিত ছিলেন, সেই পবিত্র আত্মা এখন ঐশরাজ্যের নব স্বর্গ ও নব পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করে (প্রকাশ ২১:১) নব কালের নব মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন।

• **নানা ভাষায় কথা বলা:** পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে নব-মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে, এজন্য লোকে তার কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে।

• **তেরো জাতির** নাম উল্লেখের মধ্য দিয়ে জগতের সমস্ত জাতির ইঙ্গিত করা হয়; অতএব পৃথিবীর সকল জাতি এই আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী। বাবেলের সময়ে ঈশ্বর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করেছিলেন, এখন পবিত্র আত্মা সেই সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেন।

সুতরাং লুকের মর্মকথা এ: যিশুর পবিত্র আত্মা বারোজন প্রেরিতদূতকে পরিপূর্ণ করেন অর্থাৎ তাঁদের যা পুরাতন ছিল তা শূন্য করে তাঁদের নবীভূত করে তোলেন। এভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা নব-মানবজাতির উদ্ভব হয় (এ প্রসঙ্গে 'কার্যবিবরণীতে পবিত্র আত্মা ও মণ্ডলী' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

পিতর যিশুর পুনরুত্থান ঘোষণা করেন (২:১৪-৪১)

২ [১৪] কিন্তু পিতর সেই এগারোজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাদের
উদ্দেশ করে একথা বললেন: 'যুদেয়ার মানুষেরা! তোমরাও, হে যেরুশালেম-
বাসী সকলে! তোমাদের কাছে একথা স্পষ্ট হোক, এবং আমার কথা মনোযোগ
দিয়ে শোন। [১৫] তোমরা যে ভাবছ এরা মাতাল, তা নয়; বাস্তবিকই এখন
সবে সকাল ন'টা! [১৬] বরং তা-ই ঘটছে, যে-বিষয়ে নবী [যোয়েল]
বলেছিলেন:

[১৭] *সেই শেষ দিনগুলিতে—ঈশ্বর একথা বলছেন—*
আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব।
তোমাদের ছেলেমেয়েরা নবীয় বাণী দেবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে,
আর তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে।
[১৮] *সেই দিনগুলিতে আমার দাস ও দাসীদের উপরেও*
আমার আত্মাকে বর্ষণ করব।
[আর তারা নবীয় বাণী দেবে।]
[১৯] *আমি ঊর্ধ্বে আকাশে নানা অলৌকিক লক্ষণ,*
এবং নিচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন দেখাব।
[রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার মেঘ।]

[২০] *প্রভুর দিনের আগমনের আগে,*
সেই মহা ও উজ্জ্বল দিনের আগমনের আগে
সূর্য অন্ধকারে,
ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।
[২১] *এবং এমনটি ঘটবে যে,*
যে কেউ প্রভুর নাম করবে,
সে পরিত্রাণ পাবে। [[যোয়েল ৩:১-৫]]

[২২] ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই সমস্ত কথা শোন: নাজারেথীয় যিশু, যিনি ঈশ্বর দ্বারা তোমাদের কাছে এমন পরাক্রম-কর্ম, অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারাই প্রমাণসিদ্ধ মানুষ ছিলেন, যা—তোমরা নিজেরাই যেমনটি জান—ঈশ্বর নিজে তাঁরই দ্বারা তোমাদের মধ্যে সাধন করেছেন, [২৩] সেই যিশুকে ঈশ্বরের নিরূপিত পরিকল্পনা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে পর তোমরা তাঁকে ধর্মহীনদের হাত দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ করিয়ে হত্যা করেছ। [২৪] কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে পুনরুত্থিত করেছেন, কারণ মৃত্যু যে তাঁকে নিজের বশ্যতায় ধরে রাখবে, তা সম্ভব ছিল না; [২৫] বস্তুত দাউদ তাঁর সম্বন্ধে বলেন:

আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ রাখলাম,
কারণ তিনি আমার ডান পাশে থাকেন
আমি যেন বিচলিত না হই।
[২৬] *তাই আমার অন্তর আনন্দ করল,*
আমার জিহ্বা মেতে উঠল;
আমার দেহও প্রত্যাশায় বিশ্রাম পাবে,
[২৭] *তুমি যে আমার প্রাণ বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,*
তোমার পুণ্যজনকেও তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না।
[২৮] *তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছ জীবনের পথ,*
তোমার শ্রীমুখ দ্বারা আমাকে আনন্দে পূর্ণ করবে। [[সাম ১৬:৮-১১]]

[২৯] ভাইয়েরা, সেই পিতৃকুলপতি দাউদ সম্বন্ধে আমি তোমাদের মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁকে সমাধিও দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর

সমাধিমন্দির আজও পর্যন্ত আমাদের মাঝে রয়েছে। [৩০] কিন্তু, যেহেতু তিনি নবী ছিলেন, এবং জানতেন যে, *ঈশ্বর তাঁর ঔরসের এক ফল তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন* [[সাম ১৩২:১১]] বলে দিব্যি দিয়ে তাঁর কাছে শপথ করেছিলেন, [৩১] সেজন্য খ্রিষ্টের পুনরুত্থান আগে থেকে দেখে তিনি সেবিষয়ে একথা বলেছিলেন যে, তাঁকে পাতালে বিসর্জনও দেওয়া হয়নি, তাঁর মাংসও অবক্ষয় দেখেনি। [৩২] এই যিশুকেই ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আর আমরা সকলেই তার সাক্ষী। [৩৩] অতএব ঈশ্বরের ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত হয়ে তিনি পিতার কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে তাঁকে বর্ষণ করেছেন, যেমনটি তোমরা আজ দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ। [৩৪] বস্তুত দাউদ স্বর্গে আরোহণ করেননি, তবু নিজেই একথা বলেন :

প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
[৩৫] *যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের*
আমি করি তোমার পাদপীঠ। [[সাম ১১০:১]]

[৩৬] অতএব সমগ্র ইস্রায়েলকুল নিশ্চিত হয়ে একথা জানুক যে, ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রিষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যিশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।'

[৩৭] তেমন কথা শুনে তাদের হৃদয় কেমন যেন বিদ্ধই হল, এবং পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদূতদের বলল, 'ভাইয়েরা, আমাদের কী করা উচিত?' [৩৮] পিতর তাদের বললেন, 'মনপরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপক্ষমার উদ্দেশে তোমরা প্রত্যেকে যিশু খ্রিষ্ট-নামের খাতিরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর : তবেই সেই দান, সেই পবিত্র আত্মাকেই পাবে। [৩৯] কেননা এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, ও সেই সকলেরই জন্য দেওয়া *যারা দূরে আছে—সেই সকলেরই জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন।*' [[ইশা ৫৭:১৯; যোয়েল ৩:৫]] [৪০] আরও বহু বহু যুক্তি দেখিয়ে তিনি তাদের উদ্দেশ করে কথা বললেন, এবং এই বলে তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন : 'এই প্রজন্মের কুটিল মানুষের হাত থেকে নিজেদের ত্রাণ কর।' [৪১] তখন যারা

তাঁর কথা গ্রহণ করল, তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হল। সেদিন আনুমানিক তিন হাজার লোক তাঁদের সংখ্যায় যুক্ত হল।

পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপ্লুত হওয়া বা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা মানে প্রতিবেশীর কাছে ঈশ্বরের অভিনব কাজ (অর্থাৎ যিশুর পুনরুত্থান) ঘোষণা করা। এই কারণে পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত পিতর প্রতিবেশীর কাছে যিশুর কথা প্রচার করেন।

পিতরের উপদেশের ব্যাখ্যা

ক। পুরাতন নিয়মের একটা ভাববাণী বলে: 'এমন দিন আসবে যখন জগতের উপর পবিত্র আত্মা বর্ষিত হবেন।' এখন এ ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করল।

খ। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর মানুষের দুর্বলতার সঙ্গে জড়িত হতে চান। যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে এ ভাববাণীও পূর্ণতা লাভ করল।

গ। পুরাতন নিয়মের একটা ভাববাণীতে ঈশ্বর তাঁর তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসান। গৌরবান্বিত যিশুতে একথাও পূর্ণ হল।

ঘ। পুরাতন নিয়মের আর একটা ভাববাণী প্রভুর কাছে মানবজাতির সম্মেলন ঘোষণা করে। সম্মেলনটি পবিত্র আত্মার অবতরণে বাস্তব হয়ে উঠল।

কেউ যদি মনে করে পিতরের উপদেশে পুরাতন নিয়মের বেশি কথা উল্লিখিত, তবে একথা জানা উচিত যে লুক এবং নূতন নিয়মের অন্যান্য লেখকগণ পুরাতন নিয়মে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন, কারণ

- পুরাতন নিয়ম হল নূতন নিয়মের পূর্বচ্ছবি।।
- পুরাতন নিয়ম হল সেই বিশেষ স্থান যেখানে অনেক দিন ধরে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ এক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর হলেন তীর্থযাত্রী মানুষের সঙ্গী।

- পুরাতন নিয়ম হল সেই বিশেষ স্থান যেখানে যিশুর পরিত্রাণ ও তাঁর আত্মার সাধিত পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি বারংবার উল্লিখিত। সুতরাং পুরাতন নিয়মের অর্থ পুনরুত্থিত যিশুতে ও তাঁর জীবনদায়ক আত্মাতে পূর্ণতা লাভ করে।

পিতরের উপদেশের ভাবার্থ : যে যিশুকে মানুষের পাপ হত্যা করেছে ও পিতা ঈশ্বর পুনরুত্থিত করে তুলেছেন, সেই যিশু খ্রিষ্ট মৃত্যুকে বিনাশ করে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে মানুষকে আহ্বান করেন। পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের আলোতে ও ভাববাণী অনুসারে এ সমস্ত ঘটনা ঘটেছে।

আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর জীবনধারা (২:৪২-৪৭)

২ [৪২] তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন-সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত। [৪৩] সকলের অন্তরে সম্ভ্রম বিরাজ করত, এবং প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে বহু অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম ঘটত। [৪৪] যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা সকলে একসঙ্গে থাকত, এবং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল; [৪৫] তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করত এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত। [৪৬] তারা প্রতিদিন একমন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে যেত, আবার ঘরে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান করত; সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত, [৪৭] ঈশ্বরের প্রশংসা করত, ও নিজেরাই ছিল জনগণের অনুগ্রহের পাত্র। যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু দিনে দিনে তাদের সংখ্যায় তাদের যুক্ত করতেন।

পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা কিন্তু শুধু প্রতিবেশীর কাছে ঈশ্বরের অভিনব কাজ ঘোষণা করা নয়, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে একাত্মতা স্থাপন করাও বোঝায়। এই একাত্মতা এমন যেখানে কোন প্রকার ভেদাভেদ স্থান পেতে পারে না, বরং প্রার্থনায় এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব সম্পদে পরস্পরকে সহভাগী করাতে একাত্মতা প্রকাশ পায়। এতে

খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা গভীর আনন্দ ভোগ করে ও বিধর্মীরা বিস্ময়াপন্ন হয়ে ওঠে। এ নব ধরনের জীবনধারা ও পারস্পরিক সম্পর্কই খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম আশ্চর্য কাজ।

প্রথম বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

লুক এই বিভাগে শুধু যেরুশালেমের মণ্ডলী নয়, সর্বকালীন মণ্ডলীর কথা বলতে চান। তাঁর ধারণা অনুযায়ী মণ্ডলীর অপরিহার্য ও বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলির একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে:

- মণ্ডলী যিশু থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মণ্ডলীই জগতে উপস্থিত ও দৃশ্যমান যিশু খ্রিষ্ট।
- যিশু যেমন মানবদেহ ধারণ করে ঐশ সুসমাচার ঘোষণা করে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছেন, মণ্ডলীও তেমনি মানুষের সঙ্গে একান্তভাবে মিলিত থেকে যিশুর সুসমাচার ঘোষণা করে ঈশ্বরকে প্রকাশ করবে। এভাবেই মণ্ডলী যিশুর কাজ চালিয়ে যাবে।
- মণ্ডলীর কাজের সীমা নেই, অর্থাৎ যেখানে একজন মানুষ, সেইখানে মণ্ডলীকে উপস্থিত হতে হয়। কোনো সমস্যা মণ্ডলীর জন্য গৌণ সমস্যা হতে পারে না।
- মণ্ডলী বারোজন প্রেরিতদূতের উপর স্থাপিত। তাঁরাই যিশুর বিশ্বাস্য ও প্রকৃত সাক্ষী; সর্বযুগে সর্বস্থানে মণ্ডলীর জন্য তাঁরাই অপরিবর্তনীয় আদর্শস্বরূপ।
- মণ্ডলীর সবচেয়ে মৌলিক সম্পদ হলেন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সৃজনশীলভাবে উপস্থিত পবিত্র আত্মা।
- বাণীপ্রচার যে মণ্ডলীর শুধু একটা সাধারণ কাজ, তা নয়। বাণীপ্রচারই সেই একমাত্র কাজ যা খ্রিষ্টমণ্ডলী যোগ্যভাবে সাধন করতে পারে। সুতরাং কেবল এই কাজে নিয়োজিত থাকলে মণ্ডলী প্রকৃত মণ্ডলী হয়।
- মণ্ডলীর মধ্যে যে একাত্মতা বিদ্যমান, সেটা পবিত্র আত্মারই দেওয়া। যিনি মণ্ডলীর কাছে নিজেকে দান করেন, তিনি চান মণ্ডলী তাঁকে সকলের কাছে দান করুক; সুতরাং পবিত্র আত্মাই বাণীপ্রচার এবং মণ্ডলীর একাত্মতার মূল-

উৎস। মণ্ডলী তখনই সার্বজনীন হয়ে ওঠে যখন যে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে তাঁকে মানবজাতির কাছে দান করে।

গৌণ অথচ উল্লেখযোগ্য আর একটা বিষয় রয়েছে, তা হল লুক-সুসমাচারের সূচনা (প্রথম দুই অধ্যায়) এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর সূচনার (প্রথম দুই অধ্যায়) মধ্যকার সাদৃশ্য।

ক। কাঠামোর দিক দিয়ে দেখা যায়, পুস্তক দু'টোর ভূমিকার পরবর্তী ঘটনাগুলো হল :

- সুসমাচারে :
  ১। প্রতিশ্রুতি (পরিত্রাতাকে দান করা হবে)।
  ২। প্রতিশ্রুতি পূরণের পূর্বচিহ্ন (পথপ্রদর্শক যোহনের জন্ম)।
  ৩। প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা (যিশুর জন্ম)। এর পর কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয় যেগুলোর মাধ্যমে নবজাতকের বিশেষ ভূমিকা ও কাজের পূর্বাভাস দেওয়া হয়।
- প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে :
  ১। প্রতিশ্রুতি (পবিত্র আত্মাকে দান করা হবে)।
  ২। প্রতিশ্রুতি পূরণের পূর্বচিহ্ন (যিশুর স্বর্গারোহণ)।
  ৩। প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা (পঞ্চাশত্তমী পর্বে পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ)। এর পর কয়েকটা ইঙ্গিত দেওয়া হয় যেগুলোর মাধ্যমে মণ্ডলীর স্বরূপ ও তার বিশেষ ভূমিকা ও কাজ অনুভব করা যায়।

খ। পুস্তক দু'টোর মধ্যে সদৃশ লক্ষ্যও রয়েছে :

- লুক ১–২: এ অধ্যায় দু'টো হল যিশুর প্রকাশ্য জীবনের পূর্বলক্ষণ। বাস্তবিকই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে যে মুখ্য বিষয়গুলো (যেমন পরিত্রাণ, সার্বজনীনতা, যিশুর সুসমাচার-গ্রহণ, যিশুর যেরুশালেম-যাত্রা) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়, এ প্রথম দু'টো অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত আছে।

- প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ১–২: পরবর্তী অধ্যায়গুলোর ঘটনাগুলো এই দু'টো অধ্যায়ে পূর্বপ্রকাশ পায়। সর্বাপেক্ষা এখানে লুক প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলো ঘোষণা করেন, যথা :

১। মণ্ডলী যিশুর বিস্তৃতি

২। বারোজন প্রেরিতদূতের ভিত্তিমূলক ভূমিকা

৩। মণ্ডলীর একাত্মতার এবং

৪। বাণীপ্রচারের মৌলিক শক্তি সেই পবিত্র আত্মা।

লুক-সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর মধ্যে আরও সাদৃশ্য রয়েছে যথা, স্তেফান ও যিশুর মৃত্যু, পিতরের হাতে এনেয়াসের আরোগ্যলাভ ও যিশুর হাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যলাভ (৯:৩২-৩৫ ও লুক ৫:১৮-২৬), তাবিথাকে ও যাইরুসের মেয়েকে পুনর্জীবনদান (৯:৩৬-৪২ ও লুক ৮:৪০-৫৬)।

দ্বিতীয় বিভাগ

যেরুশালেম মণ্ডলী এবং বারোজন প্রেরিতদূত (৩–৫)

পিতর ও যোহনের একটি আশ্চর্য কাজ (৩:১-১০)

৩ একদিন পিতর ও যোহন যখন বিকেল তিনটের প্রার্থনার জন্য মন্দিরে
যাচ্ছিলেন, [২] তখন একটি মানুষকে বয়ে আনা হচ্ছিল; সে মাতৃগর্ভ থেকে
খোঁড়া ছিল, তাকে প্রতিদিন মন্দিরের 'সুন্দর তোরণ' নামে পরিচিত মন্দিরদ্বারে
বসিয়ে রাখা হত, যারা মন্দিরে ঢুকত, সে যেন তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে
পারে। [৩] পিতর ও যোহন মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছেন দেখে সে তাঁদের কাছে
ভিক্ষা চাইল। [৪] পিতর, ও তাঁর সঙ্গে যোহনও, তার দিকে তাকিয়ে বললেন,
'আমাদের দিকে তাকাও।' [৫] আর সে তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায়
তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। [৬] কিন্তু পিতর বললেন, 'রুপো বা সোনা আমার
নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টের
নামে, হেঁটে বেড়াও।' [৭] আর তার ডান হাত ধরে তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে
দিলেন; ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল এল, [৮] আর সে
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও হেঁটে বেড়াতে লাগল; এবং হেঁটে হেঁটে, লাফ দিতে
দিতে ও ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করতে করতে তাঁদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করল।
[৯] সমস্ত জনগণ দেখতে পেল, সে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ
করছে; [১০] আর তারা চিনতে পারল যে, এ ছিল সেই লোক, যে মন্দিরের
'সুন্দর তোরণে' বসে ভিক্ষা করত। তার যা ঘটেছিল, তার জন্য তারা স্তম্ভিত ও
বিমূঢ় হল।

লুক যেরুশালেম মণ্ডলী থেকেই আদিমণ্ডলীর বর্ণনা শুরু করেন। পিতর এই মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান ব্যক্তিত্ব। পিতর ও যোহন দু'জনের মন্দিরে প্রার্থনা করতে যাওয়া এবং একজন গরিবের তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আশ্চর্য ব্যাপার হল তাঁরা এই সাধারণ অনুরোধে অসাধারণভাবে সাড়া দেন: তাঁদের কাছে যে

অল্প-কিছু চায়, তাকে তাঁরা ‘সব’ কিছু দান করেন। সেই ‘সব’ কিছু হল যিশু-নামমাহাত্ম্যের উপর অধিকার, কেননা যিশু-নাম থেকে এমন একটা মহাশক্তি উৎপন্ন হয় যা সব দিক দিয়ে মানুষকে পরিত্রাণকৃত করে তাকে একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ও আনন্দজনক চিহ্নে পরিণত করে, যা দ্বারা ঘোষিত হয় যে নব কাল শুরু হয়েছে, মশীহের দেওয়া পরিত্রাণ উপস্থিত। ইশাইয়ার একটি ভাববাণী নব কাল ও পূর্ণ পরিত্রাণের চিহ্ন বলে ঠিক এ ধরনের আশ্চর্য কাজ নির্দেশ করত: “তখন অন্ধের চোখ খুলে যাবে, বধিরের কান উন্মোচিত হবে, খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে” (ইশা ৩৫:৫-৬)।

পিতর যিশুর শক্তি ঘোষণা করেন (৩:১১-২৬)

৩ [১১] আর সেই লোকটি পিতরকে ও যোহনকে তখনও ধরে রাখছে,
সেসময়ে সমস্ত জনগণ অত্যন্ত অবাক হয়ে শলোমন-অলিন্দে তাঁদের দিকে ছুটে
এল। [১২] তা দেখে পিতর জনগণকে বললেন, ‘ইস্রায়েলের মানুষেরা, এতে
তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কেন? আমরাই যে নিজের পরাক্রম বা ভক্তি গুণে একে
হাঁটবার ক্ষমতা দিয়েছি, এমনটি মনে ক’রে কেনই বা তোমরা আমাদের দিকে
তাকিয়ে রয়েছ? [১৩] যিনি *আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের
পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর* [[যাত্রা ৩:৬, ১৫]], তিনিই নিজের দাস সেই যিশুকে
গৌরবান্বিত করেছেন [[ইশা ৫২:১৩]], তোমরা যাঁকে তুলে দিয়েছিলে, ও পিলাত
তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে রায় দিলে তোমরা তাঁর সামনে যাঁকে অস্বীকার
করেছিলে। [১৪] তোমরাই সেই পবিত্র ও ধর্মময় মানুষকে অস্বীকার করেছিলে,
তোমরাই চেয়েছিলে, তোমাদের জন্য একজন নরঘাতককে দেওয়া হোক,
[১৫] কিন্তু জীবনের প্রণেতাকে তোমরা হত্যা করেছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন: আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী!
[১৬] আর এই যে মানুষকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ও ভালোমত চেন, তাঁর নামে
বিশ্বাসের খাতিরেই তাঁর নাম তাকে বল দিয়েছে; তাঁর খাতিরে বিশ্বাস-ই
তোমাদের সকলের সাক্ষাতে তাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তুলেছে।
[১৭] এখন, ভাইয়েরা, আমি জানি, তোমরা যা করেছিলে, তোমাদের
জননেতারাও যা করেছিলেন, তা অজ্ঞতা বশতই করেছিলে। [১৮] কিন্তু ঈশ্বর

খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা সকল নবীর মুখ দিয়ে আগে থেকে বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা এভাবেই পূর্ণ করেছেন। [১৯] সুতরাং মনপরিবর্তন কর, নিজেরাই ফের, যেন তোমাদের পাপ মুছে দেওয়া হয়, [২০] এবং প্রভুর সম্মুখ থেকে স্বস্তির কাল আসতে পারে, ও তিনি যাঁকে আগে থেকে খ্রিষ্ট বলে নিরূপিত করেছিলেন, তাঁকে, অর্থাৎ সেই যিশুকেই তোমাদের কাছে প্রেরণ করেন, [২১] যাঁকে স্বর্গ অবশ্যই গ্রহণ করে রাখবে যে পর্যন্ত সমস্ত কিছুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল এসে উপস্থিত না হয়; এই কালের কথা ঈশ্বর প্রাচীনকাল থেকেই নিজের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। [২২] মোশি তো বলেছিলেন, *প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, তোমরা তা শুনবে* [[দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫]]। [২৩] যে কেউ সেই নবীর কথা শুনবে না, তাকে জাতির মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [২৪] আর সামুয়েল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে যত নবী কথা বললেন, তাঁরাও সকলে এই কালের কথা বলে দিলেন।

[২৫] তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন যখন আব্রাহামকে বলেছিলেন, *তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে* [[আদি ২২:১৮]]। [২৬] তোমাদেরই খাতিরে ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত অধর্ম থেকে তোমাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে নিয়ে আশিসপ্রাপ্ত করার জন্য, আগে নিজের দাসের উদ্ভব ঘটালেন ও পরে তাঁকে প্রেরণ করলেন।’

এই উপদেশে পিতর খোঁড়া মানুষের আশ্চর্য আরোগ্যলাভ ব্যাখ্যা করে যিশুর কথা ঘোষণা করেন (এ প্রসঙ্গে ‘কার্যবিবরণীতে উপদেশসমূহ’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

পিতর ও যোহনের কাজে শাসকবর্গের প্রতিক্রিয়া (৪:১-২২)

৪ তাঁরা জনগণের কাছে তখনও কথা বলছেন, এমন সময়ে যাজকেরা, মন্দিরপাল ও সাদ্দুকীরা তাঁদের কাছে এসে পড়লেন; [২] তাঁরা এব্যাপারে খুবই

ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তাঁরা জনগণকে উপদেশ দিচ্ছিলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান যিশুতেই সাধিত বলে প্রচার করছিলেন।
[৩] তাঁদের গ্রেপ্তার করে তাঁরা পরদিন পর্যন্ত তাঁদের কারাগারে আটকে রাখলেন, যেহেতু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল।
[৪] তথাপি যে সকল লোক সেই বাণী শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসী হল, এবং পুরুষদের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ হাজার হল।
[৫] পরদিন ইহুদীদের সমাজনেতারা, প্রবীণবর্গ ও শাস্ত্রীরা যেরুশালেমে সভায় সমবেত হলেন;
[৬] তাঁদের সঙ্গে মহাযাজক আন্না, কাইয়াফা, যোহন, আলেক্সান্দার, ও মহাযাজক-বংশের সমস্ত লোকও উপস্থিত ছিলেন।
[৭] তাঁরা মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কোন্ পরাক্রমগুণে কিংবা কার্ নামে এ কাজ করেছ?’
[৮] তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, ‘জাতির নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণবর্গ!
[৯] আমরা একটি পঙ্গু মানুষের যে উপকার করেছি, সেই সম্বন্ধে, এবং সে কেমন করে পরিত্রাণ পেয়েছে, তা সম্বন্ধেও যখন আজ আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে,
[১০] তখন আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল মানুষ একথা জেনে নিন: নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টেরই নামগুণে, যাঁকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, যাঁকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই নামগুণেই এই লোকটি আপনাদের সামনে সুস্থ দেহে দাঁড়িয়ে আছে।
[১১] তিনিই *সেই প্রস্তর, যা গৃহনির্মাতা এই আপনাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে* [[সাম ১১৮:২২]]।
[১২] আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই! কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।’
[১৩] পিতর ও যোহনের তেমন সৎসাহস দেখে, এবং তাঁরা যে অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ, তা বিবেচনা করে তাঁরা আশ্চর্য হলেন; আবার এও চিনতে পারলেন যে, এঁরা যিশুর সঙ্গী হয়েছিলেন।
[১৪] আর যখন দেখতে পেলেন, ওই সারিয়ে তোলা লোকটি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তখন প্রতিবাদ করার মত আর কোন কথা পেলেন না।
[১৫] সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে তাঁদের আদেশ দিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন;
[১৬] তাঁরা বলছিলেন: ‘এই লোকদের নিয়ে আমরা কী করব? কেননা ওদের দ্বারা প্রকাশ্যই একটা চিহ্নকর্ম সাধিত হয়েছে; আর তা যেরুশালেমের সমস্ত অধিবাসীদের

কাছে এতই জানাজানি হয়েছে যে, আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। [১৭] তবু কথাটা যেন জনগণের মধ্যে আরও অধিক রটে না যায়, এজন্য, আসুন, ওদের ভয় দেখাই, যেন আর কারও কাছে এই নামটা উল্লেখ না করে।' [১৮] তাই তাঁরা তাঁদের ভিতরে ডেকে এই কড়া আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা যিশুর নাম উল্লেখ না করেন, আবার সেই নামকে কেন্দ্র করে যেন কোন উপদেশ না দেন। [১৯] কিন্তু পিতর ও যোহন প্রতিবাদ করে বললেন, 'ঈশ্বরের কথার চেয়ে আপনাদেরই কথা শোনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উচিত কিনা, তা আপনারা নিজেরা বিচার করুন; [২০] কারণ আমরা যা নিজেরাই দেখেছি ও শুনেছি, তা না বলে থাকতে পারি না।' [২১] তখন তাঁরা আরও ভয় দেখাবার পর তাঁদের ছেড়ে দিলেন; জনগণের কারণে তাঁরা তাঁদের শাস্তি দেওয়ার কোন উপায় পাচ্ছিলেন না, যেহেতু সকল লোকে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করছিল। [২২] আসলে, যে লোকটিকে অলৌকিক ভাবে সুস্থ করা হয়েছিল, তার বয়স ছিল চল্লিশের বেশি।

শাসকবর্গ যিশুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছিলেন, বর্তমানেও তাঁর শিষ্যদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করেন। তাই পিতর ও যোহনকে বন্দি করে তাঁদের বিচার করা হয়। এই বিচারে বিপরীত দু'টো দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়, জগৎ ও মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গি। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে পিতর ও যোহন মুক্তকণ্ঠে যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেন, ফলে জগৎ তাঁদের নির্যাতন করে।

নির্যাতন ও বাণীপ্রচার, এ দ্বিমুখী মূলভাব আদিমণ্ডলীর ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে বলা যেতে পারে, যিশুর মণ্ডলী বাণীপ্রচারের কারণে সর্বদা নির্যাতিত হবে (এ বিষয়ে 'নির্যাতিত মণ্ডলী' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

* * *

ইহুদী সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ

- **সাদ্দুকী :** যে যাজকীয় অভিজাত-সম্প্রদায় মন্দিরের ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করত, সে সম্প্রদায় সাদ্দুকী নামে পরিচিত। মহাযাজক তাদেরই একজন ছিলেন। মন্দিরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য অধ্যক্ষের অধীনে বিশেষ এক সেনাদল ছিল।
- **ফরিশী :** 'ফরিশী' শব্দার্থ হল পৃথক, স্বতন্ত্র, নিখুঁত। ফরিশীরা জনসাধারণ থেকে পৃথক হয়ে থাকত এবং বিধিবিধানের বাহ্য নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে নিজেদের নিখুঁত মনে করত। তাদের হাতে বাণিজ্য ও শিল্পকার্য ছিল।
- **শাস্ত্রীরা :** এরা ফরিশী সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষিত দল।
- **প্রবীণবর্গ :** তাঁরা ছিলেন স্থানীয় পরিষদের এক শ্রেণির সভ্য।
- **সিনেদ্রিন বা ধর্মসভা :** হিব্রুদের উপর এ পরিষদই প্রধান কর্তৃত্ব চালাত। এই পরিষদে তিন শ্রেণির লোক অংশভাগী ছিল : প্রবীণবর্গ, বর্তমান ও প্রাক্তন মহাযাজক এবং ফরিশীদের পক্ষ থেকে শাস্ত্রীরা। এ ধর্মসভার সভ্যের সংখ্যা ছিল একাত্তরজন, সভাপতিত্ব মহাযাজকের উপর আরোপ করা হত। এ সর্বোচ্চ আদালতের কতটুকু ক্ষমতা ছিল, তা ঠিক মত বলা যেতে পারে না, কেননা এই স্থানীয় বিচারসভা নিজ রায় দেওয়ার পর রোম সাম্রাজ্যেরই চূড়ান্ত রায় দেওয়ার অধিকার ছিল। সেই কালে তিন ধরনের প্রাণদণ্ড প্রচলিত ছিল, রোম সাম্রাজ্যের প্রথা ছিল ক্রুশে মৃত্যু (যিশুর মৃত্যু), হেরোদীয় রীতি ছিল শিরশ্ছেদন (বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু) এবং ইহুদী ধারা ছিল পাথর ছুড়ে মারা (স্তেফানের মৃত্যু)।

আদি খ্রিষ্টভক্তদের প্রার্থনা (৪:২৩-৩১)

৪ [২৩] মুক্তি পাওয়ামাত্র তাঁরা নিজেদের সঙ্গীদের কাছে গেলেন; এবং প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা তাঁদের যা কিছু বলেছিলেন, তা সবই জানালেন।
[২৪] তা শুনে সকলে একমন হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কণ্ঠ উত্তোলন করে বলল,
'*হে মহাপ্রভু, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই সেই*

সবকিছুর নির্মাণকর্তা [[সাম ১৪৬:৬]] ; [২৫] পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমিই তোমার দাস দাউদের মুখ দিয়ে একথা বলেছ :

বিজাতিরা কোলাহল করল কেন?
কেনই বা মানুষেরা অনর্থক ষড়যন্ত্র করল?
[২৬] *প্রভু ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে*
রুখে দাঁড়াল পৃথিবীর রাজা সকল,
নেতৃবৃন্দ একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হল। [[সাম ২:১-২]]

[২৭] আর আসলে, যাঁকে তুমি তৈলাভিষিক্ত করেছ, তোমার পবিত্র দাস সেই যিশুর বিরুদ্ধে হেরোদ ও পন্তিয় পিলাত বিজাতিদের ও ইস্রায়েলের মানুষদের সঙ্গে এই নগরীতে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, [২৮] তোমার হাত ও তোমার ইচ্ছা দ্বারা যা কিছু আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিল, তারা যেন তার সিদ্ধি ঘটায়। [২৯] এখন, প্রভু, ওদের হুমকির দিকে তাকাও, এবং এমনটি দাও, যেন তোমার এই সকল দাস সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে তোমার বাণী প্রচার করতে পারে; [৩০] তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, যেন তোমার পবিত্র দাস যিশুর নাম দ্বারা আরোগ্য, চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক লক্ষণ ঘটে।' [৩১] তাঁরা প্রার্থনা করতে করতে, যে স্থানে সমবেত ছিলেন, তা কেঁপে উঠল; এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন ও সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

পিতর ও যোহনের নিষ্কৃতির জন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ পরম আনন্দিত। প্রেরিতদূতদের মত তারাও পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রার্থনা করে ও সর্ববিদ্যমান পবিত্র আত্মা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন।

আদিমণ্ডলীতে খ্রিষ্টভক্তদের জীবনধারা (৪:৩২-৩৭)

৪ [৩২] যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ; তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল। [৩৩] প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে

প্রভু যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন, এবং তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। [৩৪] তাদের মধ্যে কেউই অভাবে ভুগছিল না, কারণ যারা জমি বা বাড়ির মালিক ছিল, তারা তা বিক্রি করে দিত, ও বিক্রি করে যে টাকা পেত, তা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে এনে রাখত; [৩৫] পরে তা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হত।
[৩৬] যোসেফ নামে একজন লেবীয় ছিলেন, যিনি জন্মসূত্রে সাইপ্রাসের মানুষ; প্রেরিতদূতেরা তাঁকে আবার বার্নাবাস, অর্থাৎ 'উদ্দীপনা-সন্তান' নাম দিয়েছিলেন: [৩৭] একখণ্ড জমির মালিক হওয়ায় তিনি তা বিক্রি করে টাকাটা এনে প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রেখে দিলেন।

যিশুর সুসমাচারের প্রতি বাধ্য ও পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত মণ্ডলী ভ্রাতৃবৎ সাম্যের উপর স্থাপিত। (এই প্রসঙ্গে ৫:১২-১৬ এর বিশেষ মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

আনানিয়াস ও সাফীরা (৫:১-১১)

৫ আনানিয়াস নামে একজন লোক ছিল; তার স্ত্রী সাফীরার সঙ্গে সে একটা সম্পত্তি বিক্রি করল, [২] এবং স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে টাকার কিছুটা অংশ রেখে দিল, আর বাকি অংশটা এনে প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রাখল। [৩] পিতর বললেন, 'আনানিয়াস, শয়তান কেমন করে তোমার হৃদয় এতই দখল করেছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলেছ ও জমির টাকার কিছুটা রেখেছ? [৪] জমিটা বিক্রি করার আগে তা কি তোমারই ছিল না? বিক্রি করার পরেও সেই টাকার উপরে তোমার কি পুরো অধিকার ছিল না? তবে এমন কাজ করার ভাব তোমার হৃদয়ে স্থান পেল কেন? তুমি তো মানুষের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা বলেছ।' [৫] এই সমস্ত কথা শোনামাত্র আনানিয়াস মাটিতে পড়ে মারা গেল; আর যারা শুনছিল, তারা সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল। [৬] তখন যুবকেরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়াল ও বাইরে নিয়ে গিয়ে তার কবর দিল।

[৭] প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রীও এসে উপস্থিত হল; কিন্তু কী ঘটেছে, সে তা জানত না। [৮] পিতর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল দেখি, তোমরা সেই জমি এই দামেই কি বিক্রি করেছিলে?' সে বলল, 'হ্যাঁ, এই দামে।' [৯] তখন পিতর তাকে বললেন, 'তোমরা কেন প্রভুর আত্মাকে যাচাই করার জন্য একমত হয়েছিলে? এই যে, যারা তোমার স্বামীর কবর দিয়েছে, তাদের পায়ের শব্দ দরজায় শোনা যাচ্ছে; তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে যাবে।' [১০] সে ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে মারা গেল। আর সেই যুবকেরা যখন ভিতরে এল, তখন তাকে মৃত অবস্থায় পেল, এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে তার কবর দিল। [১১] তখন গোটা মণ্ডলী, আর যারা একথা শুনতে পেল, সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল।

মণ্ডলীতে ভ্রাতৃবৎ সাম্যের উপর গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে আনানিয়াস ও সাফীরার ঘটনা বর্ণনা করা হয়। ঘটনাটি এই সত্য প্রকাশ করতে চায়, খ্রিষ্টমণ্ডলীকে ভ্রাতৃবৎ ও অকৃত্রিম প্রেমের স্থান হতে হয় যেখানে পবিত্র আত্মার রাজ্য পূর্বপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। যে সকল দোষ এই একাত্মতা নষ্ট করতে পারে, যেমন মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি দোষ, তা মহাপাপ, কাজেই দণ্ডনীয়।

বস্তুত আনানিয়াস ও সাফীরা টাকার কিছুটা সরিয়ে রাখাতে ঈশ্বর যে তাদের ভীষণ আঘাত করেন তা নয়, বরং নিজেদের মিথ্যার জন্যই তারা দণ্ডিত।

এই কাহিনীর সারার্থ হল, যিশুর মণ্ডলীতে অংশ গ্রহণ করা সামান্য ব্যাপার নয়। খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার জন্য সততা একান্ত আবশ্যক। সততা রক্ষা না করলে অর্থাৎ প্রতারণার প্রশ্রয় দিলে মণ্ডলী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মণ্ডলী আর মণ্ডলী নয়।

প্রেরিতদূতদের আশ্চর্য কাজসমূহ (৫:১২-১৬)

৫ [১২] প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত; তারা সকলে একমন হয়ে শলোমন-অলিন্দে মিলিত হত। [১৩] তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের

ভাল বলত। [১৪] দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত; [১৫] এমনকি লোকেরা রাস্তার ধারে ধারে অসুস্থদের এনে খাটিয়ায় বা বিছানায় শুইয়ে রাখত, যেন পিতর সেদিকে যাওয়ার সময়ে কমপক্ষে তাঁর ছায়াই কারও কারও গায়ে পড়ে। [১৬] আর যেরুশালেমের আশেপাশের শহরগুলো থেকেও বহু লোক জড় হতে লাগল, তারা অসুস্থদের ও অশুচি আত্মায় নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে আসত, আর তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত।

বিবরণের মূলকথা হল, যেমন যিশুর কার্যকলাপ জগতের কাছে যিশুর অভিনব ও আলাদা শিক্ষা গ্রহণের প্রস্তাবস্বরূপ হয়েছিল, তেমনি আজও মণ্ডলী যিশুর কাজ করতে গিয়ে জগতের সামনে সুসমাচারের সেই নবীনতা তুলে ধরে, অর্থাৎ যেমন যিশুর কাজ দেখে জগৎ বিস্মিত হত, তেমনি বর্তমান মণ্ডলীর কাজ দেখে জগৎ যেন বিস্মিত হয়।

আদিমণ্ডলীর জীবনধারা

তিনবার করে লুক আদিমণ্ডলীর জীবনধারার কথা উল্লেখ করেন, ২:৪২-৪৭, ৪:৩২-৩৫ এবং ৫:১১-১৬। এই তিনটে বর্ণনা যেরুশালেম মণ্ডলীর চারটি বৈশিষ্ট্যের উপর প্রাধান্য আরোপ করে:

ক। তারা প্রার্থনায় ও বারোজন প্রেরিতদূতের শিক্ষায় নিরত থাকত।

খ। প্রেরিতদূতদের দ্বারা বহু চিহ্নকর্ম ও আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন হত।

গ। নিজস্ব বলে কেউই কিছু রাখত না।

ঘ। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে চলত।

আসলে লুক বলতে চান, পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত আদিমণ্ডলী এমন দীন ও ধার্মিক জীবনধারা পালন করত যে জগৎ তা দেখে নিতান্তভাবে বিস্মিত হয়ে উঠত।

মণ্ডলীর একাত্মতা দৈনন্দিন ভ্রাতৃপ্রেমে প্রকাশ পেত, এমন প্রেম যা ঐশপ্রেমে স্থাপিত ছিল; অর্থাৎ ঈশ্বর যেভাবে মানুষকে ভালবাসেন তারা সেইভাবে পরস্পরকে

ভালবাসত। সেই প্রেমে কেউই নিজেকে বড় মনে করে পরের সুখ পরম উদ্দেশ্য বলে গণ্য করত।

আরও, ভ্রাতৃপ্রেম প্রার্থনারত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তরে পবিত্র আত্মা দ্বারাই সঞ্চারিত হত এবং সেই প্রেমই খ্রিষ্টভক্তদের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করত, এমনকি এই ঐক্য-প্রেমাবদ্ধ মণ্ডলী ঐশরাজ্যের বাস্তব পূর্বাস্বাদন বা রূপায়ণ ও তার পূর্ণতার চিহ্নস্বরূপ ছিল (দ্রঃ গ)।

মণ্ডলীর এ অপূর্ব একাত্মতা বারোজন প্রেরিতদূতের শিক্ষা থেকে এবং 'রুটি-ছেঁড়া' অনুষ্ঠান থেকে—ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুর ত্রাণকর্ম স্মরণ থেকেই—প্রাণলাভ করত (দ্রঃ ক)।

এ নব-ধরনের জীবনযাপনই জগতের কাছে মণ্ডলীর সর্বপ্রথম প্রচার, এবং নীরব প্রচারই মণ্ডলীর প্রথম মহা চিহ্নকর্ম ও আশ্চর্য কাজ (দ্রঃ খ) যা দ্বারা জগতের অনেকে বিস্মিত হয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হতে ইচ্ছা করত (দ্রঃ ঘ)।

পুনরায় জগতের নির্যাতন (৫:১৭-৪২)

৫ [১৭] তখন মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা, অর্থাৎ সাদ্দুকী সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠলেন; ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে [১৮] তাঁরা প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় আটকে রাখলেন। [১৯] কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর দূত কারাগারের দরজাগুলো খুলে দিলেন, ও সকলকে বাইরে চালিত করে বললেন, [২০] 'যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে জনগণের কাছে এই জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রচার কর।' [২১] তা শুনে তাঁরা সকালবেলায় মন্দিরে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন। এদিকে মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা এসে মহাসভা, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের সভা ডেকে সমবেত করলেন, এবং তাঁদের আনবার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন।
[২২] কিন্তু নিযুক্ত সেই লোকেরা কারাগারে গিয়ে সেখানে তাঁদের পেল না; তাই ফিরে এসে জানাল, [২৩] 'আমরা দেখলাম, কারাগার একেবারে ভাল করে বন্ধ করা আছে, দরজায় দরজায় প্রহরীরাও পাহারা দিচ্ছে, অথচ দরজা খুলে ভিতরে

কাউকে পেলাম না।’ [২৪] তেমন কথা শুনে মন্দিরপাল ও প্রধান যাজকেরা দিশেহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী; [২৫] আর ঠিক তখনই কে যেন একজন এসে তাঁদের জানাল, ‘দেখুন, আপনারা যাদের কারাগারে রেখেছিলেন, সেই লোকেরা মন্দিরে দাঁড়িয়ে সকলকে উপদেশ শোনাচ্ছে।’

[২৬] মন্দিরপাল প্রহরীদের সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, কিন্তু বল প্রয়োগে নয়, কারণ তারা ভয় করছিল হয় তো জনগণ তাদের পাথর ছুড়ে মারবে। [২৭] তারা তাঁদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে দাঁড় করালে মহাযাজক তাঁদের জেরা করতে লাগলেন; তিনি বললেন, [২৮] ‘আমরা এই নামকে কেন্দ্র করে উপদেশ দিতে তোমাদের স্পষ্টভাবেই নিষেধ করেছিলাম; তবু দেখ, তোমরা নিজেদের উপদেশে যেরুশালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং সেই লোকটার রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের উপরে চাপাতে চাচ্ছ।’ [২৯] পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, ‘মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত। [৩০] একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। [৩১] তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক’রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমা দান করতে পারেন। [৩২] আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।’

[৩৩] একথা শুনে তাঁরা অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, এবং তাঁদের হত্যা করতে চাচ্ছিলেন। [৩৪] কিন্তু গামালিয়েল নামে মহাসভার একজন ফরিশী সদস্য তখন উঠে দাঁড়ালেন; তিনি ছিলেন একজন বিধানাচার্য, তাছাড়া সমস্ত জনগণের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি প্রেরিতদূতদের কিছুক্ষণ বাইরে রাখতে নির্দেশ দিলেন। [৩৫] পরে মহাসভার সদস্যদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, ‘ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই লোকদের বিষয়ে আপনারা কী করতে যাচ্ছেন, তা নিয়ে সাবধান হোন। [৩৬] কেননা কিছু দিন আগে থেউদাস উঠে নিজেকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করেছিল, এবং আনুমানিক চারশ’ লোক তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু সে নিহত হওয়ার পর যত লোক তার অনুসরণ করেছিল,

সকলেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তাদের দলের কিছুই রইল না। [৩৭] সেই লোকটার পরে লোকগণনার সময়ে গালিলেয়ার যুদা উঠে কতগুলো লোককে নিজের পিছনে আকর্ষণ করেছিল; কিন্তু সেও বিনষ্ট হল, আর যত লোক তার অনুসরণ করেছিল, সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। [৩৮] এখন আমি আপনাদের একথা বলছি, আপনারা এই লোকদের ব্যাপার নিয়ে ক্ষান্ত হোন, তাদের যেতে দিন; কারণ এই আন্দোলন বা এই প্রচেষ্টা যদি মানুষ থেকে আসে, তবে এমনিই বিলুপ্ত হবে; [৩৯] কিন্তু যদি ঈশ্বর থেকে আসে, তাহলে তাদের বিলুপ্ত করতে আপনারা সক্ষম হবেন না। এমনটি যেন না ঘটে যে, আপনারা ঈশ্বরের সঙ্গেই সংগ্রাম করছেন!’

[৪০] তাঁরা তাঁর কথায় সম্মতি দিলেন, এবং প্রেরিতদূতদের ভিতরে ডাকিয়ে এনে তাঁদের কশাঘাত করালেন, এবং যিশুর নামকে কেন্দ্র করে কোন কিছু বলতে নিষেধ করে তাঁদের মুক্ত করে দিলেন। [৪১] সেই নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব’লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। [৪২] প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন—একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

মণ্ডলীর নতুন প্রস্তাবে (অর্থাৎ যিশুর সুসমাচারে) জগতের প্রতিক্রিয়া সবসময় একই, তথা গ্রেপ্তার ও বিচার। আর অবশেষে সমাপ্তিও একই: এক পাশে জগতের নির্যাতন ও অত্যাচার, অপর পাশে নির্ভীক মণ্ডলীর সহিষ্ণুতা। উল্লেখযোগ্য, যে পরিমাণে নির্যাতনের আক্রোশ বাড়ে সেই পরিমাণে নির্যাতিত দূতদের আনন্দও বাড়ে, কেননা যিশু নামের খাতিরে লাঞ্ছিত হবার যোগ্যতা সকলেরই নেই!

দ্বিতীয় বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

এই বিভাগ বারোজন প্রেরিতদূত ও যেরুশালেম মণ্ডলীকে কেন্দ্র করে। এই প্রথম মণ্ডলীতে শুধু পালেস্তিনার অধিবাসী ইহুদীরাই আছে। তারা যেরুশালেমে থাকত ও সম্ভবত মাত্র নিজেদের মাতৃভাষা (আরামীয় ভাষা) জানত। এ কারণে গ্রীক ও রোমীয়

কৃষ্টির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখতে পারত না। এ ইহুদী শিষ্যদের প্রথম দিনগুলোর কথা লুক দু'টো পর্যায়ে বর্ণনা করেন :

ক। তাদের সাধারণ জীবনযাপন : তারা যেরুশালেম মন্দিরে যোগ দিত, ও তাদের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য ছিল :

- একমন একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনা করা।
- বারোজন প্রেরিতদূতের শিক্ষায় একতাবদ্ধ হওয়া।
- চিহ্নকর্ম সম্পাদনে যিশুর সুসমাচার ঘোষণা করা।
- মণ্ডলীকে নিজস্ব সম্বলের উপর অধিকার দেওয়া।
- মণ্ডলীতে সৃজনশীল উৎসাহ বিরাজমান রাখা।
- ভক্তদের কাছ থেকে সততা ও বিশ্বস্ততা দাবি করা।

খ। জগতের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক : মণ্ডলী ইহুদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোষজনিত সম্পর্ক রাখতে পারে না, কেননা তারা বারোজন প্রেরিতদূতকে যিশুর জন্য নির্যাতন করে ও যিশুর কথা প্রচার করতে নিষেধ করে। নির্যাতন ও নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সৎসাহসের সঙ্গে সুসমাচারের ঘোষণা করে যান।

সংক্ষেপে, মণ্ডলীর এই প্রথম শিষ্যদের বৈশিষ্ট্য হল :

- অভ্যন্তরীণ একাত্মতা।
- বাইরের নির্যাতনভোগ।

* * *

পিতর ও যোহনের কাজের সঙ্গে বারোজন প্রেরিতদূতের কাজের সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য :

• যেমন পিতর ও যোহন মন্দিরে একজন খোঁড়া মানুষকে সুস্থ করে তোলেন (৩:১-১০), তেমনি প্ররিতদূতেরাও মন্দিরে রুগীদের সুস্থ করে তোলেন (৫:১২-১৬)।

• যেমন পিতর ও যোহনকে গ্রেপ্তার করা হয় (৪:১৪), তেমনি প্রেরিতদূতদেরও গ্রেপ্তার করা হয় (৫:১৭-২৭)।

• যেমন পিতর ও যোহনকে বিচার করা হয় (৪:৫-২২), তেসনি প্রেরিতদূতদেরও বিচার করা হয় (৫:২৮-৪২)।

এ সাদৃশ্য থেকে ভেসে ওঠে মণ্ডলী ও ইহুদী কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সংগ্রাম। লুকের এই কথাগুলো ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু তবুও লুক সংগ্রামের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভাবী মণ্ডলীর জন্য বিশেষ একটা ধর্মতত্ত্বীয় ধারণা নির্দেশ করতে চান: খ্রিষ্টমণ্ডলী মানবিক পরিত্রাণকারী যে কোন বিধিবিধান থেকে স্বাধীন। যিশুমণ্ডলী ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি প্রেমের মঙ্গলবাণীর সাক্ষী। মানুষের বিধিবিধান মানুষকে মুক্ত করতে দাবি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষকে একে অন্যের কাছে বন্দি করে। শুধু যিশুর প্রেমেই মানুষ নিজের 'আমি' থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়াতে সক্ষম ও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত।

নিঃসন্দেহেই এই ধারণা পলেরই ধারণা, এপ্রসঙ্গে একথা স্মরণযোগ্য যে, এ পুস্তক রচনা করার পূর্বে লুক পলের শিষ্য হয়েছিলেন।

মণ্ডলী ও ইহুদী কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সংগ্রাম সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা যেতে পারে, আসলে এই সংগ্রামের এক পক্ষ হলেন স্বয়ং প্রভু তাঁর বিশ্বাসীদের সঙ্গে, অপর পক্ষ হল জগৎ তার বিধিবিধান নিয়ে।

আপাতত এবিষয়ে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই, কেননা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে লুক নিজেই বিষয়টা বিস্তারিত করবেন।

তৃতীয় বিভাগ

যেরুশালেম মণ্ডলীতে গ্রীকভাষীর দল (৬–৯)

সাতজন গ্রীকভাষীর দল (৬:১-৭)

৬ সেই দিনগুলিতে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন স্থানীয় নয় এমন গ্রীকভাষী ইহুদীরা স্থানীয় হিব্রুদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তুলল, কারণ দৈনিক সাহায্যদানে তাদের বিধবাদের অবহেলা করা হচ্ছিল। [২] তখন সেই বারোজন সকল শিষ্যের একটা সভা ডেকে বললেন 'খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। [৩] ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে দেখে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব; [৪] আর আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব।' [৫] এই প্রস্তাব সমবেত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল, আর তারা এই কয়েকজনকে বেছে নিল: স্তেফান—ইনি ছিলেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি—এবং ফিলিপ, প্রখরস, নিকানোর, তিমন, পার্মেনাস ও আন্তিওখিয়ার নিকোলাস—ইনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। [৬] তারা এঁদের প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করল ও প্রার্থনা করার পর তাঁদের উপরে হাত রাখল।
[৭] এদিকে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং যেরুশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছিল; যাজকবর্গের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন।

এপর্যন্ত বলা হয়েছে যে শুধু বারোজন প্রেরিতদূত এবং পালেস্তিনার অধিবাসীদের এক দল যেরুশালেমের মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন। এবার কিন্তু লুক যেরুশালেমের মণ্ডলীভুক্ত গ্রীকভাষী ইহুদীদের কথা উল্লেখ করেন। এরা 'দিয়াস্পরার ইহুদী' বলেও পরিচিত (দিয়াস্পরার ইহুদী বলতে সেই সকল ইহুদীকে বোঝায় যারা প্রবাসী হয়ে পালেস্তিনার বাইরে জীবনযাপন করত)।

আদিমণ্ডলীর খ্রিষ্টবিশ্বাস-সম্প্রসারণকর্মে ‘দিয়াস্পরার’ ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল এবিষয়ে পূর্বে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, একেশ্বরবিশ্বাস ও পুরাতন নিয়মের পরিচিতি প্রচারের মাধ্যমে, ইহুদী দিয়াস্পরা খ্রিষ্টবিশ্বাসের পথ-প্রদর্শক হয়েছে। দিয়াস্পরার প্রচারে বিজাতীয় সমাজের অনেক উচ্চ শ্রেণির লোক ইহুদীধর্ম গ্রহণ করেছিল। বাণীপ্রচার-যাত্রায় পল, লুক এবং পরবর্তীকালে আরও অনেক প্রচারক সর্বপ্রথমে দিয়াস্পরার ইহুদীদের সমাজগৃহে যিশুর কথা ঘোষণা করতেন। স্মরণযোগ্য, আদিমণ্ডলীর প্রথম নামকরা বাণীপ্রচারক, যেমন পল, বার্নাবাস, স্তেফান ও ফিলিপ, দিয়াস্পরার ইহুদীদের মধ্য থেকেই এসেছিলেন।

* * *

গ্রীকভাষী ও হিব্রুভাষী দলের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পাওয়াতে মণ্ডলীর নেতৃবর্গ (সেই বারোজন প্রেরিতদূত) গ্রীকভাষীদের সাতজনকে নিয়োজিত করেন। এঁরা শুধু লোকদের পরিচর্যার জন্য নয়, বাণীপ্রচারের নিমিত্তেও মনোনীত।

খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতার জন্য বিতর্কবিদ স্তেফান (৬:৮-১৫)

৬ [৮] স্তেফান অনুগ্রহ ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে জনগণের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন। [৯] পরে, যাকে বিমুক্তদের সমাজগৃহ বলে, তার কয়েকজন সদস্য এবং কিরেনে ও আলেক্সান্দ্রিয়ার কয়েকজন লোক এবং কিলিকিয়া ও এশিয়ার অন্য কয়েকজন লোক স্তেফানের সঙ্গে তর্ক করার জন্য উঠে দাঁড়াল; [১০] কিন্তু তিনি যে প্রজ্ঞায় ও আত্মায় কথা বলছিলেন, তা প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম ছিল না; [১১] তাই তারা কয়েকজন লোককে এই কথা বলতে প্ররোচিত করল, ‘আমরা একে মোশি ও ঈশ্বরের নিন্দা করতে শুনেছি।’ [১২] জনগণকে এবং প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের উত্তেজিত করে তুলে তারা স্তেফানের উপর এসে পড়ল, এবং গ্রেপ্তার করে তাঁকে মহাসভায় নিয়ে গেল। [১৩] পরে এমন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করিয়ে দিল যারা

বলল, 'এই লোক অবিরতই এই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ও বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে। [১৪] আমরা নিজেরা একে একথা বলতে শুনেছি যে, নাজারেথীয় এই যিশু এই স্থান ভেঙে ফেলবে, এবং মোশি যে সকল নিয়ম-প্রথা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন, সে তার পরিবর্তন ঘটাবে।'
[১৫] যাঁরা বিচারসভায় বসছিলেন, তাঁরা সকলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকালেন, দেখলেন, তাঁর মুখ স্বর্গদূতেরই মুখের মত।

স্তেফানই প্রথম সাক্ষ্যমর, উপরন্তু তাঁর উপর লুক বিশেষ একটা ভূমিকা আরোপ করতে চান, তথা স্তেফান আদিমণ্ডলীর প্রতীক। বাণীপ্রচারে প্রথম পদক্ষেপের সম্মুখীন হয়ে এবার আদিমণ্ডলী যেরুশালেম থেকে সমগ্র যুদেয়া ও সামারিয়ায় (দ্রঃ ১:১৮) যিশুর সুসমাচার বিস্তার করবে। লুকের দৃষ্টিভঙ্গি: স্তেফানের হত্যাকাণ্ড খ্রিষ্টীয় নবীনতার প্রতি ইহুদীধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অস্বীকারকে নির্ণয় করে। স্তেফানকে হত্যার পর নির্যাতিত ও নির্বাসিত গ্রীকভাষী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মাধ্যমে যিশুর কথা যেরুশালেম থেকে বিজাতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

এভাবে স্তেফান নবীদের ভূমিকায়ও আরোপিত হন ও নির্যাতিত নবী বলে বিবৃত হন। নবী ঈশ্বরের বিচার ঘোষণা করেন, এবং জীবন অথবা মৃত্যু বেছে নিতে শ্রোতাকে আহ্বান করেন। শেষ নবী যিশু ঠিক এই কাজ করেছিলেন, কিন্তু জনতা তাঁকে অগ্রাহ্য করেছিল। যিশু ও স্তেফানের মধ্যকার সাদৃশ্যে যথেষ্ট জোর দেওয়া আছে, যথা গুরুদেবের উপর যে অভিযোগ শিষ্যের উপর একই অভিযোগ আরোপ করা হয়, উভয়ের জন্য একই আনুষ্ঠানিক বিচার করা হয় এবং উভয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন; যিশু তাঁর বিচারকবৃন্দের কাছে নিজের গৌরব ঘোষণা করেন, ঈশ্বর তাঁকে মশীহ-বিচারক পদে তৈলাভিষিক্ত করে তোলেন; স্তেফান যিশুকে শেষ বিচারের একমাত্র বিচারক বলে প্রচার করেন। যিশু ও স্তেফান দু'জনে তাঁদের নির্যাতনকারীদের ক্ষমা করেন এবং মরণকালেও স্তেফান তাঁর গুরুর মত প্রার্থনা করে বলেন 'আমার আত্মা গ্রহণ কর।'

সুতরাং আদিমণ্ডলীর মহা-দুর্ঘটনাসমূহের মধ্যে স্তেফানের হত্যাকাণ্ড অন্যতম। যিশুর সঙ্গে স্তেফানের সাদৃশ্য তুলে ধরে লুক স্পষ্টভাবে বলতে চান, স্তেফানকে হত্যা

করাতে ইহুদীধর্মের বিচার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে, ইহুদীরা অজ্ঞতাবশত যিশুকে হত্যা করেছিল বলে তাদের মনপরিবর্তনের জন্য নির্ধারিত সময় দেওয়া হয়েছিল। তারা কিন্তু যিশুর কথায় এখনও মন ফেরাতে চাননি, এর প্রমাণ স্তেফানের হত্যাকাণ্ড। এজন্য ইস্রায়েল জাতির মনপরিবর্তনের জন্য সেই দেওয়া সময় শেষ হয়ে গেছে। বস্তুত স্তেফানের মৃত্যুর পর থেকেই সুসমাচার বিজাতীয়দের কাছে প্রচারিত হতে লাগে এবং স্তেফানের মৃত্যু ঘটিয়ে ইহুদীরা যিশুর পরিত্রাণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে (৬:৮-১৫; ৭:৫৪-৬০ দ্রষ্টব্য)।

স্তেফানের উপদেশ (৭:১-৬০)

৭ মহাযাজক জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই সমস্ত কথা কি সত্য?’ [২] উত্তরে তিনি
বললেন: ‘ভাই ও পিতা সকল, শুনুন! আমাদের পিতা আব্রাহাম হারানে বসতি
করার আগে যখন মেসোপতামিয়ায় বাস করতেন, তখন গৌরবের ঈশ্বর তাঁকে
দেখা দিয়ে [৩] বললেন, *তোমার দেশ ও তোমার জ্ঞাতিকুটুম্বকে ছেড়ে বেরিয়ে
পড়, এবং সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব* [[আদি
১১:৩১]]। [৪] তখন তিনি কাল্দীয়দের দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে হারানে গিয়ে
বসতি করলেন, আর তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে ঈশ্বর সেখান থেকে তাঁর বাস
উঠিয়ে তাঁকে এই দেশেই নিয়ে এলেন, যে দেশে আপনারা এখন বাস করছেন,
[৫] কিন্তু তাঁকে তিনি এই দেশে কোন কিছু নিজের অধিকার বলে দিলেন না,
এক পা জমিও নয়, তবু প্রতিশ্রুতি দিলেন, *তিনি তাঁকে ও তাঁর পরে তাঁর
বংশধরদের এই দেশ নিজস্ব অধিকার বলে দেবেন* [[আদি ১২:৭]]—যদিও
আব্রাহাম তখনও নিঃসন্তান ছিলেন! [৬] ঈশ্বর যখন তাঁর সঙ্গে কথা বললেন,
তখন তাঁর প্রকৃত কথা এ ছিল: *তাঁর বংশধরেরা বিদেশে প্রবাসী হবে, এবং
সেখানকার লোকেরা চারশ’ বছর ধরে তাদের নিজেদের দাসত্বে রাখবে ও
অত্যাচার করবে।* [৭] *কিন্তু তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই সেই জাতির
বিচার করব। ঈশ্বর আরও বললেন, তারপরে তারা বেরিয়ে আসবে, এবং এই
স্থানে আমার উপাসনা করবে* [[যাত্রা ৩:১২]]। [৮] তাঁকে তিনি পরিচ্ছেদন-
সন্ধিও দিলেন: তাই আব্রাহামের সন্তান ইস্হাকের জন্ম হলে *তিনি অষ্টম দিনে*

তাঁকে পরিচ্ছেদিত করলেন [[আদি ২১:৪]] ; একই প্রকারে ইস্‌হাক যাকোবকে, ও যাকোব সেই বারোজন পিতৃকুলপতিকে পরিচ্ছেদিত করলেন। [৯] কিন্তু পিতৃকুলপতিরা *যোসেফকে ঈর্ষা করে তাঁকে মিশরে দাস হিসাবে বিক্রি করলেন। তবু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন* [[আদি ৩৭:১১]], [১০] এবং তাঁর সমস্ত ক্লেশ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন ও *মিশর-রাজ ফারাওর সামনে তাঁকে এতই অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা দান করলেন যে, ফারাও তাঁকে মিশরের ও নিজের সমস্ত গৃহের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন* [[আদি ৩৯:২ ...]]। [১১] *পরে সারা মিশর জুড়ে ও কানান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল* [[আদি ৪১:৩৭]], ভীষণ ক্লেশ ঘটল, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের খাদ্যের অভাব হল। [১২] *মিশরে খাদ্য-সামগ্রী আছে শুনে* [[আদি ৪১:৫৪]] যাকোব আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রথমবার পাঠালেন ; [১৩] দ্বিতীয়বার *যোসেফ ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন* [[আদি ৪১:১-২]], এবং ফারাওর কাছে যোসেফের জাতির পরিচয় প্রকাশ পেল। [১৪] তখন যোসেফ নিজের পিতা যাকোবকে ও নিজের গোটা পরিবার-পরিজনদের—মোট পঁচাত্তরজন লোককে—নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। [১৫] যাকোব মিশরে গেলেন ; এবং সেখানে তাঁর ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মৃত্যু হওয়ার পর [১৬] *তাঁদের দেহ শিখেমে আনা হল ও সেই সমাধিগুহায় তাঁদের সমাধি দেওয়া হল, যা আব্রাহাম শিখেমের পিতা সেই হামোরের সন্তানদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে কিনেছিলেন* [[আদি ৪৬:৫-৬]]।

[১৭] আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণের সময় যখন কাছে আসছে, তখন মিশরে জাতি *বৃদ্ধি পেতে পেতে বিপুল হয়ে উঠল* [[যাত্রা ১:৭-৮]]। [১৮] শেষে মিশরের রাজপদে এমন এক রাজা আবির্ভূত হলেন, যিনি যোসেফ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। [১৯] তিনি *আমাদের জাতির সঙ্গে ছলচাতুরি করলেন, ও আমাদের পিতৃপুরুষদের এমনভাবেই অত্যাচার করলেন* [[যাত্রা ১:১০]] তাঁরা যেন নিজেদের শিশুদের বাইরে ফেলে রাখতে বাধ্য হন, যাতে তারা না বাঁচে। [২০] সেসময়েই মোশির জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন ; তিন মাস ধরে তাঁকে নিজের পিতার ঘরে লালন-পালন করা হল। [২১] পরে, যখন তাঁকে বাইরে ফেলে রাখা হল, তখন ফারাওর কন্যা তাঁকে দত্তক রূপে গ্রহণ করলেন ও নিজের সন্তান বলে লালন-পালন করলেন। [২২] এভাবে মোশিকে মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞান-বিদ্যা শেখানো হল ; এবং তিনি

কথা-কর্মে পরাক্রমী হয়ে উঠলেন। [২৩] যখন তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়, তখন তিনি নিজের ভাই সেই ইস্রায়েল সন্তানদের দেখতে যাবেন বলে স্থির করলেন। [২৪] একজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে তিনি তার পক্ষে দাঁড়িয়ে সেই মিশরীয়কে আঘাত করায় অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে প্রতিশোধ নিলেন। [২৫] তিনি মনে করছিলেন, তাঁর ভাইয়েরা বুঝবে যে, ঈশ্বর তাঁর হাত দিয়ে তাদের পরিত্রাণ সাধন করছেন, কিন্তু তারা বুঝল না। [২৬] পরদিন তারা যখন মারামারি করছিল, তখন তিনি সেখানে দেখা দিয়ে মিল ঘটাতে চেষ্টা করলেন; বললেন, তোমরা তো পরস্পরের ভাই! এত হানাহানি কেন? [২৭] কিন্তু *নিজের প্রতিবেশীকে যে আক্রমণ করেছিল, সে ধাক্কা মেরে এই বলে তাঁকে সরিয়ে দিল, আমাদের উপরে কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে?* [২৮] *গতকাল তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছিলে, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?* [[যাত্রা ২:১৩…]] [২৯] এই কথায় মোশি পালিয়ে গিয়ে মিদিয়ান দেশে প্রবাসী হয়ে থাকলেন; সেখানে দুই পুত্রসন্তানের পিতা হলেন।

[৩০] চল্লিশ বছর অতিবাহিত হলে সিনাই পর্বতের প্রান্তরে *এক দূত জ্বলন্ত এক ঝোপে অগ্নিশিখার মধ্যে তাঁকে দেখা দিলেন* [[যাত্রা ৩:১-২]]। [৩১] মোশি এই দৃশ্যে আশ্চর্য হয়ে রইলেন, এবং *ভাল করে দেখবার জন্য কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে প্রভুর কণ্ঠস্বর* [[যাত্রা ৩:৪]] ধ্বনিত হল: [৩২] আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর: আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের ঈশ্বর! মোশি কম্পিত হয়ে সেদিকে তাকাতে সাহস করলেন না। [৩৩] প্রভু তাঁকে বললেন, পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি। [৩৪] মিশরে আমার আপন জনগণের দুর্দশা আমি দেখেছি, তাদের হাহাকার শুনেছি, আর তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি; এখন এসো, আমি তোমাকে মিশরে প্রেরণ করছি।

[৩৫] এই যে মোশিকে তারা এই ব'লে অস্বীকার করেছিল, কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে, সেই মোশিকেই ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে-দেখা-দেওয়া সেই দূত দ্বারা জননায়ক ও মুক্তিসাধক করে প্রেরণ করলেন। [৩৬] ইনিই মিশরে, লোহিত সাগরে ও চল্লিশ বছর ধরে প্রান্তরে নানা অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম সাধন করে তাদের বের করে আনলেন। [৩৭] ইনিই সেই

মোশি যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথা বললেন, *ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন* [[গণনা ১৪:৩৩]]। [৩৮] প্রান্তরে সেই জনসমাবেশে, যে দূত সিনাই পর্বতে তাঁর কাছে কথা বলছিলেন, সেই দূতের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তিনিই [মধ্যস্থ হিসাবে] ছিলেন। তিনিই সেই জীবন-বাণী পেলেন যেন সেই বাণী আমাদের দান করেন। [৩৯] অথচ আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর প্রতি বাধ্য হতে চাইলেন না, বরং তাঁকে সরিয়ে দিলেন, মনে মনে মিশরে ফিরে গেলেন, [৪০] এবং আরোনকে বললেন, *আমাদের জন্য এমন দেবতাদের তৈরি কর যাঁরা আমাদের আগে আগে চলবেন, কেননা এই যে মোশি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছেন, তাঁর কি ঘটল তা আমরা জানি না* [[গণনা ১৪:৩]]। [৪১] সেসময়ে তাঁরা একটা বাছুর তৈরি করে সেই প্রতিমার প্রতি বলি উৎসর্গ করলেন, ও নিজেদের হাতে গড়া বস্তুর জন্য ফুর্তি করলেন। [৪২] কিন্তু ঈশ্বর তাঁদের প্রতি বিমুখ হলেন, আকাশের তারকা-বাহিনীকে উপাসনায় তাঁদের ছেড়ে দিলেন, ঠিক যেমনটি নবীদের পুস্তকে লেখা আছে:

হে ইস্রায়েলকুল, প্রান্তরে সেই চল্লিশ বছর ধরে
তোমরা কি আমার প্রতি কোন বলি বা অর্ঘ্য উৎসর্গ করলে?
[৪৩] *তোমরা বরং মোলখ দেবের তাঁবু*
ও রেফান দেবের তারাটা তুলে বহন করলে,
সেই প্রতিমাগুলো যা পূজা করার জন্য তোমরা গড়েছিলে!
তাই আমি তোমাদের বাবিলনের ওপার দেশে
দেশছাড়া করতে যাচ্ছি। [[আমোস ৫:২৫]]

[৪৪] যেমন তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে প্রান্তরে আমাদের পিতৃপুরুষদের সেই সাক্ষ্য-তাঁবু ছিল; মোশি তাঁবুর যে নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি সেই নমুনা অনুসারেই তাঁবুটা তৈরি করতে বলেছিলেন। [৪৫] আর সেই তাঁবু গ্রহণ করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যোশুয়ার সঙ্গে তা সঙ্গে করে বহন ক'রে সেই জাতিগুলির অধিকার-ভূমিতে প্রবেশ করলেন যাদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁবুটা দাউদের সময় পর্যন্ত রইল। [৪৬] ইনি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেলেন, এবং *যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি তাঁবু প্রস্তুত করার অনুমতি যাচনা করলেন*

[[২ শামু ৭:১২]]; [৪৭] *শলোমনই কিন্তু তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুললেন* [[১ রাজা ৬:১]]। [৪৮] তবু পরাৎপর যিনি, তিনি তো হাতে গড়া এক গৃহে বাস করেন না, যেমনটি নবী বলেন:

[৪৯] *যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন*
ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ,
তখন—প্রভু বলছেন—
আমার জন্য তোমরা কেমন গৃহ গেঁথে তুলবে?
কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?
[৫০] *আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?* [[ইশা ৬৬:১-২]]

[৫১] হে জেদি মানুষ! আপনাদের কান ও হৃদয়ই অপরিচ্ছেদিত! আপনারা সবসময় পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করে থাকেন: আপনাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন, আপনারাও তেমন। [৫২] আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের মধ্যে কাকেই বা নির্যাতন করেননি? যাঁরা সেই ধর্মাত্মারই আগমন-সংবাদ দিতেন যাঁর প্রতি আপনারা কিছু দিন আগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ও হত্যা করেছেন, তাঁদেরই তাঁরা হত্যা করতেন; [৫৩] হ্যাঁ, সেই আপনারাই, যাঁরা দূতদের হাত দিয়ে বিধান পাওয়া সত্ত্বেও তা পালন করেননি!'

[৫৪] এই কথা শুনে তাঁরা অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁর দিকে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। [৫৫] কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; এও দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন; [৫৬] তিনি বলে উঠলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।' [৫৭] তাঁরা কানে আঙুল দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করতে লাগলেন আর সবাই মিলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; [৫৮] এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে এনে পাথর ছুড়ে মারতে লাগলেন; সাক্ষীরা নিজেদের জামাকাপড় শৌল নামে একটি যুবকের পায়ের কাছে রাখল। [৫৯] তারা স্তেফানকে পাথর মারতে মারতেই তিনি এই মিনতি নিবেদন করলেন, 'প্রভু যিশু, আমার আত্মা গ্রহণ কর।' [৬০] পরে নতজানু হয়ে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'প্রভু, এই পাপের জন্য এদের দায়ী করো না।' এবং এ বলে নিদ্রা গেলেন।

ইহুদীরা যে ঈশ্বরের পরিত্রাণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বস্তুত তারা অনেক দিন থেকে, মোশির সময় থেকেই, ঈশ্বরের নবীদের অস্বীকার করে আসছিল। উক্ত বিষয় ছাড়া অন্য একটা বিষয় এই উপদেশে প্রকাশিত: ইহুদী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পদমর্যাদা শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য যেরুশালেমের মত কোন বিশেষ স্থান বা মন্দিরের প্রয়োজন নেই। বাস্তবিকপক্ষে মন্দির স্থাপনের আগেও মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা করত; আর সলমোনের সময়ে যখন মন্দির নির্মিত হয়, তখন ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, কোন মানুষ-নির্মিত গৃহে তাঁকে সীমাবদ্ধ করার আশা বৃথা! এ বিষয় দু'টো কেন্দ্র করে ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসের দীর্ঘ একটা দৃষ্টিভঙ্গি এখানে দেওয়া হয়। ইস্রায়েলের ইতিহাস হল ইহুদীদের নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস। তাদের নির্বুদ্ধিতার যে সীমা নেই তার প্রমাণ এই যে, ইহুদীরা যিশুকে আসল নবী বলে চিনতে না পেরে তাঁকে ক্রুশে দিল। একই নির্বুদ্ধিতার দরুন স্তেফানকেও হত্যা করা হয়েছে।

লুকের ধারণা যে, এখন ঈশ্বর নির্বুদ্ধিতার সেই ইতিহাস শেষ করে দিতে চান। এখন থেকে তিনি তাঁর সর্ববিদ্যমানতাকে মানুষ-নির্মিত মন্দিরে (যথা যেরুশালেম মন্দিরে) বা মানুষের দ্বারা নির্দিষ্ট কোন জাতি-ধর্মে সীমিত হতে দেবেন না। এখন তাঁর আহ্বান সম্পূর্ণ সার্বজনীন, তিনি পরিত্রাণ পাবার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে ডাকেন।

সমাজের বিরুদ্ধে স্তেফানের অভিযোগ ও তাঁর সাক্ষ্যমরণ দ্বারা মণ্ডলীর পরিত্রাণ-নিবেদন আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়: স্তেফানের অভিযোগের মাধ্যমে দেখা যায় যে, মানুষের নির্বুদ্ধিতা মানব সত্ত্বাকে সংকীর্ণ করে। এই নির্বুদ্ধিতারই দরুন মানুষ, নবীদের নবী বলে না মেনে, নবীদের মাধ্যমে ঈশ্বর যে নতুন কথা বলেন, সেই নূতন কথা অস্বীকার করে। আবার সেই নির্বুদ্ধিতারই দরুন মানুষ, বিধিবিধানের বাহ্য নিয়মগুলো পালনের গুণেই ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণ দাবি করে। মণ্ডলীর পরিত্রাণ-নিবেদন হল সেই নির্বুদ্ধিতা ত্যাগ করার সুযোগ-দান: খ্রিষ্টবিশ্বাসী সুসমাচারে বিশ্বাসের গুণেই সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণকৃত ও স্বাধীন হয়ে ওঠে। শৌল নামক যে যুবক স্তেফানের হত্যাকাণ্ডে অংশ নেন, কয়েক দিন পরে এ সমস্ত সত্যের অক্লান্ত প্রচারক হয়ে ওঠেন।

নির্যাতন থেকেই বাণীপ্রচারের আরম্ভ (৮:১-৪)

৮ তাঁর হত্যায় শৌলের সম্মতি ছিল।

সেদিন যেরুশালেমের মণ্ডলীর উপর তীব্র নির্যাতন শুরু হল; প্রেরিতদূতেরা ছাড়া অন্য সকলে যুদা ও সামারিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। [২] ভক্তপ্রাণ কয়েকজন মানুষ স্তেফানের সমাধি দিল ও তাঁর জন্য মহাশোক পালন করল। [৩] এদিকে শৌল মণ্ডলীকে উচ্ছেদ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন: ঘরে ঘরে ঢুকে তিনি পুরুষ-নারী সকলকেই টেনে নিয়ে কারাগারে তুলে দিচ্ছিলেন।

[৪] যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তখন স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে শুভসংবাদের বাণী প্রচার করছিল।

ভীষণ নির্যাতন জ্বলে ওঠার ফলে গ্রীকভাষী খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যেরুশালেম ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নির্যাতনকারীদের মধ্যে শৌলের সমকক্ষ আর কেউ নেই। নির্যাতিতরা যেরুশালেমের বাইরে সুসমাচারের প্রথম বাণীপ্রচারক হয়ে ওঠে। 'নির্যাতন ও বাণীপ্রচার': মণ্ডলীর পূর্বোল্লিখিত মৌলিক বাস্তবতা (৪:১-৪ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এখানেও পুনরায় প্রকাশ পায় (এ প্রসঙ্গে 'নির্যাতিত মণ্ডলী' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

সামারিয়ায় বাণীপ্রচার (৮:৫-২৫)

৮ [৫] আর ফিলিপ সামারিয়ার এক শহরে গিয়ে লোকদের কাছে সেই খ্রিষ্টের কথা প্রচার করতে লাগলেন। [৬] লোকেরা ফিলিপের কথা শুনে ও তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলো দেখে একমন হয়ে তাঁর কথায় মনোযোগ দিত। [৭] কারণ অশুচি আত্মাগ্রস্ত অনেক লোক থেকে সেই সকল আত্মা জোর গলায় চিৎকার করে বের হচ্ছিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খোঁড়া মানুষ সুস্থ হচ্ছিল। [৮] তাতে সেই শহরে বড়ই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

[৯] শিমোন নামে একটি লোক সেই শহরে বেশ কিছু দিন ধরে তন্ত্রমন্ত্র সাধনে সামারিয়ার লোকদের মুগ্ধ করছিল; সে নিজেকে একটা মহা ব্যক্তিত্ব বলে দাবি

করত; [১০] তার কথায় ছোট বড় সকলে কান দিত; তারা বলত: ‘ইনি তো ঈশ্বরের সেই পরাক্রম, যা মহাপরাক্রম বলা হয়।’ [১১] তারা এজন্যই তার কথায় কান দিত, কারণ বহুদিন থেকে লোকটা নিজের তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা তাদের মুগ্ধ করে আসছিল। [১২] কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যিশু খ্রিস্টের নাম বিষয়ে শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলে তারা যখন তাঁর কথায় বিশ্বাস করল, তখন পুরুষ ও নারীও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে লাগল; [১৩] এমনকি, শিমোন নিজেও বিশ্বাসী হল, এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে লাগল; অনেক চিহ্ন ও মহা মহা পরাক্রম-কর্ম ঘটছে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হল।

[১৪] যেরুশালেমে প্রেরিতদূতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, সামারিয়া ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। [১৫] এসে তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়; [১৬] কেননা পবিত্র আত্মা তাদের কারও উপরে তখনও আসেননি; বাস্তবিকই কেবল প্রভু যিশু-নামের উদ্দেশেই তাদের বাপ্তিস্ম হয়েছিল। [১৭] তখন তাঁরা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে পেল।

[১৮] শিমোন যখন দেখল, প্রেরিতদূতেরা হাত রাখার ফলে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন তাঁদের কাছে টাকা এনে [১৯] বলল, ‘আমাকেও এই অধিকার দিন, আমি যার উপর হাত রাখব, সে যেন পবিত্র আত্মাকে পায়।’ [২০] পিতর তাকে বললেন, ‘তোমার টাকা তোমার সঙ্গে নষ্ট হোক, তুমি যে ভেবেছ, ঈশ্বর যা বিনামূল্যে দান করেছেন তা তুমি টাকা দিয়ে কিনতে পারবে! [২১] এই ব্যাপারে তোমার কোন ভূমিকা নেই, কোন অংশও নেই, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার হৃদয় সরল নয়। [২২] তোমার এই শঠতা থেকে মন ফেরাও, এবং প্রভুর কাছে মিনতি কর, যেন তোমার হৃদয়ের এই মতলবের ক্ষমা হতে পারে। [২৩] কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি তিক্ত পিত্তে ও অধর্মের বাঁধনে পড়ে রয়েছ।’ [২৪] শিমোন উত্তরে বলল, ‘আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে মিনতি করুন, আপনারা যা কিছু বললেন, তার কিছুই যেন আমার উপর না নেমে আসে।’ [২৫] আর তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বাণী প্রচার করে

যেরুশালেমে ফিরে যেতে যেতে সামারীয়দের অনেক গ্রামে শুভসংবাদ প্রচার করলেন।

স্তেফানের মত ফিলিপও গ্রীকভাষী খ্রিষ্টবিশ্বাসী। সামারিয়া তাঁর কর্মস্থল। সামারীয়রা এক দিকে ইহুদীদের ভাই, অন্য দিকে তাদের শত্রু। তারাও ইস্রায়েলের কুল, তবুও তারা বাইবেলের পঞ্চপুস্তক মাত্র মেনে চলাতে এবং বিজাতীয়দের মত চলাফেরা করাতে গোড়া ইহুদীরা তাদের ঘৃণা করত। ফিলিপের বাণীপ্রচার এমন বিস্তার লাভ করছে শুনতে পেয়ে যেরুশালেমের মণ্ডলী ফিলিপের কাজ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে পিতর ও যোহনকে প্রেরণ করে।

ফিলিপের বাণীপ্রচারের পদ্ধতি ঠিক যিশুর মত: ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী তথা 'ঈশ্বর দরিদ্রদের কাছে তাঁর মুক্তি দিতে প্রস্তুত' ঘোষণা ক'রে আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে সেই ঘোষণা বাস্তব বলে প্রমাণ করা।

সুসমাচার প্রচার করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দোষও তুলে ধরতে হয়। যারা মানুষের মূর্খতাজনিত দুর্বলতার সুযোগ ধরে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের শক্তি প্রয়োগ করতে চায়, বাণীপ্রচারক তাদের ভণ্ডামি প্রকাশ করে দেবে। তাদের মুখোস খসে পড়লে তাদের ছলনা উৎঘাটিত হবে। ঠিক এপ্রসঙ্গে দৈবশক্তির ব্যবসায়ী সেই জাদুকর শিমোনের সঙ্গে পিতর ও যোহনের সাক্ষাৎ ঘটে।

* * *

জাদুকর শিমোন: এই ব্যক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, সে নূতন এক ধর্মের প্রবর্তক। তার কথা ছিল, সে নিজেই পরাৎপর ঈশ্বরের এমন অবতার যে সংসারের দ্বারা আবদ্ধ ও মোহিত পরম আত্মার ধারণাকে মুক্ত করেছে। সেই ঐশধারণা হেলেনা নামক তার সংগিণীতে অবতীর্ণ হয় (শিমোনের সঙ্গে থাকার পূর্বে হেলেনা পতিতা এক নারী ছিল)। কথিত আছে, পরবর্তীকালে রোম নগরে জাদুকর শিমোন পুনরায় পিতরের সম্মুখীন হয়ে তাঁর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

ফিলিপ এবং ইথিওপীয় কঞ্চুকী (৮:২৬-৪০)

৮ [২৬] প্রভুর দূত ফিলিপকে একথা বললেন, ‘ওঠ, যে পথ যেরুশালেম থেকে
গাজা শহরের দিকে নেমে গেছে, সেই পথ ধরে দক্ষিণ দিকে যাও; পথটা
জনশূন্য।’ [২৭] তিনি উঠে রওনা হলেন। আর দেখ, একজন ইথিওপীয়
যেরুশালেমে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন; তিনি ছিলেন কান্দাকের অর্থাৎ
ইথিওপিয়ার রানীর একজন উচ্চপদস্থ কঞ্চুকী, তাঁর সমস্ত ধনাগারের অধ্যক্ষ।
[২৮] সেসময়ে তিনি ফিরে আসছিলেন, এবং রথে বসে নবী ইশাইয়ার পুস্তক
পড়ছিলেন। [২৯] আত্মা ফিলিপকে বললেন, ‘কাছে এগিয়ে যাও, সেই রথের
সঙ্গে সঙ্গে চল।’ [৩০] ফিলিপ দৌড় দিয়ে কাছে গিয়ে শুনতে পেলেন, তিনি
নবী ইশাইয়ার পুস্তক পড়ছেন। ফিলিপ বললেন, ‘আপনি যা পড়ছেন, তা কি
বুঝতে পারছেন?’ [৩১] তিনি উত্তর দিলেন, ‘কেউই আমাকে বুঝিয়ে না দিলে
আমি কেমন করে বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠব?’ আর তিনি ফিলিপকে নিজের কাছে
উঠে বসতে অনুরোধ করলেন। [৩২] শাস্ত্রের যে বচন তিনি পড়ছিলেন, তা এ:

তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন,
ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে,
তিনি তেমনি মুখ খোলেন না।
[৩৩] *তাঁর অবমাননায় তিনি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হলেন,*
কিন্তু তাঁর বংশধরদের কাহিনী কেইবা বর্ণনা করতে পারবে?
কেননা তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা হল। [[ইশা ৫৩:৭-৮]]

[৩৪] ফিলিপকে উদ্দেশ করে কঞ্চুকী বললেন, ‘আপনার দোহাই, নবী কার্
বিষয়ে একথা বলেন? নিজের বিষয়ে, না অন্য কারও বিষয়ে?’ [৩৫] তখন
ফিলিপ শাস্ত্রের সেই বচন থেকে শুরু করে তাঁর কাছে যিশুর শুভসংবাদ প্রচার
করতে লাগলেন। [৩৬] পথে যেতে যেতে তাঁরা এক জলাশয়ের কাছে এসে
উপস্থিত হলেন; কঞ্চুকী বললেন, ‘এই যে, এখানে জল আছে; আমার বাপ্তিস্ম
গ্রহণে বাধা কী?’ [[৩৭] ফিলিপ তাঁকে বললেন, ‘আপনি যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে
বিশ্বাস করেন, তবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারেন।’ কঞ্চুকী উত্তরে বললেন, ‘যিশু
খ্রিষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, একথা আমি বিশ্বাস করি।’] [৩৮] তিনি রথ থামাতে
বললেন, আর ফিলিপ ও কঞ্চুকী দু’জনে জলের মধ্যে নামলেন এবং ফিলিপ

তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। [৩৯] তাঁরা জল থেকে উঠে এলে প্রভুর আত্মা ফিলিপকে তুলে নিয়ে গেলেন, আর সেই কঞ্চুকী তাঁকে আর দেখতে পেলেন না; আর তিনি আনন্দিত মনে নিজ পথে এগিয়ে চললেন। [৪০] কিন্তু ফিলিপ হঠাৎ আজোতাসে দেখা দিলেন; তিনি শহরে শহরে ঘুরে শুভসংবাদ প্রচার করতে করতে শেষে কায়েসারিয়াতে এসে উপস্থিত হলেন।

এদিকে ফিলিপ, যিশুর মত পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়ে, এক ইথিওপীয় কঞ্চুকীর দেখা পান। বিজাতীয় হয়েও এ ইথিওপীয় ইহুদীধর্মের একেশ্বরবিশ্বাস ও বিধিবিধান মেনে চলতেন।

ফিলিপের ধর্মশিক্ষা আদিমণ্ডলীর পদ্ধতি অনুসারে:

ক। প্রচারক এবং দীক্ষার্থী উভয়ের জানা একটা ভিত্তি থেকে ধর্মশিক্ষা শুরু হয়।

খ। প্রচারক খ্রিষ্টকে ঘোষণা করে মনপরিবর্তনের জন্য দীক্ষার্থীকে আহ্বান করে।

গ। বাপ্তিস্ম।

এ বিশেষ অবস্থায় ফিলিপ এবং কঞ্চুকীর পরস্পরের জ্ঞাত বিষয় হল 'প্রভুর দাস' বলে পরিচিত পুরাতন নিয়মের একটা ভাববাণী। বলা বাহুল্য যে পুরাতন নিয়মের কষ্টভোগী 'প্রভুর দাস' হলেন যিশুর প্রতীক। তিনিই প্রকৃতপক্ষে কষ্টভোগী সেই দাস যিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হয়ে মানবজাতিকে পরিত্রাণ করেন (এ বিষয়ে 'কার্যবিবরণীতে উপদেশসমূহ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

বাণীপ্রচারের নিমিত্তে পলের মনপরিবর্তন (৯:১-২৫)

৯ সেই সময়ে শৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হুমকি ও
হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করতে করতে মহাযাজকের কাছে গেলেন [২] ও
দামাস্কের সমাজগৃহগুলির জন্য পত্র চাইলেন, যেন সেই পথাবলম্বী পুরুষ ও নারী
যাকেই পান, তাদের বেঁধে যেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন। [৩] আর

এমনটি ঘটল যে, তিনি যেতে যেতে দামাস্কের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে আলো তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল।
[৪] তিনি মাটিতে পড়ে শুনতে পেলেন, এক কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে, 'শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ?' [৫] তিনি বললেন, 'প্রভু, আপনি কে?' আর উত্তর হল এ, 'আমি যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। [৬] এবার ওঠ, শহরে প্রবেশ কর; আর তোমাকে কী করতে হবে, তা তোমাকে বলা হবে।'
[৭] তাঁর সহযাত্রীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল: কণ্ঠটি তারা শুনেছিল বটে, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। [৮] শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ খুলে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না; তাই তারা তাঁকে হাত ধরে দামাস্কে চালিত করল। [৯] তিন দিন ধরে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে থাকলেন; খাদ্য বা পানীয় কিছুই স্পর্শ করলেন না।

[১০] দামাস্কে আনানিয়াস নামে একজন শিষ্য ছিলেন। দর্শনযোগে প্রভু তাঁকে বললেন, 'আনানিয়াস!' তিনি বললেন, 'প্রভু, এই যে আমি।' [১১] প্রভু তাঁকে বললেন, 'ওঠ, "সরল সরণি" নামে রাস্তায় গিয়ে যুদার বাড়িতে তার্সসের শৌল নামে মানুষের সন্ধান কর; এ মুহূর্তে সে প্রার্থনা করছে; [১২] এবং দেখতে পেয়েছে, আনানিয়াস নামে একজন মানুষ এসে তার উপর হাত রাখছে সে যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।' [১৩] কিন্তু আনানিয়াস প্রতিবাদ করে বললেন, 'প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই লোকটার বিষয় শুনেছি, সে যেরুশালেমে তোমার পবিত্রজনদের কত ক্ষতিই না করেছে; [১৪] তাছাড়া, যত লোক তোমার নাম করে, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রধান যাজকদের কাছে ক্ষমতা পেয়েছে।' [১৫] প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি যাও, কারণ জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে সে আমার মনোনীত পাত্র; [১৬] আমি নিজেই তাকে দেখাব আমার নামের জন্য তাকে কত ক্লেশ ভোগ করতে হবে।' [১৭] তখন আনানিয়াস চলে গিয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেন, এবং তাঁর উপর হাত রেখে বললেন, 'ভাই শৌল, প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন—সেই যিশুই, যিনি তোমার আসার পথে তোমাকে দেখা দিলেন—যেন তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পার ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।' [১৮] আর তখনই তাঁর চোখ থেকে আঁশের মত কী যেন পড়ে গেল আর তিনি আবার চোখে দেখতে পেলেন; তিনি

উঠে দাঁড়িয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, [১৯] তারপর কিছুটা খেয়ে শক্তি ফিরে পেলেন।
কিছু দিনের মত তিনি দামাস্কে শিষ্যদের সঙ্গে থেকে গেলেন, [২০] এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজগৃহগুলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, 'যিশুই ঈশ্বরের পুত্র।'
[২১] যারা তাঁর কথা শুনত, তারা সকলে স্তম্ভিত হত; তারা বলত, 'এ কি সেই লোকটা নয় যে, যারা এ নাম করে, তাদের যেরুশালেমে তীব্রভাবে অত্যাচার করত, এবং তাদের গ্রেপ্তার করে প্রধান যাজকদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছিল?'
[২২] শৌলের ক্ষমতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল, এবং দামাস্কের ইহুদী উপনিবেশের লোকদের তিনি দিশেহারা করে দিতেন: তাদের প্রমাণ দিতেন যে, যিশুই সেই খ্রিষ্ট।
[২৩] এভাবে বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, পরে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল;
[২৪] কিন্তু শৌল তাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন; তাঁকে হত্যা করার লক্ষ্যে তারা নগরদ্বারগুলিতে দিনরাত পাহারা দিতে লাগল,
[২৫] কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে রাতে নিয়ে একটা ঝুড়িতে করে নগরপ্রাচীর দিয়ে নামিয়ে দিল।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর দ্বিতীয় অংশে, যখন বাণীপ্রচার জগতে বিস্তারলাভ করবে, তখনই পল পুস্তকের প্রধান ব্যক্তিত্ব হবেন। এখন থেকে কিন্তু সুসমাচারের বিরুদ্ধে ইহুদীদের প্রতিরোধ টলে যায়। প্রতিরোধের ভাঙ্গন অচেনা ও নির্যাতিত প্রচারকদের গুণে তথা গ্রীকভাষী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের গুণেই ঘটে, এবং প্রেরিতদূতগণ নিজেরাও তাদের পদানুগমন করেন। এইভাবে বাণীপ্রচারের আরম্ভ। এ অধ্যায়ে লুক বাণীপ্রচারের প্রধান ব্যক্তিত্বের কাজের সূচনা বর্ণনা করেন।

* * *

দামাস্ক: পলের সময়ে দামাস্ক শহর 'নাবাতের বংশ' এর অধীনে ছিল। খ্রিঃপূঃ ৬৫ সালে সম্রাট পম্পেউস দামাস্ককে বশীভূত করেন; পরে সম্রাট আন্তন রানী ক্লেওপাত্রার কাছে শহরটাকে দান করেন; আবার সম্রাট আগস্ত রাজা হেরোদের হাতে তা তুলে দেন

এবং অবশেষে সম্রাট তিবেরিউস নাবাতের বংশের কাছে সেটা অর্পণ করেন। মরুভূমির ধারে অবস্থিত দামাস্ক তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য এমন খ্যাতি লাভ করেছিল যে কবিগণ তাকে 'পৃথিবীর সৌন্দর্যের বীজ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। উপরন্তু বাণিজ্যের দিক দিয়েও সুপরিচিত ছিল, কারণ অন্যান্য দেশের (যেমন মেসোপতামিয়া, মিশর, সিরিয়া ইত্যাদি নিকটবর্তী দেশ) যাতায়াতের পথের মিলনকেন্দ্র। এই শহরেও দিয়াস্পরার ইহুদীরা অবস্থান করত।

'সরল পথ' বলে পরিচিত একটা রাস্তা পশ্চিম হতে পূর্ব পর্যন্ত দামাস্ক শহরের ভিতর দিয়ে যেত।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে পলের মনপরিবর্তন ও আহ্বান আরও দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হবে (২২ ও ২৬ অধ্যায়)। এতে অনুমান করা যায় যে লুকের বিবেচনায় বিষয়টা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে 'দামাস্কের পথে পলের দর্শনের বর্ণনাত্রয়' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

এখানে দ্বিমুখী আর এক মৌলিক ধারণা ভেসে ওঠে, তথা 'মনপরিবর্তন ও বাণীপ্রচার' (এ বিষয়ে 'মনপরিবর্তন ও বাণীপ্রচার' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া লুক পলের কথা এখানে বর্ণনা করেন কেননা সেই সাতজন গ্রীকভাষীর মত পলও বারোজন প্রেরিতদূত ও যেরুশালেম মণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

শৌলের যেরুশালেম যাত্রা (৯:২৬-৩০)

৯ [২৬] যেরুশালেমে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু সকলে তাঁকে ভয় করত—তিনি যে শিষ্য, একথা কেউই বিশ্বাস করত না। [২৭] তবু বার্নাবাস তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করলেন; এবং তাঁর সেই যাত্রাকালে তিনি কীভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছিলেন, ও প্রভু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি দামাস্কে যিশুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। [২৮] তাই শৌল তাঁদের সঙ্গে থেকে যেরুশালেমের এখানে ওখানে যেতে লাগলেন; তিনি প্রভুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার

করতেন। [২৯] কিন্তু তিনি গ্রীকভাষী ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক করার পর তারা তাঁকে হত্যা করবে বলে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হল। [৩০] কথাটা জানতে পেরে ভাইয়েরা তাঁকে কায়েসারিয়ায় নিয়ে গেলেন, এবং সেখান থেকে তার্সসের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

দামাস্কে ও আরবে তিন বছর কাটাবার পর (গা ১:১৭) বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত পলের প্রথম যেরুশালেম যাত্রা হয়।

যিশুর পদানুগামী পিতর (৯:৩১-৪৩)

৯ [৩১] সেসময় যুদেয়া, গালিলেয়া ও সামারিয়ায় মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছিল, নিজেকে গেঁথে তুলছিল, এবং প্রভুভয়ে ও পবিত্র আত্মার সহায়তায় চলতে চলতে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

[৩২] তখন এমনটি ঘটল যে, পিতর অবিরত ঘুরতে ঘুরতে লিদ্দা-নিবাসী পবিত্রজনদের কাছেও গেলেন। [৩৩] সেখানে তিনি এনেয়াস নামে একজনের দেখা পেলেন, যে আট বছর ধরে বিছানায় পড়ে ছিল: তার পক্ষাঘাত হয়েছিল। [৩৪] পিতর তাকে বললেন, 'এনেয়াস, যিশু খ্রিষ্ট তোমাকে সুস্থ করলেন: ওঠ, তোমার বিছানা ঠিক কর।' আর সে তখনই উঠে দাঁড়াল। [৩৫] লিদ্দা ও শারোনের অধিবাসীরা সকলেই তাকে দেখতে পেল ও প্রভুর দিকে ফিরল।

[৩৬] যাফায় একজন শিষ্যা ছিলেন যাঁর নাম তাবিথা, অর্থাৎ হরিণী। তিনি নানা সৎকর্ম সাধনে ও অর্থদানে সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। [৩৭] ঠিক এসময়ে তিনি পীড়িতা হয়ে পড়ে মারা গেছিলেন। লোকেরা তাঁর মৃতদেহ ধৌত করে উপরতলার একটা কক্ষে শুইয়ে রেখেছিল। [৩৮] লিদ্দা যাফার কাছাকাছি হওয়ায়, পিতর লিদ্দায় আছেন শুনে শিষ্যেরা তাঁর কাছে দু'জন লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করল, 'দেরি না করে আমাদের কাছে আসুন।' [৩৯] পিতর উঠে তাদের কাছে চললেন। তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলে তারা তাঁকে সেই উপরতলার কক্ষে নিয়ে গেল, আর বিধবারা সকলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এসে তাঁকে সেই সব জামাকাপড় দেখাতে লাগল যা হরিণী

তাদের মধ্যে বেঁচে থাকার সময়ে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। [৪০] পিতর সকলকে বের করে দিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন; পরে সেই মৃতদেহের দিকে ফিরে বললেন, 'তাবিথা, ওঠ।' তিনি চোখ খুললেন, পিতরকে দেখলেন, ও উঠে বসলেন। [৪১] পিতর তাঁকে পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন; পরে পবিত্রজনদের ও বিধবাদের ডেকে তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখালেন।
[৪২] একথা যাফার সব জায়গায় জানা হল, এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী হল। [৪৩] পিতর অনেক দিন যাফায় থেকে গেলেন; তিনি শিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে ছিলেন।

মথি-সুসমাচারের দশম অধ্যায়ে লেখা আছে, মানুষের যে কোন ব্যাধি জয় করার যে ক্ষমতা যিশুর ছিল, তিনি সেই ক্ষমতা তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রদান করেছেন। শারীরিক পীড়ার উপরে জয় হল মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক পীড়ার উপর, যেমন অহংকার, হিংসা, ঘৃণা, নিজের ও পরের উপর নিরাশা প্রভৃতি পীড়ার উপর যিশু ও তাঁর সুসমাচারের জয়ের প্রমাণ।

এখানে পিতর দু'টো আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেন। দ্বিতীয়টাই বিশেষভাবে যিশুর একটা আশ্চর্য কাজ স্মরণ করিয়ে দেয়: যিশুর মত পিতর ঘর থেকে সকলকে বার করে দিয়ে (মার্ক ৫:৪০) মৃতদেহকে বলেন 'ওঠ' (মার্ক ৫:৪১ ও লুক ৮:৫৩)। যিশু দ্বারা পুনরুজ্জীবিত সেই যুবকের মত (লুক ৭:১৫) এ পুনরুজ্জীবিতা নারীও পিতরকে দেখে 'উঠে বসলেন।'

তৃতীয় বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

মণ্ডলীতে যে নানা রকম অসুবিধা জাগতে পারে তা লুক স্বীকার করেন। তবুও বারোজন প্রেরিতদূতের কথার প্রতি বাধ্য থাকলে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এ সমস্ত অসুবিধায় উত্তীর্ণ হতে পারে। বারোজন প্রেরিতদূতই মণ্ডলীর কেন্দ্রবিন্দু। স্তেফান ও পলও যেরুশালেম মণ্ডলীর সঙ্গে নিতান্তভাবে একতাবদ্ধ হয়ে থাকেন।

লুক আর একটা সত্য এখানে ঘোষণা করতে চান: পবিত্র আত্মা বাণীপ্রচারের উদ্দেশ্যেই মণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করে থাকেন, এজন্য মণ্ডলীর পক্ষে বাণীপ্রচার অপরিহার্যই এক কর্তব্য।

ভৌগলিক দিক দিয়ে যিশুর সুসমাচার যেরুশালেম থেকে (৩–৫ অধ্যায়), যুদেয়া ও সামারিয়ায় পৌঁছে (৬–৯ অধ্যায়) পালেস্তিনার সীমা অতিক্রম করে।

জাতি-সম্বন্ধীয় দিক দিয়ে সুসমাচার হিব্রুভাষী ইহুদীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার পর (৩–৫ অধ্যায়) গ্রীকভাষী ইহুদীদের মধ্যে ঘোষিত হয় (৬–৯ অধ্যায়), শেষে সামারিয়া মঙ্গলবাণী গ্রহণ করে (৮–৯ অধ্যায়)। পরবর্তী বিভাগে যখন খ্রিষ্টবিশ্বাস বিজাতীয়দের মাঝে প্রচার করা হবে, তখনই বাণীপ্রচার সম্পূর্ণরূপে বিস্তার লাভ করবে।

চতুর্থ বিভাগ

বিজাতীয়দের মাঝে মণ্ডলীর উদ্ভব (১০—১১)

পিতর বিজাতীয়দের মাঝে বাণীপ্রচার কাজ শুরু করেন (১০:১-৩৩)

১০ কায়েসারিয়াতে কর্নেলিউস নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি 'ইতালীয়' সৈন্যদলের একজন শতপতি। [২] তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে ছিলেন ভক্তপ্রাণ ও ঈশ্বরভীরু। তিনি ইহুদী জনগণের প্রতি যথেষ্ট দানশীল ছিলেন এবং রীতিমত ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতেন। [৩] একদিন বেলা তিনটের দিকে তিনি দর্শনযোগে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের দূত তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলছেন, 'কর্নেলিউস।' [৪] তাঁর দিকে তাকিয়ে ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'প্রভু, এ কী?' দূত তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে পৌঁছেছে। [৫] তুমি এখন যাফায় কয়েকজন লোক পাঠিয়ে শিমোন নামে একজনকে—যে পিতর বলেও পরিচিত—এখানে ডাকিয়ে আন; [৬] সে শিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে বাস করছে, তার ঘর সমুদ্রের ধারে।' [৭] কর্নেলিউসের সঙ্গে যে দূত কথা বললেন, তিনি চলে গেলে কর্নেলিউস নিজের দু'জন দাসকে ও তাঁর খাস সৈন্যদের এমন একজনকে ডেকে পাঠালেন যে ধর্মপ্রাণ, [৮] আর তাদের কাছে এই সমস্ত কথা বলে যাফায় পাঠিয়ে দিলেন।

[৯] পরদিন তারা পথে যেতে যেতে যখন শহরের কাছে এসে উপস্থিত হল, তখন পিতর আনুমানিক বারোটায় সেই সময়ের প্রার্থনা সেরে নেবার জন্য ছাদের উপরে উঠলেন। [১০] তাঁর ক্ষুধা পেলে তিনি কিছুটা খেতে ইচ্ছা করলেন; কিন্তু লোকেরা খাবারের ব্যবস্থা করার আগে তাঁর ভাবসমাধি হল। [১১] তিনি দেখতে পেলেন, আকাশ উন্মুক্ত, এবং বড় চাদরের মত কী যেন একটা জিনিস নেমে আসছে, তার চার কোণ ধরে তা পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে; [১২] আর তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সব ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী ও সরিসৃপ এবং আকাশের পাখি। [১৩] তারপর তাঁর কাছে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'ওঠ, পিতর; ওগুলো মেরে খাও।' [১৪] কিন্তু পিতর বললেন, 'প্রভু, এমনটি না

হোক! আমি কখনও অপবিত্র বা অশুচি কিছু খাই না।’ [১৫] তখন, দ্বিতীয়বারের মত, তাঁর কাছে সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: ‘ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না।’ [১৬] এভাবে তিনবার হল, পরে হঠাৎ সেই জিনিসটা আবার আকাশে তুলে নেওয়া হল। [১৭] পিতর এই যে দর্শন পেয়েছিলেন, তার কী অর্থ হতে পারে, এবিষয়ে মনে মনে ভাবছিলেন, সেসময়ে কর্নেলিউসের পাঠানো লোকেরা শিমোনের বাড়ি খোঁজ করার পর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল; [১৮] তারা ডেকে জিজ্ঞাসা করছিল, শিমোন যাঁকে পিতর বলে, তিনি সেখানে ছিলেন কিনা। [১৯] পিতর তখনও দর্শনের কথা ভাবছেন, সেসময়ে আত্মা বললেন, ‘দেখ, কয়েকজন লোক তোমাকে খুঁজছে। [২০] ওঠ, নিচে নাম, দ্বিধা না করে তাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।’ [২১] পিতর নেমে গিয়ে সেই লোকদের বললেন, ‘দেখ, তোমরা যাকে খুঁজছ, আমিই সে; কিসের জন্য এসেছ?’ [২২] তারা বলল, ‘শতপতি কর্নেলিউস, যিনি একজন ধার্মিক ও ঈশ্বরভীরু ব্যক্তি, ও সমস্ত ইহুদী জাতি যাঁর সুখ্যাতি করে, তিনি পবিত্র দূতের মধ্য দিয়ে এমন আদেশ পেয়েছেন, যেন আপনাকে নিজের বাড়িতে আনবার ব্যবস্থা ক’রে আপনার নিজেরই মুখ থেকে কথা শোনেন।’ [২৩] তাই পিতর তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন।

পরদিন উঠে তিনি তাদের সঙ্গে চললেন, যাফার ভাইদের মধ্যে কয়েকজনও তার সঙ্গে গেল। [২৪] পরদিন তাঁরা কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছলেন; কর্নেলিউস তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সমবেত করে তাঁদের অপেক্ষায় ছিলেন। [২৫] পিতর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে কর্নেলিউস এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন। [২৬] কিন্তু পিতর তাঁকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে বললেন, ‘উঠুন; আমি নিজেও মানুষ।’ [২৭] তারপর তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে করতে প্রবেশ করে দেখলেন, অনেক লোক সমবেত আছে। [২৮] তখন তিনি তাদের বললেন, ‘আপনারা তো জানেন, অন্য জাতির কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা কিংবা তার কাছে যাওয়া ইহুদীর পক্ষে বিধেয় নয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে অপবিত্র বা অশুচি বলা উচিত নয়। [২৯] এজন্য আমাকে ডেকে পাঠানো হলে আমি কোন আপত্তি না করে এসেছি। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনারা কোন্

উদ্দেশ্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?’ [৩০] কর্নেলিউস উত্তরে বললেন, ‘আজ চার দিন হল, আমি এই সময়ের দিকে ঘরের মধ্যে বিকেল তিনটের প্রার্থনা সেরে নিচ্ছিলাম, এমন সময়ে উজ্জ্বল পোশাক পরা এক পুরুষ হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন; [৩১] তিনি বললেন, কর্নেলিউস, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে, এবং তোমার অর্থদান সবই ঈশ্বরের চরণে স্মরণ করা হয়েছে। [৩২] সুতরাং যাফায় লোক পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডাকিয়ে আন; সে সমুদ্রের ধারে শিমোন চামারের বাড়িতে থাকছে। [৩৩] এজন্য আমি দেরি না করে আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে দিলাম। আপনি এসেছেন, ভালই করেছেন। তাই এখন আমরা সকলে আপনার সামনে সমবেত আছি। প্রভু আপনাকে যা কিছু আদেশ করেছেন, আমরা তা শুনব।’

শতপতি কর্নেলিউস বিজাতীয় হয়েও ইহুদীধর্ম (বিশেষভাবে ইহুদীধর্মের একেশ্বরবিশ্বাস) মেনে চলেন। এই কারণে লুক তাঁকে প্রভুভীরু বলে সম্বোধন করেন (প্রভুভীরুদের যদি পরিচ্ছেদিত করা হত তবে তাদের ইহুদীধর্মাবলম্বী বলা হত)। ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় কর্নেলিউস পিতরকে আপন বাড়ি আসতে আমন্ত্রণ করে পাঠান।

এদিকে পিতর যাফায় চর্মকার শিমোনের কাছে অতিথি হিসেবে দিন কাটাচ্ছেন এমন সময় বিজাতীয়দের মধ্যে বাণীপ্রচার আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর দ্বারা তাঁকেও প্রস্তুত করা হয়।

ফরিশীরা একথা শেখাতেন যে, নরকযোগ্য বিজাতীয়দের সংস্পর্শে আসা ভাল নয়, তাদের বাড়ি প্রবেশ করা নিষেধ এবং তাদের খাওয়া-দাওয়ায় যোগ দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। গোড়া ইহুদী পিতর ছেলেবেলা থেকে এ ধারণাধারা অনুসরণ করে আসছেন, তবুও সার্বজনীন মণ্ডলীর প্রধান গুরু হতে গেলে এই সমস্ত ভেদাভেদমূলক ভুলচিন্তাধারা ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়; এগুলো ধর্ম নয়, কুসংস্কার। উল্লিখিত দর্শনের উদ্দেশ্য হল পিতরকে এ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। ঈশ্বরের উদ্দীপনায় বাধ্য হয়ে পিতর কর্নেলিউসের বাড়িতে যান। পিতরের মনপরিবর্তন ও কর্নেলিউসের বাড়ির পরিত্রাণ হল তাঁর এই যাওয়ার ফল।

পিতরের উপদেশ (১০:৩৪-৪৩)

১০ [৩৪] তখন পিতর কথা বলতে লাগলেন, ‘আমি সত্যিই বুঝতে পারছি, ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না; [৩৫] কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও ন্যায় পালন করে, সে তাঁর গ্রহণীয় হয়। [৩৬] তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে বাণী প্রেরণ করলেন, এবং তাদেরই কাছে যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা এই শান্তির শুভসংবাদ বহন করা হল যে, ইনিই সকলের প্রভু।
[৩৭] যোহন-প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে সমস্ত যুদেয়ায় সম্প্রতি কী ঘটেছে, আপনারা তা জানেন: [৩৮] অর্থাৎ, কেমন করে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং দিয়াবলের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ করে তুলছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। [৩৯] আর তিনি ইহুদীদের সারা দেশে ও যেরুশালেমে যা করেছেন, আমরা নিজেরাই সেই সবকিছুর সাক্ষী; আবার, তারা তাঁকে এক গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে, [৪০] কিন্তু তৃতীয় দিনে ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও এমনটি দিলেন তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন—[৪১] জাতির সকলের কাছে কিন্তু নয়, বরং ঈশ্বর আগে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন, সেই সাক্ষীদেরই কাছে, অর্থাৎ এ আমাদেরই কাছে যারা, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। [৪২] আর তিনি আদেশ করলেন, আমরা যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। [৪৩] তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপক্ষমা লাভ করবে।’

এ প্রসঙ্গে ‘কার্যবিবরণীতে উপদেশসমূহ’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বিজাতীয়দের উপর পবিত্র আত্মার বর্ষণ (১০:৪৪-৪৮)

১০ [৪৪] পিতর তখনও কথা বলছেন, সেসময়ে যত লোক বাণী শুনছিল, সকলের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। [৪৫] পিতরের সঙ্গে পরিচ্ছেদিত যে সকল বিশ্বাসী লোক এসেছিল, তারা এতে স্তম্ভিত ছিল যে, বিজাতীয়দের উপরেও সেই দান, পবিত্র আত্মাকেই বর্ষণ করা হচ্ছে; [৪৬] বাস্তবিকই তারা শুনতে পাচ্ছিল, তাঁরা নানা ভাষায় কথা বলছেন ও ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করছেন। [৪৭] তখন পিতর বললেন, 'কেউ কি জল আটকাতে পারে যেন এই লোকদের বাপ্তিস্ম দেওয়া না হয়? তাঁরা তো আমাদেরই মত পবিত্র আত্মাকে পেয়েছেন।' [৪৮] আর তিনি যিশু খ্রিষ্ট-নামে তাঁদের বাপ্তিস্ম দিতে আদেশ দিলেন। সবকিছু শেষে তাঁরা কয়েক দিন সেখানে থাকবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন।

কার্যবিবরণীর প্রধান প্রধান বিষয়ের মধ্যে এই উদ্ধৃতি অন্যতম। লুক বিজাতীয়দের প্রথম দলের বাপ্তিস্ম-গ্রহণ এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে করেন যে, ঘটনাটার প্রধান অংশগুলো (কর্নেলিউসের দর্শন, পিতরের দর্শন ও পবিত্র আত্মার প্রারম্ভসূচক সঙ্কল্প) দু'বার করে বর্ণনা করেন। স্বয়ং ঈশ্বর এ সবকিছু ঘটিয়েছেন এ পরিপ্রেক্ষিতে এই বিবরণে এমন জোর দেওয়া হয় যে, কার্যবিবরণীর অন্যত্র আর দেওয়া হবে না। উল্লেখযোগ্য, শুধু পবিত্র আত্মার প্রতি বাধ্যতা গুণেই কর্নেলিউস ও পিতর দু'জনে তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে সক্ষম।

যেরুশালেম মণ্ডলী বাণীপ্রচারের উদ্দেশে মনপরিবর্তন করে (১১:১-১৮)

১১ প্রেরিতদূতেরা ও যুদেয়াবাসী ভাইয়েরা শুনতে পেলেন, বিজাতীয়রা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করেছে; [২] আর যখন পিতর যেরুশালেমে গেলেন, তখন পরিচ্ছেদিত লোকেরা এই বলে তাঁকে সমালোচনা করল, [৩] 'আপনি অপরিচ্ছেদিত লোকদের বাড়িতে প্রবেশ করেছেন, ও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন।'

[৪] তাই পিতর পর পর সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করলেন; তিনি বললেন: [৫] 'আমি যাফা শহরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল; তখন দর্শনযোগে আমি দেখতে পেলাম, বড় চাদরের মত কী যেন একটা জিনিস নেমে আসছে, তার চার কোণ ধরে তা আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর তা আমার কাছে পর্যন্ত এল; [৬] তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, তখন দেখলাম, তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু, বন্যজন্তু, সরিসৃপ ও আকাশের যত পাখি। [৭] তারপর শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, ওঠ, পিতর; ওগুলো মেরে খাও। [৮] কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, এমনটি না হোক! অপবিত্র বা অশুচি কোন কিছু কখনও আমার মুখের ভিতরে যায়নি। [৯] তখন, দ্বিতীয়বারের মত, আকাশ থেকে সেই কণ্ঠস্বর এই উত্তর দিল: ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না। [১০] এভাবে তিনবার ঘটল; তারপর সেই সবকিছু আবার আকাশে টেনে নেওয়া হল। [১১] আর দেখ, আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, ঠিক তখনই তিনজন পুরুষ সেখানে এসে দাঁড়াল; তাদের কায়েসারিয়া থেকে আমাকে খোঁজ করতে পাঠানো হয়েছিল। [১২] আর আত্মা আমাকে দ্বিধা না করেই তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। এই ছ'জন ভাইও আমার সঙ্গে গেলেন; আর আমরা সেই বাড়িতে প্রবেশ করলাম। [১৩] তিনি আমাদের বললেন যে, তিনি এক দূতের দর্শন পেয়েছিলেন, সেই দূত তাঁর বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, যাফায় লোক পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডাকিয়ে আন; [১৪] সে তোমাকে এমন কথা বলবে, যা দ্বারা তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে পরিত্রাণ পাবে। [১৫] আমি কথা বলতে শুরু করলেই পবিত্র আত্মা তাঁদের উপরে নেমে এলেন, ঠিক যেভাবে শুরুতে আমাদের উপর নেমে এসেছিলেন, [১৬] আর আমার প্রভুর কথা মনে পড়ল, যখন তিনি বলেছিলেন, যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে। [১৭] তাই আমরা প্রভু যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাসী হলে পর ঈশ্বর যেমন আমাদের, তেমনি যখন তাঁদেরও সমান অনুগ্রহ দান করলেন, তখন আমি কি এমন একজন যে ঈশ্বরকে বাধা দিতে সক্ষম?'

[১৮] এই সকল কথা শুনে তারা তুষ্ট হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'তবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।'

পিতরের অভাবনীর ও নির্ভীক কাজ দেখে যেরুশালেম মণ্ডলীও মনপরিবর্তন করে ও যিশুর সুসমাচারের সার্বজনীনতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

আন্তিওখিয়ায় একটা অগ্রগামী মণ্ডলীর উদ্ভব (১১:১৯-২৬)

১১ [১৯] এদিকে স্তেফানকে কেন্দ্র করে যে উৎপীড়ন ঘটেছিল, তার ফলে যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা ফৈনিকিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিওখিয়া পর্যন্তই গিয়েছিল, কিন্তু কেবল ইহুদীদেরই কাছে সেই বাণী প্রচার করছিল। [২০] তবু তাদের মধ্যে সাইপ্রাস ও কিরেনের কয়েকজন লোক ছিল, যারা আন্তিওখিয়ায় গিয়ে গ্রীকদের কাছেও কথা বলতে গিয়ে প্রভু যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করল। [২১] প্রভুর হাত তাদের সঙ্গে ছিল, তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। [২২] তেমন কথা যেরুশালেমের মণ্ডলীর কাছে গিয়ে পৌঁছল; আর তাঁরা বার্নাবাসকে আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। [২৩] তিনি সেখানে এসে পৌঁছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন, এবং সকলকে আশ্বাসজনক কথা বলতে লাগলেন, যেন তারা একাগ্র অন্তরে প্রভুতে স্থিতমূল থাকে; [২৪] কেননা তিনি ছিলেন সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি। তখন বহু বহু লোক প্রভুতে যুক্ত হল। [২৫] পরে তিনি শৌলকে খোঁজ করতে তার্সসে গেলেন, এবং তাঁকে পেয়ে আন্তিওখিয়ায় নিয়ে এলেন। [২৬] তাঁরা পুরো এক বছর ধরে সেই মণ্ডলীতে একসঙ্গে থাকলেন, এবং অনেক লোককে ধর্মশিক্ষা দিলেন। আন্তিওখিয়ায়ই প্রথমে শিষ্যদের 'খ্রিষ্টিয়ান' নামে অভিহিত করা হল।

লুকের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তগুলো থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে স্তেফানকে নিয়ে নির্যাতন ঘটবার সময়ে যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই প্রবাসীরাই বিদেশে বাণীপ্রচার কাজের উদ্বোধক।

আন্তিওখিয়া: রোম ও আলেক্সান্দ্রিয়ার পর রোমীয় সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল শহর আন্তিওখিয়া। আদিমণ্ডলীর সময়ে তার জনসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। সাংস্কৃতিক দিক

দিয়েও খুব বিখ্যাত। বহু জাতির লোকদের মধ্যে ঐপনিবেশিক অনেক হিব্রুও ছিল। কালিগুলা নামক সম্রাটের আমলে ইহুদীদের মধ্যে হত্যাকান্ড ঘটে ও তাদের বহু সমাজগৃহ ধ্বংস করা হয়। ক্লাউদিউস নামে পরবর্তী সম্রাট হিব্রুদের প্রাণভিক্ষা দান করেন। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক ব্যাংক ইহুদীদের হাতে থাকায় ক্লাউদিউস সম্রাট তাদের মুক্তি অনুমোদন করেন বলে কথিত আছে। শহরটা খুব সুন্দর ও তার আবহাওয়া চমৎকার। আন্তিওখিয়া থেকে অনতিদূরবর্তী তার্সস শহর পলের জন্মস্থান।

* * *

আন্তিওখিয়ায় যিশুর সুসমাচার বিজাতীয় পরিবেশের মাঝে সত্বর বিস্তার লাভ করে; প্রাণময়ী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সজীব একটা মন্ডলীর উদ্ভব হয়। পরিচালনার জন্য যেরুশালেম থেকে বার্নাবাস প্রেরিত হন। লোকটি বিশ্বস্ত ও নিতান্ত উদারমনা গ্রীকভাষী খ্রিষ্টবিশ্বাসী। নূতন এ মন্ডলীকে আরও উৎসাহিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বার্নাবাস পলকে এখানে আসতে আহ্বান করেন।

পূর্বে বার্নাবাস-ই যেরুশালেম মন্ডলীতে পলকে হাজির করিয়েছিলেন (৯:২৭ দ্রষ্টব্য)। সেখান থেকে গ্রীকভাষী ইহুদীদের হাত এড়াবার উদ্দেশ্যে (তারা পলকে হত্যা করতে চাইত; গা ১:২১-২৪ দ্রষ্টব্য) পল যেরুশালেম ছেড়ে তার্সসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এক বছরব্যাপী পল ও বার্নাবাস আন্তিওখিয়া মন্ডলীর উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে কাজ করেন। এ কাজের ফলে অবিশ্বাসীরাও বোঝে এ দলটাই অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে একেবারে ভিন্ন। এদের মধ্যে অস্বাভাবিক নূতন কিছু আছে, তা হল যিশু খ্রিষ্টের বাস্তব উপস্থিতি; এ কারণে এই আন্তিওখিয়াতেই খ্রিষ্টভক্তদের প্রথম ‘খ্রিষ্টিয়ান’ নামে অভিহিত করা হয় (১১:২৬)।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখা যাবে আন্তিওখিয়ার খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বাণীপ্রচারের আকর্ষণ এবং যেরুশালেমের ও অন্যান্য স্থানীয় মন্ডলীর সঙ্গে একাত্মবোধ কত গভীরে অনুভব করে। সত্যই যিশু এ মন্ডলীতে বিরাজমান।

আন্তিওখিয়া ও যেরুশালেমের মধ্যে একাত্মতা (১১:২৭-৩০)

১১ [২৭] সেসময় কয়েকজন নবী যেরুশালেম থেকে আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। [২৮] তাঁদের মধ্যে আগাবস নামে একজন ছিলেন; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আত্মার আবেশে বলে দিলেন যে, সারা পৃথিবী জুড়ে মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে—পরে তা ক্লাউদিউসের আমলেই দেখা দিল। [২৯] শিষ্যেরা স্থির করল, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে যুদেয়াবাসী ভাইদের কাছে সাহায্য পাঠিয়ে দেবে; [৩০] আর সেইমত কাজ করল: বার্নাবাস ও শৌলের হাত দিয়ে তারা প্রবীণবর্গের কাছে তা পাঠিয়ে দিল।

আন্তিওখিয়ার খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যেরুশালেমের ভাইদের সাহায্য করাতে তাদের একাত্মতা বাস্তব বলে প্রমাণিত।

কার্যবিবরণীতে এই প্রথমবারে 'প্রবীণবর্গ' মণ্ডলীর দায়িত্বভারপ্রাপ্ত পরিষদ হিসাবে আবির্ভূত হন (৩০ পদ)। উপরন্তু এখানে প্রেরিতদূতদের কোন কথার উল্লেখ নেই। সম্ভবত কারণটা এ, প্রেরিতদূত যাকোব (যিনি যেরুশালেমে মণ্ডলীর পরিচালনা করতেন) এর হত্যাকাণ্ড এবং পিতরের পলায়নের পর যেরুশালেম মণ্ডলীর দায়িত্বভার প্রবীণবর্গের উপর সমর্পণ করা হয়েছে। প্রবীণবর্গের অধিপতি ছিলেন প্রেরিতদূত দ্বিতীয় যাকোব (১২:৭)।

চতুর্থ বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

এই বিভাগ তৃতীয় বিভাগের সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। বাণীপ্রচার কাজের যে ক্রমবর্ধমান আন্দোলন তৃতীয় বিভাগে শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলন এখানে সিদ্ধি লাভ করে, অর্থাৎ যিশুর কথা এখন বিজাতীয়দের মাঝেও প্রসারিত। খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসের জন্য এই ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ; বাস্তবিক যিশুমণ্ডলীর উদ্ভব ইহুদী সেই পটভূমিতে ঘটেছে যেখানে শুধু 'স্বজাতীয়' বা ইহুদীধর্ম' এ ধরনের কথারই মূল্য ছিল। 'বিজাতীয়' বা 'সার্বজনীন' ইত্যাদি কথা অবৈধ ধরনের কথা ছিল। যিশুমণ্ডলী এ পটভূমি বিসর্জন

দিতে কৃতকার্য হয়েছে এবং নিজের প্রকৃত স্বরূপ অর্জন করতে পেরেছে। নিজের গুণের মাধ্যমে যে এই কাজে উত্তীর্ণ হয়েছে তা নয়, মনপরিবর্তন করতে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে, পবিত্র আত্মার উদ্দীপনার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ও নির্যাতিতদের সাক্ষ্যদান গুণেই মণ্ডলী যিশুর প্রকৃত মণ্ডলী হতে সক্ষম হয়েছে।

এই বিভাগে (১১:১৮) কার্যবিবরণীতে পিতরের প্রধান ব্যক্তিত্ব-ভূমিকা শেষ হয় এবং (১১:১৯) বিজাতীয়দের মাঝে বাণীপ্রচার কেন্দ্র ক'রে নূতন একটা রচনা-চক্র শুরু হয়। স্মরণযোগ্য, বাণীপ্রচার প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিত গ্রীকভাষী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দ্বারাই আরম্ভ হয়েছিল (৮:৪)।

পঞ্চম বিভাগ

প্রথম অংশের উপসংহার (১২ অধ্যায়)

হেরোদ যাকোব ও পিতরকে গ্রেপ্তার করেন (১২:১–২৫)

১২ প্রায় সেই একই সময় হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যকে উৎপীড়ন করতে শুরু করলেন: [২] তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করালেন। [৩] এতে ইহুদীরা খুশি হল দেখে তিনি পিতরকেও গ্রেপ্তার করালেন। তখন খামিরবিহীন রুটি পর্বের সময় ছিল। [৪] তিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে রাখলেন, এবং তাঁকে পাহারা দেবার দায়িত্ব চার প্রহরী দলের উপর তুলে দিলেন: প্রতিটি দলে থাকবে চারজন সৈন্য। তিনি মনে করছিলেন, পাস্কার পরেই তাঁকে জনগণের সামনে এনে দাঁড় করাবেন। [৫] যত সময় পিতর কারারুদ্ধ ছিলেন, তত সময় ধরে মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করতে থাকল। [৬] যেদিন তাঁর বিচার হেরোদের করার কথা, তার আগের রাতে পিতর দু'জন সৈন্যের মাঝখানে দু'টো শেকলে আবদ্ধ হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন ও কয়েকজন প্রহরী দরজায় পাহারা দিচ্ছিল, [৭] হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে দাঁড়ালেন, আর কারাকক্ষটা আলোয় ভরে উঠল। দূত পিতরের কাঁধে নাড়া দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই ওঠ!' আর পিতরের হাত থেকে শেকল খসে পড়ল। [৮] দূত আবার তাঁকে বললেন, 'কোমরে বন্ধনী বেঁধে নাও, জুতো পর।' তিনি তা করলে পর দূত তাঁকে বললেন, 'গায়ে চাদর জড়িয়ে নাও, আমার পিছু পিছু এসো।' [৯] তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগলেন; দূত যা কিছু করছেন, তা যে বাস্তব, তিনি তখনও তা বুঝতে পারেননি, ভাবছিলেন, তিনি কোন এক দর্শনই পাচ্ছেন।
[১০] তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী দলকে অতিক্রম ক'রে শহরে যাওয়ার লোহার ফটকের কাছে এলেন; ফটকটা আপনা থেকেই তাঁদের সামনে খুলে গেল, আর তাঁরা বেরিয়ে গিয়ে একটা রাস্তার শেষ মাথায় যাওয়ার পর হঠাৎ দূত তাঁর কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। [১১] তখন পিতরের চেতনা এল, তিনি বললেন, 'এখন আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু নিজের দূত পাঠিয়ে হেরোদের হাত থেকে ও

ইহুদী জাতির সমস্ত প্রত্যাশা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।’ [১২] ব্যাপারটা বিবেচনা করার পর তিনি মারীয়ার বাড়ির দিকে চলে গেলেন, ইনি মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনেরই মা। সেখানে অনেকে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছিল।
[১৩] তিনি বাইরের দরজায় ঘা দিলে রোদা নামে একজন দাসী শুনতে এল,
[১৪] এবং পিতরের গলা চিনে সে আনন্দে দরজা না খুলে বরং ভিতরে ছুটে গিয়ে সংবাদ জানাল, দরজার বাইরে পিতর দাঁড়িয়ে আছেন। তারা তাকে বলল, ‘পাগল না কি?’ কিন্তু সে জোর দিয়ে বলতে থাকল যে কথাটা সত্য।
[১৫] তখন তারা বলল, ‘উনি পিতরের [রক্ষী] দূত।’ [১৬] এদিকে পিতর দরজায় ঘা দিতে থাকছিলেন; আর যখন তারা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেল, তখন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। [১৭] তিনি হাত তুলে চুপ করার জন্য ইশারা দিলেন, এবং প্রভু কীভাবে তাঁকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাদের কাছে তার বর্ণনা দিলেন; শেষে বললেন, ‘তোমরা যাকোবকে ও সমস্ত ভাইকে সংবাদ দাও।’ পরে বাইরে গিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।
[১৮] সকাল হতে না হতেই সৈন্যদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিল: পিতরের কী হল? [১৯] হেরোদ তাঁর খোঁজাখুঁজি করানোর পরেও যখন তাঁকে পাওয়া গেল না, তখন কারারক্ষীদের জেরা করে হুকুম দিলেন, তাদের মেরে ফেলা হোক; তারপর যুদেয়া ছেড়ে কায়েসারিয়ায় গিয়ে সেইখানে থাকলেন।
[২০] তিনি তুরস ও সিদোনের লোকদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তারা কিন্তু একমত হয়ে তাঁর কাছে এল, এবং রাজভবনের অধ্যক্ষ ব্লাস্তসের সমর্থন জয় ক’রে তাঁরই দ্বারা শান্তিস্থাপনের জন্য আবেদন জানাল, কারণ সমস্ত খাদ্য-সামগ্রীর জন্য তাদের অঞ্চল রাজার এলাকার উপরেই নির্ভর করত।
[২১] নির্ধারিত দিনে হেরোদ রাজপোশাক পরে ও রাজমঞ্চে আসীন হয়ে তাদের কাছে একটা ভাষণ দিলেন। [২২] তখন লোকেরা জয়ধ্বনি তুলে বলতে লাগল, ‘এ দেবতারই কণ্ঠ, মানুষের নয়!’ [২৩] আর প্রভুর দূত ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে আঘাত হানলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করলেন না; আর তিনি কৃমি-বিকারে মারা গেলেন।
[২৪] এদিকে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল ও খুবই বৃদ্ধিশীল ছিল।
[২৫] বার্নাবাস ও শৌল নিজেদের সেবাকর্ম সেরে নিয়ে যেরুশালেম থেকে ফিরে এলেন; তাঁরা মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনকে সঙ্গে নিলেন।

এই অধ্যায়েই আদিমণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম কালের সমাপ্তি। কালটা যেরুশালেমে আরম্ভ হয়ে আবার যেরুশালেমে শেষ হয়।

রোম সম্রাটের কাছে অতিশয় তোষামোদ ও বিনম্র মিনতির পর অবশেষে আগ্রিপ্পা হেরোদ পালেস্তিনার উপর রাজত্ব করার অধিকার লাভ করেন। রোমীয়দের ও ইহুদীদের মন সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি যিশুমণ্ডলীর উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালান। এসময় তাঁর হুকুমে প্রেরিতদূত যাকোবকে হত্যা করা হয়। পিতরকেও গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তাঁর উপর ঈশ্বরের অভিপ্রায় যে আলাদা, একথা তাঁর অলৌকিক কারামুক্তিতে প্রকাশ পায়।

হেরোদের আকস্মিক মৃত্যুতে ঐশরাজ্যের শত্রুদের জন্য ঈশ্বরের দণ্ড প্রকাশিত হয় (১:১৫–২৬ মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। অপর দিকে যিশুমণ্ডলী ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ফলে বৃদ্ধি পায়। বার্নাবাস ও পল দু'জনে বিশেষ একটা কাজের জন্য যেরুশালেম ছেড়ে আন্তিওখিয়ায় ফিরে যান।

পঞ্চম বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

পুস্তকের মধ্যে এই বিভাগের ভূমিকা সংযোজক ও বিস্তারমূলক ভূমিকা। পরবর্তী অংশের কেন্দ্রীয় কর্মস্থল আন্তিওখিয়া। আন্তিওখিয়াই বাণীপ্রচারকাজের রাজধানীস্বরূপ, কেননা এ মণ্ডলী থেকে বার্নাবাস ও পল বাণীপ্রচারের জন্য প্রেরিত হন।

১৩ অধ্যায় থেকে শুরু করে পিতরের স্থানে পল-ই পুস্তকের প্রধান ব্যক্তিত্ব বলে উপস্থাপিত। পিতর ও পলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই একথা প্রমাণিত হয় দু'জনের মধ্যকার নিম্নলিখিত সাদৃশ্যগুলো দ্বারা:

- উভয় সদৃশ আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেন যথা জন্ম থেকে খোঁড়া একটি মানুষকে রোগমুক্ত করেন (৩:২; ১৪:৮), একটি মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করেন (৯:৪; ২০:১০), জাদুশক্তি পরাজিত করেন (৮:১৮; ১৩:৮), অপদূতদের তাড়না করেন (৫:১৬; ১৬:১৬), তাঁদের শরীর থেকে আরোগ্যদানকারী শক্তি বের হয় (৬:১৫; ৯:১২)।
- উভয় হস্তার্পণের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে প্রদান করেন (৮:১৭; ১৯:৬)।

- উভয় অলৌকিকভাবে কারামুক্ত হন (৫:১৭; ১২:২; ১৬:২৩)।
- উভয় উপদেশ দান করেন: পিতর আটটা, পল ন'টা। উল্লেখযোগ্য, পলের প্রথম উপদেশ (১৩:১৬) ইহুদীদের কাছে পিতরের পাঁচটা বাণীপ্রচারধর্মী উপদেশের কাঠামো অনুসরণ করে। পিতরের উপদেশের তালিকা এ: ১:১৬; ২:১৪; ৩:১২; ৪:৮; ৫:২৯; ১১:৫; ১৬:৭; এবং পলের উপদেশের তালিকা এ: ১৩:১৬; ১৪:১৫; ১৭:২; ২০:১৮; ২২:১; ২৪:১০; ২৬:৬; ২৭:১; ২৮:১৭।

এ সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে লুক নিজের মূলকথা ব্যক্ত করতে চান তথা: আদিমণ্ডলীর ঐক্য। হিব্রুভাষী খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ যাদের প্রতীক হলেন পিতর, এবং গ্রীকভাষী ও বিজাতীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ যাদের প্রতীক হলেন পল, এ দল দু'টোর মধ্যে একাত্মতা বিরাজ করত।

দ্বিতীয় অংশ

আন্তিওখিয়া থেকে বাণীপ্রচার-যাত্রাত্রয়

(১৩–২১:১৪)

প্রথম বিভাগ

প্রথম বাণীপ্রচার-যাত্রা (১৩–১৪)

বাণীপ্রচারের আহ্বান কিভাবে ঘটে (১৩:১-৩)

১৩ আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে কয়েকজন নবী ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, এঁরা ছিলেন
বার্নাবাস, নীগের নামে পরিচিত শিমোন, কিরেনীয় লুকিউস, সামন্তরাজ
হেরোদের সহপালিত মানায়েন এবং শৌল। [২] একদিন তাঁরা প্রভুর উপাসনা
ও উপবাস করছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা বললেন, 'আমি বার্নাবাস ও
শৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে আমার জন্য তাদের
স্বতন্ত্র করে রাখ।' [৩] তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনা করার পর এবং তাঁদের
উপর হাত রাখার পর তাঁদের বিদায় দিলেন।

মণ্ডলী যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রাণময়ী, ও তার মধ্যে যখন পবিত্র আত্মার দানসমূহ দৃশ্যমান, মণ্ডলী তখন বাণীপ্রচারের আহ্বান অনুভব করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্তিওখিয়ার মণ্ডলী আদর্শ মণ্ডলীস্বরূপ। মণ্ডলীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হল উপাসনা-অনুষ্ঠানের সময়। ঠিক এসময়ে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় বার্নাবাস ও পল আহূত হন।

সাইপ্রাসে বার্নাবাস ও পলের বাণীপ্রচার (১৩:৪-১২)

১৩ [৪] এভাবে তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়ে সেলেউকিয়ায় গেলেন ও সেখান থেকে জাহাজে করে সাইপ্রাসের দিকে যাত্রা করলেন। [৫] তাঁরা সালামিসে এসে ইহুদীদের বিভিন্ন সমাজগৃহে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন; সহকারী রূপে সেই যোহনও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। [৬] তাঁরা সারা দ্বীপ পেরিয়ে পাফোসে এসে পৌঁছলে সেখানে বার্-যিশু নামে একজন ইহুদী মন্ত্রজালিক ও নকল নবীর দেখা পেলেন; [৭] সে প্রদেশপাল সের্গিউস পাউলুসের অনুচারী ছিল; এই সের্গিউস ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি বার্নাবাস ও শৌলকে ডাকিয়ে এনে ঈশ্বরের বাণী শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। [৮] কিন্তু এলিমাস, অর্থাৎ সেই মন্ত্রজালিক—অনুবাদ করলে এ-ই হল তার নামের অর্থ—প্রদেশপালকে বিশ্বাস থেকে ফেরাবার চেষ্টায় তাঁদের প্রতিরোধ করতে লাগল। [৯] তখন শৌল—যাঁকে পলও বলে—পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, [১০] 'যত ছলনা ও শঠতায় ভরা মানুষ, দিয়াবলের সন্তান, যত প্রকার ধর্মময়তার শত্রু! প্রভুর সোজা পথ বাঁকাতে তুমি কি কখনও ক্ষান্ত হবে না? [১১] দেখ, প্রভুর হাত তোমার উপরে রয়েছে: তুমি অন্ধ হবে, ও কিছুকাল ধরে সূর্য দেখতে পাবে না।' ঠিক সেই মুহূর্তেই তার উপর কুয়াশা ও অন্ধকার নেমে পড়ল, আর সে হাতড়ে বেড়াতে লাগল, ও খুঁজতে লাগল কে তাকে হাত ধরে চালিত করবে। [১২] তেমন ঘটনা দেখে প্রদেশপাল প্রভুর বিষয়ে যা শিখতে পেরেছিলেন, তাতে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বিশ্বাসী হলেন।

ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপ রোম-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বড় একটা বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল যা সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও বিখ্যাত। সিরিয়ার তুরস থেকে এক'শ কিলোমিটার দূরবর্তী সাইপ্রাসে গিয়ে পৌঁছনোর জন্য, বাতাস স্বপক্ষ থাকলে, চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগত।

পল ও তাঁর সঙ্গীদের কাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাণীপ্রচার-পদ্ধতি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে:

ক। তাঁরা নামকরা জনবহুল স্থান বেছে নিতেন,

খ। ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চেষ্টা করতেন,

গ। স্থানীয় সমাজগৃহে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছে এবং ইহুদীধর্মাবলম্বী ও প্রভুভক্তদের কাছে পুরাতন নিয়ম থেকে শুরু করে যিশুর কথা ঘোষণা করতেন। এ ঘোষণার ফলে সমাজগৃহে একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টি হত: কয়েকজন লোক, বিশেষভাবে ইহুদীধর্মাবলম্বী ও প্রভুভক্তদের মধ্যে, যিশুকে বিশ্বাস করত, আবার কয়েকজন লোক বাণীপ্রচারকদের পরম শত্রু হত।

ঘ। পরিশেষে তাঁরা সরাসরি বিজাতীয়দেরই মাঝে যিশুর সুসমাচার প্রচার করতেন। বিজাতীয়রা পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে অবগত না থাকায় পল তাদের ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে যিশুর কথা ঘোষণা করতেন। এভাবে খ্রিষ্টীয় মূলভাবধারা সেকালে প্রচলিত অনেকেশ্বরবাদ ও বিবিধ দার্শনিক ভাবধারার সম্মুখীন হত।

পিসিদিয়ার আন্তিওখিয়ায় বার্নাবাস ও পলের যাত্রা (১৩:১৩-৫২)

১৩ [১৩] পাফোস থেকে জলপথে যাত্রা করে পল ও তাঁর সঙ্গীরা পাম্ফিলিয়া
প্রদেশের পের্গায় এসে পৌঁছলেন; সেখানে যোহন তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে
যেরুশালেমে ফিরে গেলেন। [১৪] কিন্তু তাঁরা পের্গা থেকে এগিয়ে গিয়ে
পিসিদিয়া প্রদেশের আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন, এবং শাব্বাৎ দিনে
সমাজগৃহে প্রবেশ করে আসন নিলেন। [১৫] বিধান ও নবী-পুস্তকের পাঠ শেষ
হলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষেরা তাঁদের বলে পাঠালেন: 'ভাই, উপস্থিত জনগণের
কাছে যদি আপনাদের কোন আশ্বাসজনক বক্তব্য থাকে, এসে বলুন।'
[১৬] পল উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে কথা বলতে লাগলেন:
'ইস্রায়েলের মানুষেরা ও এখানকার ঈশ্বরভীরু সকলে, শুনুন। [১৭] এই
ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের বেছে নিলেন, এবং এই জাতি
যখন মিশরদেশে প্রবাসী ছিল, তখন তাদের উন্নীত করলেন, এবং *সেখান থেকে*
শক্ত বাহুতে তাদের বের করে আনলেন [[যাত্রা ৬:১-৬]], [১৮] এবং আনুমানিক

চল্লিশ বছর ধরে *মরুপ্রান্তরে তাদের প্রতিপালন ক'রে* [১৯] *কানান দেশে সাতটি জাতিকে ধ্বংস করে সেই জাতির দেশটিকে তাদেরই উত্তরাধিকার রূপে দান করলেন* [[দ্বিঃবিঃ ১:৩১]]। [২০] এভাবে আনুমানিক সাড়ে চারশ' বছর কেটে গেল। তারপর তিনি নবী শামুয়েলের সময় পর্যন্ত তাদের জন্য বিচারকদের ব্যবস্থা করলেন। [২১] তখন তারা একজন রাজা চাইল, তাই ঈশ্বর তাদের চল্লিশ বছরের জন্য বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর কীশের সন্তান শৌলকে দিলেন। [২২] তারপর তিনি তাঁকে পদচ্যুত করে তাদের রাজারূপে সেই দাউদের উদ্ভব ঘটালেন [[১ শামু ১৬:২২]], যাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, *আমি যেসের সন্তান দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করবে* [[সাম ৮৯:২১]]।

[২৩] তাঁরই বংশ থেকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি-মত ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা সেই যিশুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন, [২৪] যাঁর আগমনের আগে যোহন গোটা ইস্রায়েল জাতির কাছে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করেছিলেন। [২৫] জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে যোহন একথা বলছিলেন: তোমরা আমাকে যাকে ভাব, আমি সে নই। দেখ, আমার পরে এমনই একজন আসছেন, যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য আমি নই।

[২৬] হে ভাই, হে আব্রাহাম-বংশের সন্তানেরা! আপনারাও, হে ঈশ্বরভীরু সকলে! পরিত্রাণের এই বাণী আমাদেরই কাছে প্রেরিত হয়েছে। [২৭] কেননা যেরুশালেমের অধিবাসীরা ও তাদের সমাজনেতারা তাঁকে না জানায়, এবং প্রতি শাব্বাৎ দিনে নবীদের যে বাণী পাঠ করা হয় তাও না জানায়, তাঁকে দণ্ডিত ক'রে সেই সমস্ত বাণী পূর্ণ করে তুলেছে। [২৮] প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষ না পেয়েও তারা পিলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার আবেদন জানাল। [২৯] তারপর, তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু লেখা ছিল, তা সিদ্ধ করার পর তারা সেই গাছ থেকে নামিয়ে তাঁকে এক সমাধির মধ্যে রেখে দিল। [৩০] কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। [৩১] আর যাঁরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে যেরুশালেমে এসেছিলেন, তিনি অনেক দিন ধরে তাঁদের দেখা দিলেন; ঠিক তাঁরাই এখন জনগণের সামনে তাঁর সাক্ষী।

[৩২] আর আমরা নিজেরা আপনাদের কাছে এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যে, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, [৩৩] তিনি

যিশুকে পুনরুত্থিত করায় তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন, যেমন দ্বিতীয় সামসঙ্গীতে লেখা আছে: *তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম* [[সাম ২:৭]]। [৩৪] আর তিনি যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং তাঁকে যে আর অবক্ষয়ে ফিরে যেতে হবে না, তা তিনি এভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, *দাউদের কাছে পবিত্র যা কিছু, নিশ্চিত যা কিছু দেব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা তোমাদেরই দেব* [[ইশা ৫৫:৩]]। [৩৫] এজন্যও তিনি অন্য সামসঙ্গীতে বলেন, *তোমার পুণ্যজনকে তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না* [[সাম ১৬:১০]]।

[৩৬] বাস্তবিক দাউদ তাঁর নিজের যুগের মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পালন করার পর নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর নিজের পিতৃপুরুষদের কাছে গ্রহণ করা হল, ও তিনি সেই অবক্ষয় দেখলেন। [৩৭] কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি সেই অবক্ষয় দেখেননি। [৩৮] সুতরাং, ভাই, আপনারা জেনে নিন, পাপক্ষমার কথা আপনাদের কাছে তাঁরই দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে; আর মোশির বিধানের মধ্য দিয়ে যে সকল বিষয়ে আপনারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারতেন না, [৩৯] যে কেউ বিশ্বাস করে, তাকে সেই সকল বিষয়ে তাঁরই দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। [৪০] সুতরাং সতর্ক থাকুন: নবীদের পুস্তকে যা বলা হয়েছে, তা যেন আপনাদের বেলায় না ঘটে, অর্থাৎ,

[৪১] *হে বিদ্রূপকারী সকল, চেয়ে দেখ,*
আশ্চর্য হও, লুকিয়ে থাক;
কারণ তোমাদের দিনগুলিতে
আমি এমন এক কাজ সাধন করতে চলেছি,
যা কেউ তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করলে
তোমরা বিশ্বাস করতেই না।’ [[হাবা ১:৫]]

[৪২] তাঁরা বেরিয়ে যাবার সময়ে লোকেরা অনুরোধ জানাল, যেন পর শাব্বাৎ দিনেও তাঁরা সেই সমস্ত বিষয়ে কথা বলেন। [৪৩] সভা ভেঙে যাওয়ার পর ইহুদী ও ইহুদীধর্মাবলম্বী অনেক ভক্তপ্রাণ মানুষ পল ও বার্নাবাসের অনুসরণ করল; তাঁরা তাদের সঙ্গে কথা বললেন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকতে তাদের আবেদন জানালেন।

[৪৪] পরবর্তী শাব্বাৎ দিনে শহরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য সমবেত হল। [৪৫] কিন্তু ইহুদীরা এত বিপুল জনতাকে দেখে ঈর্ষায় ভরে উঠল, এবং নিন্দা করতে করতে পলের প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করতে লাগল। [৪৬] তখন পল ও বার্নাবাস সৎসাহসের সঙ্গে একথা বললেন: 'প্রথমে আপনাদেরই কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল; কিন্তু আপনারা যখন তা সরিয়ে দিচ্ছেন এবং নিজেদের অনন্ত জীবনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করছেন, তখন দেখুন, আমরা বিজাতীয়দের দিকেই চোখ ফেরাচ্ছি; [৪৭] কারণ প্রভু আমাদের ঠিক এই আজ্ঞা দিলেন:

আমি তোমাকে বিজাতীয়দের জন্য আলোরূপে রেখেছি
তুমি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত
বহন কর আমার পরিত্রাণ।' [[ইশা ৪৯:৬]]

[৪৮] তা শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল ও প্রভুর বাণীর গৌরবকীর্তন করতে লাগল; এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল। [৪৯] প্রভুর বাণী সেই দেশের সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল। [৫০] কিন্তু ইহুদীরা সম্ভ্রান্ত ঘরের ভক্তপ্রাণ মহিলাদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উত্তেজিত করে তুলল, পল ও বার্নাবাসের বিরুদ্ধে নির্যাতন শুরু করে দিল, এবং নিজেদের এলাকা থেকে তাঁদের তাড়িয়ে বের করে দিল। [৫১] তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকোনিয়মের দিকে গেলেন। [৫২] কিন্তু নতুন শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল।

পের্গা ছিল খুব প্রাচীন একটা ধর্মকেন্দ্র। পের্গার বিখ্যাত মন্দিরে দিয়ানা নামক দেবীকে পূজা করা হত। অজানা কারণে এ শহর থেকে যোহন নামে পলের এক সঙ্গী যেরুশালেমে ফিরে যান। এদিকে বার্নাবাস ও পল দু'জনে পের্গা ত্যাগ করে পিসিদিয়ার অন্তর্গত আন্তিওখিয়ার এক'শ পঁচিশ কিলোমিটার দূরগামী পথ অতিক্রম করতে শুরু করেন। পিসিদিয়া ডাকাতীর জন্য নামকরা অঞ্চল ছিল।

আন্তিওখিয়ার সমাজগৃহে পল যে উপদেশ দেন তা মৌলিকভাবে পিতরের উপদেশের মত (এ প্রসঙ্গে 'কার্যবিবরণীতে উপদেশসমূহ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। শুধু

উপদেশের সমাপ্তিতে পলের বিশিষ্ট ধারণা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তারপর শনিবার পলের কথায় শ্রোতাদের মধ্যে এমন বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালেও নিয়মিতভাবে ঘটবে, কেননা সেই বিচ্ছেদ হল যিশুর সুসমাচারের সম্মুখীন মানুষের মনে দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব: মনপরিবর্তন কিংবা নির্বুদ্ধিতা। উপরন্তু এখানে প্রথমবারের মত পল শুধু বিজাতীয়দের মধ্যে বাণীপ্রচারের জন্য নিজেকে আহূত বলে উপলব্ধি করেন।

ইকোনিয়মে বাণীপ্রচার (১৪:১-৭)

১৪ ইকোনিয়মেও তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন, এবং এমনভাবে
কথা বললেন যে, ইহুদী ও গ্রীক বহু লোক বিশ্বাসী হল। [২] কিন্তু যে ইহুদীরা
বিশ্বাস করতে সম্মত হল না, তারা ভাইদের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের মন উত্তেজিত
করে বিষিয়ে তুলল। [৩] তবু তাঁরা সেখানে অনেক দিন কাটালেন ও প্রভুতে
সাহস রেখে প্রচার করলেন, আর তিনিও, তাঁদের হাত দ্বারা নানা চিহ্ন ও
অলৌকিক লক্ষণ ঘটতে দেওয়ায়, নিজের অনুগ্রহের বাণীর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।
[৪] তখন শহরের অধিবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল: এক দল ইহুদীদের
পক্ষে, আর এক দল প্রেরিতদূতদের পক্ষে। [৫] কিন্তু বিজাতীয়রা ও ইহুদীরা
তাদের সমাজনেতাদের সমর্থনে একদিন তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে ও পাথর
মারতে চেষ্টা করল, [৬] তখন সংবাদ পেয়ে তাঁরা লিকাওনিয়া প্রদেশের লিস্ত্রা
ও দের্বা শহরে ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে পেরিয়ে গেলেন; [৭] আর সেখানে
শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

আন্তিওখিয়া থেকে বিতাড়িত পল ও বার্নাবাস এক'শ পঁচিশ কিলোমিটার দূরস্থ বাণিজ্যিক শহর ইকোনিয়মের দিকে রওনা হন। কথিত আছে এই প্রাচীন শহর যার বর্তমান নাম কনিয়া জলপ্লাবনের পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল।

এখানেও যিশুর কথা প্রচারের ফলে শ্রোতাদের মধ্যে সেই একই বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয় যার ফলে বাণীপ্রচারক দু'জন অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এবার তাঁরা লিকাওনিয়া

প্রদেশের জলহীন ও শীতল মরুময় অধিত্যকা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই মূর্খ হওয়ায় ও তাদের পক্ষে পুরাতন নিয়ম অজানা কথা হওয়ায় পল প্রকৃতিকে ভিত্তি করে তাদের মধ্যে শুধু কয়েকটা সহজ মূল-সত্য প্রচার করেন (এ প্রসঙ্গে ‘কার্যবিবরণীতে উপদেশসমূহ’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

লিস্ত্রায় পল ও বার্নাবাসের প্রচার কর্ম (১৪:৮-২০)

১৪ [৮] লিস্ত্রায় একজন লোক ছিল, যে জীবনে কখনও হাঁটতে পারেনি, কারণ
তার পায়ে বল ছিল না, মাতৃগর্ভ থেকেই সে খোঁড়া ছিল। [৯] লোকটি পলের
কথা শুনছিল; আর তিনি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, সুস্থ হতে পারবে বলে
তার বিশ্বাস আছে দেখে [১০] জোর গলায় বললেন, ‘পায়ে ভর দিয়ে সোজা
হয়ে দাঁড়াও।’ আর লোকটি লাফ দিয়ে উঠল ও হাঁটতে লাগল। [১১] পল যা
করেছেন, তা দেখে জনতা লিকাওনীয় ভাষায় চিৎকার করে বলতে লাগল,
‘দেবতারা মানুষ রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন!’ [১২] আর
তারা বার্নাবাসকে জেউস আর প্রধান বক্তা বলে পলকে হের্মেস বলল।
[১৩] তারপর নগরপ্রাচীরের বাইরে জেউসের যে মন্দির ছিল, তার যাজক
কতগুলো বৃষ ও মালা মন্দিরদ্বারে এনে লোকদের সঙ্গে একটা যজ্ঞ দিতে
চাচ্ছিল। [১৪] তা শুনে প্রেরিতদূত বার্নাবাস ও পল নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে
ফেললেন ও লোকদের মধ্যে ছুটে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, [১৫] ‘বন্ধু
সকল! এসব কেন করছ? আমরাও তোমাদের মত সাধারণ মানুষমাত্র; আমরা
তোমাদের এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যেন এই সমস্ত অসার বস্তু ত্যাগ করে সেই
জীবনময় ঈশ্বরেরই দিকে ফের, যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সবকিছুর
মধ্যে যা কিছু আছে নির্মাণ করলেন। [১৬] তিনি অতীতকালে যুগের পর যুগ
সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন; [১৭] তবু তিনি নিজের বিষয়ে
সাক্ষ্য দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হননি, কেননা তিনি মঙ্গল সাধন করে এসেছেন;
হ্যাঁ, তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে ঋতুতে ঋতুতে
তোমাদের ফসল উৎপাদন করে এসেছেন, আর খাদ্য দানে তোমাদের দেহ ও
আনন্দ দানে তোমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করে এসেছেন।’ [১৮] এই সকল কথা

বলে তাঁরা কষ্ট করে জনতাকে থামাতে পারলেন যেন তারা তাঁদের উদ্দেশে সেই যজ্ঞ না দেয়।
[১৯] কিন্তু আন্তিওখিয়া ও ইকোনিয়ম থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে জনতাকে নিজেদের পক্ষে জয় ক'রে পলকে পাথর ছুড়ে মারল ও শহরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল; মনে করছিল, তিনি মারা গেছেন। [২০] শিষ্যেরা এসে তাঁর চারপাশে জড় হল, তিনি কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে শহরে ফিরে গেলেন। পরদিন বার্নাবাসের সঙ্গে তিনি দের্বার দিকে রওনা হলেন।

এ দেশের মূর্খ ও বিদ্রোহী বাসিন্দাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সম্রাট আগস্ত এই ছোট কেন্দ্র—লিস্ত্রা—স্থাপন করেছিলেন।

লিস্ত্রায় অল্পসংখ্যক ইহুদী বাস করে বিধায় পলকে মেরে ফেলার জন্য আন্তিওখিয়া ও ইকোনিয়ম থেকে অন্য ইহুদীরা আসে। এর মধ্যে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে: পল একজন খোঁড়া মানুষকে রোগমুক্ত করে তোলেন, এবং তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে কোন ইহুদী না থাকায় তিনি (যেমন পূর্বে বলা হয়েছে) প্রচারের এক নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

* * *

রোম সাম্রাজ্যে ধর্মীয় পরিস্থিতি

রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটকে দেবত্ব-পদ আরোপ করা হত; শান্তিদাতা ও জগতের নিয়ন্তা দৃশ্য দেবতা বলে তাঁকে পূজা করা হত এবং এই উদ্দেশ্যে, বড় বড় স্থানে, রোম দেবী ও অগষ্ট দেবের নামে বহু মন্দির উৎসর্গ করা হত। তাছাড়া প্রতিটি অঞ্চলে ও প্রতিটি শহরে বিশেষ অন্য দেবতাকেও পূজা করা হত যেমন এফেসসে আর্তেমিস বা দিয়ানা দেবীকে, পাফোসে আফ্রদিতে দেবীকে প্রভৃতি। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত জেউস ও হের্মেস হল গ্রীক পুরাণে নামকরা দেবতা। উপরন্তু মিশর ও অন্যান্য দেশের বণিক্‌রা যেখানে যেত সেখানে নিজের দেশের ধর্ম প্রচলন করত।

এই এলোমেলো ধর্মগুলো অপেক্ষা কিন্তু যিশুর বিশ্বাসটা সম্পূর্ণরূপে আলাদা ব্যাপার। খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ সর্বশক্তিমান সৎ ঈশ্বরের অভিনব কাজ ঘোষণা করে তথা শুধু যিশুর জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানেই পরিত্রাণ রয়েছে।

আন্তিওখিয়ায় প্রত্যাবর্তন (১৪:২১-২৮)

১৪ [২১] সেই শহরে শুভসংবাদ প্রচার করে ও অনেককে শিষ্য করে তাঁরা লিস্ত্রা, ইকোনিয়ম ও আন্তিওখিয়া হয়ে ফিরে গেলেন; [২২] যেতে যেতে তাঁরা শিষ্যদের মন সুস্থির করতেন, এবং তাদের আশ্বাস দিতেন, তারা যেন বিশ্বাসে স্থিতমূল থাকে; তাঁরা বলতেন, 'ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের বহু ক্লেশ পেরিয়ে যেতে হবে।' [২৩] তাঁরা তাদের জন্য প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত করলেন, এবং উপবাস ও প্রার্থনা করে সেই প্রভুরই হাতে তাদের সঁপে দিলেন যাঁর প্রতি তারা বিশ্বাস রেখেছিল। [২৪] পরে পিসিদিয়া পেরিয়ে তাঁরা পাম্ফিলিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। [২৫] তাঁরা পের্গায় বাণী প্রচার করে আত্তালিয়ায় গেলেন; [২৬] এবং সেখান থেকে জাহাজে করে সেই আন্তিওখিয়ারই দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে তাঁরা, এই যে কাজ পূর্ণ করে এসেছিলেন, তা করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন।
[২৭] একবার এসে উপস্থিত হয়ে তাঁরা জনমণ্ডলীকে সমবেত করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে কত কাজ সাধন করেছিলেন ও তিনি যে বিজাতীয়দের জন্য বিশ্বাসের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন। [২৮] সেখানে তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিন কাটালেন।

প্রত্যাবর্তনের পথে নব-শিষ্যদের মন উৎসাহিত করার জন্য ও তাদের সঠিক মত সংগঠন করার জন্য বার্নাবাস ও পল আবার লিস্ত্রা, ইকোনিয়ম ও পিসিদিয়ার অন্তর্গত আন্তিওখিয়ায় থেমে যান। অবশেষে সিরিয়ার আন্তিওখিয়ায় ফিরে এসে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে মণ্ডলীর সকলকে উদ্দীপিত করেন। এইভাবে প্রথম বাণীপ্রচার-যাত্রার সমাপ্তি।

প্রথম বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

এই প্রথম যাত্রার জন্য প্রায় চার বছর লাগল। এই যাত্রা থেকে বিশেষভাবে পলের অস্বাভাবিক মনোবল, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং যে কোন কাজ সমাধানে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত। ইহুদী বিজাতীয় উভয়েরই কাছে যিশুর কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তবুও দিয়াস্পরার ইহুদী কর্তৃপক্ষ, যেমন যেরুশালেমে ঘটেছিল, তেমনই এখনও যিশুর সুসমাচার স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয়। এজন্য পলের মন বিজাতীয়দের দিকে ছুটে চলে। ফলে ইহুদী পটভূমি ও ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে মণ্ডলী সার্বজনীন হয়ে ওঠে।

সার্বজনীন ক্রমোন্নতির ব্যাপারে পলের লেখায় (তাঁর পত্রাবলি বা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত না হলেও তবুও লুক সেই সম্বন্ধে অবশ্যই জ্ঞাত ছিলেন) ও কাজে প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা বাঞ্ছনীয়: বিধিবিধান—যার প্রতীকস্বরূপ হল ইহুদী প্রতিষ্ঠান ও যে কোন মানবিক আত্মসমর্থনবাদ—মানুষকে ত্রাণ করতে অক্ষম, যিশুতে বিশ্বাসই মানুষকে ত্রাণ করে; শারীরিক পরিচ্ছেদন (অর্থাৎ ধর্মের বাহ্যিক নিয়মগুলো পালন) নিষ্ফল, অন্তরের পরিচ্ছেদনই (অর্থাৎ মনপরিবর্তন) জীবনদায়ক। যেরুশালেমে ধর্মসভা (১৫:৮) ঠিক এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হবে।

দ্বিতীয় বিভাগ

নানা স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে একাত্মতা বজায় রাখার সমস্যা

(১৫ অধ্যায়)

খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম ধর্মসভা (১৫:১-৫)

১৫ একসময় যুদেয়া থেকে কয়েকজন লোক এসে ভাইদের এই শিক্ষা দিতে লাগল যে, 'তোমরা যদি মোশির পরম্পরাগত প্রথা অনুসারে পরিচ্ছেদিত না হও, তবে পরিত্রাণ পেতে পারবে না।' [২] এতে মতভেদ সৃষ্টি হল, এবং পল ও বার্নাবাস তাদের সঙ্গে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক করলে পর এ স্থির করা হল যে, সেই সমস্যার মীমাংসার জন্য পল, বার্নাবাস আর তাঁদের আরও কয়েকজন যেরুশালেমে প্রেরিতদূতদের ও প্রবীণবর্গের কাছে যাবেন। [৩] জনমণ্ডলী খানিকটা পথ তাঁদের এগিয়ে দিয়ে এল, আর তাঁরা ফৈনিকিয়া ও সামারিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে সকলের কাছে বর্ণনা করছিলেন কেমন করে বিজাতীয়রা বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল; এতে সমস্ত ভাইদের মধ্যে বড়ই আনন্দ জাগিয়ে তুললেন। [৪] তাঁরা যেরুশালেমে এসে পৌঁছলে জনমণ্ডলী, প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন; এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে সকল কাজ সাধন করেছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন।
[৫] কিন্তু ফরিশী সম্প্রদায়ের কয়েকজন—তাঁরা এর মধ্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন—তখন প্রতিবাদ করে একথা বললেন যে, সেই লোকদের পক্ষে পরিচ্ছেদিত হওয়া আবশ্যক, মোশির বিধান পালন করতে তাদের আদেশ দেওয়াও আবশ্যক।

খ্রিষ্টমণ্ডলী বিস্তার লাভ করছে। ইহুদী-খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সঙ্গে অনেক খ্রিষ্টধর্মান্তরিত বিজাতীয়ও যোগ দিয়েছে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বজায় রাখা খুব কঠিন। ইহুদী খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ইহুদী ধর্মীয়-সামাজিক প্রথাগুলো (যেমন পরিচ্ছেদন নেওয়া, বিজাতীয়দের কাছ থেকে আলাদা স্থানে খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি) এখনও মেনে চলে;

উপরন্তু চায়, খ্রিষ্টবিশ্বাসী হতে গেলে বিজাতীয়রা যাবতীয় ইহুদী ধর্মীয়-সামাজিক প্রথা অনুসরণ করবে। স্পষ্টই দেখা যায় সেই ইহুদী খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এখনও মোশির বিধিবিধান পালন পরিত্রাণদায়ী বলে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ এখনও বোঝেনি যে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর শুধু ঈশ্বরের অসীম দয়া গুণেই মানুষ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

এ সমস্যার প্রতি লুক যথেষ্ট সহানুভূতিশীল যেহেতু তিনি নিজেই বিজাতীয়দের একজন, এবং পলের বন্ধু; তবুও তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত কারণ তাঁর বিবেচনায় মণ্ডলীর মধ্যে একাত্মতাই হল পবিত্র আত্মার সবচেয়ে প্রকৃত ফল এবং ফলপ্রসূ বাণীপ্রচারের লক্ষ্যে অত্যাবশ্যক শর্ত। মণ্ডলীর একাত্মতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দেখা গেল কি করে লুক পিতর ও পলের মধ্যকার অসম বস্তুর উল্লেখ না করে শুধু তাঁদের সাদৃশ্যই স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন। তবু সমস্যা তো আছেই; এমনকি দু'টো বিষয় দ্বারা তা তীব্রতর হয়ে যায়: প্রথমত বিজাতীয়দের মধ্যে বাণীপ্রচারকাজ বিস্তারের ফলে বিজাতীয়দের সংখ্যা (এবং সমস্যা) বাড়ে। দ্বিতীয়ত যেরুশালেমে যাকোবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল এক দল গঠিত হয়; এরা ইহুদী ধর্মীয়-সামাজিক প্রথাগুলো অবশ্যপালনীয় বলে মনে করে। এমন কঠিন অবস্থা গুরুতর হয়ে যায় যখন যেরুশালেমের কয়েকজন লোক আন্তিওখিয়ায় এসে এলোমেলো কথা দিয়ে তর্কবিতর্ক করে এখানকার লোকদের মন অস্থির করে তোলে। যিশুর সুসমাচারের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পল ও বার্নাবাসের জোড়া আর নেই। তথাপি অবশেষে আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে বিশ্বাস ও সুবুদ্ধি জয়ী হয়: এ মণ্ডলীর পক্ষ থেকে পল ও বার্নাবাস যেরুশালেমে গিয়ে প্রেরিতদূতদের সঙ্গে এ সমস্যাগুলোর সমাধান অনুসন্ধান করবেন।

পিতরের অভিমত (১৫:৬-১২)

১৫ [৬] বিষয়টা বিচার-বিবেচনা করার জন্য প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ সমবেত হলেন। [৭] দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'ভাইয়েরা, তোমরা জান, অনেক দিন আগেই ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে এমনটি বেছে নিয়েছিলেন যেন বিজাতীয়রা আমার মুখ থেকে শুভসংবাদের বাণী

শুনে বিশ্বাসী হয়। [৮] অন্তর্যামী ঈশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও
কাছে পবিত্র আত্মাকে দান ক'রে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন; [৯] তাদের ও
আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি, বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ
করেছেন। [১০] তাই, যে জোয়ালের ভার আমাদের পিতৃপুরুষেরা আর আমরাও
বহন করতে সক্ষম হইনি, শিষ্যদের ঘাড়ে সেই জোয়াল চাপিয়ে তোমরা এখন
কেনই বা ঈশ্বরকে যাচাই করছ? [১১] বরং আমরা বিশ্বাস করি, ওরা যেমন,
আমরাও তেমনি প্রভু যিশুর অনুগ্রহ গুণেই পরিত্রাণ পাব!'
[১২] গোটা জনসমাবেশ নীরব হয়ে পড়ল, আর বার্নাবাস ও পলের মধ্য দিয়ে
ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্যে কি কি চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছেন, তাঁদের
কাছ থেকে তার বর্ণনা শুনল।

ধর্মসভা শুরু হয়। আন্তিওখিয়ার পক্ষ থেকে পল ও বার্নাবাস, যেরুশালেমের পক্ষ থেকে যাকোব, সভাপতি স্বয়ং পিতর। পিতর কর্নেলিউসের বাড়িতে পবিত্র আত্মা কী ঘটিয়েছিলেন তা স্মরণ করে ঠিক রায় দেন। এর পরে পল ও বার্নাবাস নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন।

যাকোবের মীমাংসা (১৫:১৩-৩৫)

১৫ [১৩] তাঁদের কথা শেষ হলে যাকোব এই বলে কথা বলতে লাগলেন,
[১৪] 'ভাইয়েরা, আমার কথা শোন। শিমোন এইমাত্র জানিয়েছেন, কীভাবে
ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আপন নামের জন্য এক জাতিকে নেবেন বলে
আগে থেকে স্থির করেছিলেন। [১৫] একথার সঙ্গে নবীদের বাণী মেলে, যেহেতু
লেখা আছে:

[১৬] *এরপরে আমি ফিরে আসব,*
দাউদের পড়ে থাকা তাঁবুটা পুনর্নির্মাণ করব,
তার ভগ্নস্তূপ পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করব,
[১৭] *যেন বাকি মানুষেরা,*
এবং যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে,

তারা প্রভুর অন্বেষণ করে।
একথা প্রভুই বলছেন, যিনি [১৮] অনাদিকাল থেকে
এই সমস্ত কথা জানিয়ে আসছেন।

[১৯] সুতরাং আমার অভিমত এ, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা ঈশ্বরের দিকে ফেরে, তাদের আমরা বিরক্ত করব না, [২০] তাদের কাছে শুধু লিখে পাঠাব, যেন তারা প্রতিমা-জনিত কলুষ থেকে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার থেকে, এবং রক্ত-আহার থেকে বিরত থাকে।
[২১] কেননা প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিটি শহরে মোশির এমন লোক আছে যারা তাঁর কথা প্রচার করে; বাস্তবিকই প্রতিটি শাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহগুলিতে তাঁর পুস্তক পাঠ করা হয়।'
[২২] তখন প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ গোটা জনমণ্ডলীর সঙ্গে স্থির করলেন, নিজেদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে পল ও বার্নাবাসের সঙ্গে তাঁদের আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন: এঁরা হলেন সেই যুদা, যিনি বার্সাব্বাস নামে পরিচিত, এবং সিলাস—ভাইদের মধ্যে দু'জনেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।
[২৩] তাঁদের হাতে এই পত্র লিখে পাঠালেন: 'প্রেরিতদূতদের, প্রবীণবর্গের ও ভাইদের পক্ষ থেকে, আন্তিওখিয়া, সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অধিবাসী বিজাতীয় ভাইদের সমীপে: শুভেচ্ছা! [২৪] আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আমাদের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেয়েও এখানকার কয়েকজন লোক তোমাদের কাছে গিয়ে নানা দাবি রেখে তোমাদের প্রাণ অস্থির করে তোমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। [২৫] এজন্য আমরা একমত হয়ে স্থির করেছি যে,
[২৬] কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তোমাদের কাছে তাদের পাঠিয়ে দেব আমাদের সেই প্রিয় বার্নাবাস ও পলের সঙ্গে, যাঁরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামের জন্য নিজেদের প্রাণ নিবেদন করেছেন। [২৭] সুতরাং যুদা ও সিলাসকে প্রেরণ করলাম: এঁরা নিজেরাও তোমাদের কাছে এই একই কথা মুখে জানাবেন।
[২৮] পবিত্র আত্মা ও আমরা স্থির করেছি, যেন এই কয়েকটা অবশ্যপালনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দেওয়া হয়, যথা:
[২৯] তোমাদের উচিত, প্রতিমার প্রতি উৎসর্গ করা খাদ্য, রক্ত-আহার, গলা

টিপে মারা পশুর মাংসাহার ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা; এসব কিছু এড়িয়ে চললে তোমরা ঠিকই করবে। তোমাদের মঙ্গল হোক।'
[৩০] তাঁরা বিদায় নিয়ে আন্তিওখিয়ায় ফিরে এলেন, এবং মণ্ডলীর সকলকে সমবেত করে পত্রটা তাদের হাতে তুলে দিলেন। [৩১] তা পড়ে তারা পত্রটার আশ্বাসপূর্ণ কথায় আনন্দিত হল। [৩২] তখন যুদা ও সিলাস, নিজেরাই নবী হওয়ায়, অনেক কথার মধ্য দিয়ে ভাইদের আশ্বাস দিলেন ও সুস্থির করলেন। [৩৩] সেখানে কিছু দিন কাটাবার পর তাঁরা ভাইদের শান্তি-শুভেচ্ছা গ্রহণ করে বিদায় নিলেন, ও তাঁদের কাছে ফিরে গেলেন, যাঁরা তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন। [[৩৪] কিন্তু সিলাস সেখানে থাকবেন বলে মনস্থ করলেন।] [৩৫] কিন্তু পল ও বার্নাবাস আন্তিওখিয়ায় থেকে গেলেন, এবং আরও অনেকের সঙ্গে শুভসংবাদ, অর্থাৎ প্রভুর বাণীর প্রসঙ্গে শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে লাগলেন।

শান্তি রক্ষা করার জন্য যাকোবের আপোষ মীমাংসা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

লুকের ধর্মতাত্ত্বিক ধারণায় যেরুশালেমে অনুষ্ঠিত সেই ধর্মসভা নিঃসন্দেহে মুখ্য একটি বিষয়: সর্বকালীন মণ্ডলীর পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমনকি সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হল তার সর্বাঙ্গীণ একাত্মতা সৃষ্টি ও রক্ষা করা। এই একাত্মতা খ্রিষ্টভক্তদের বিবিধ অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিরোধী নয়, তবু সকল বিশ্বাসীদের প্রচেষ্টার ফলে সর্বদা গভীরতর হয়ে উঠবার কথা। এ প্রসঙ্গে যেরুশালেমের ধর্মসভার দৃষ্টান্তটি উদ্দীপনামূলক: নানা রকম অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আদিমণ্ডলী নিজ একাত্মতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হওয়াতে নিজ ভূমিকার সার্বজনীনতাও অনুভব করতে পেরেছে।

প্রায় সর্ববাদীসম্মত যে লুকের রচনাবলির মধ্যে কার্যবিবরণীর এ ১৫ অধ্যায়কে প্রাধান্য দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বাস্তবিকই লুকের মণ্ডলী-সম্পর্কীয় ধারণা এই অধ্যায়েই কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

যেরুশালেমের ধর্মসভা বিষয়ে অন্যান্য দিক আছে যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এখানে শুধু ধর্মসভা অনুষ্ঠানের তারিখ এবং তথাকথিত ‘প্রৈরিতিক নির্দেশনামা’ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটা মন্তব্য রাখা হবে।

ধর্মসভা অনুষ্ঠানের তারিখ : এ বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু, যেহেতু রাজা আগ্রিপ্পার মৃত্যু (২২:২৮) ৪৪ সালে ঘটে এবং পল ধর্মসভার কিছু সময়ের পর করিন্থে যান (১৫:৩৬) এবং এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে যে তিনি সেখানে ৫০ সাল থেকে ৫১ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন, সেজন্য এ সিদ্ধান্ত অনুমেয় যে, যেরুশালেমের ধর্মসভা ৪৮ কিংবা ৪৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রৈরিতিক নির্দেশনামা : প্রেরিত ১৫:২০-২১-এ উল্লিখিত যে নির্দেশগুলো, সেগুলো ‘প্রৈরিতিক নির্দেশনামা’ বলে পরিচিত। এই প্রৈরিতিক নির্দেশনামা অনুসারে বিজাতি বা বিধর্ম থেকে আগত খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা চারটে নিষেধাজ্ঞা পালন করবে :

১। তারা যেন অলীক দেবতাকে উৎসর্গীকৃত বলির মাংস থেকে,

২। লাম্পট্য থেকে,

৩। শ্বাসরুদ্ধ ক’রে, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিয়মবিরোধী পদ্ধতি দ্বারা মারা পশুর মাংস থেকে

৪। এবং রক্তপান থেকে দূরে থাকে (হিব্রুদের কাছে রক্তই ছিল প্রাণের আশ্রয় এবং এই কারণে রক্ত অগ্রহণীয়)।

এ নিষেধাজ্ঞা চতুষ্টয় লেবীয় পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত একটা অংশ।

যে যে স্থানীয় মণ্ডলীতে ইহুদী এবং অ-ইহুদী বিশ্বাসীগণ একসঙ্গে বাস করত, সেখানে ইহুদী খ্রিষ্টভক্তরা যাতে নিজেদের অপবিত্র না মনে করে এই উদ্দেশ্যে প্রৈরিতিক নির্দেশনামা বিজাতীয় খ্রিষ্টভক্তদের জন্য দেওয়া হয়েছে।

প্রৈরিতিক নির্দেশনামার বাস্তবায়ন সহজ একটা কাজ হয়নি, বিশেষভাবে যে মণ্ডলীগুলো খ্রিষ্টের সুসমাচারের দেওয়া স্বাধীনতা আস্বাদন করেছিল, পুনরায়

নিয়মকানুনের অধীনস্থ হওয়া অবশ্যই তাদের কাছে কষ্টকর ও সমস্যাপূর্ণ হয়েছে। সম্ভবত ঠিক এ ধরনের সমস্যা নিয়ে পিতর ও পলের মধ্যকার বাদপ্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল (গা ২:১১ দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় বিভাগ

দ্বিতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রা (১৫:৩৬–১৮:২৮)

পল একজন সহকর্মীকে নিযুক্ত করেন (১৫:৩৬-৪১)

১৫ [৩৬] কয়েক দিন পর পল বার্নাবাসকে বললেন, 'চল, ফিরে যাই! যে সকল শহরে আমরা প্রভুর বাণী প্রচার করেছিলাম, সেখানকার ভাইদের দেখতে যাই, যেন দেখতে পারি তারা কেমন চলছে।' [৩৭] বার্নাবাস মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, [৩৮] কিন্তু পল মনে করছিলেন, যে ব্যক্তি পাম্ফিলিয়ায় তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেছিলেন ও তাঁদের কাজে অংশ নিতে অসম্মত হয়েছিলেন, এমন ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নেওয়া উচিত নয়।
[৩৯] মনের অমিল এমন হল যে, তাঁরা দু'জনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেন: একদিকে বার্নাবাস মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে সাইপ্রাসে গেলেন,
[৪০] অপরদিকে পল সিলাসকে বেছে নিলেন; এবং ভাইয়েরা তাঁকে প্রভুর অনুগ্রহের হাতে সঁপে দেওয়ার পর তিনি রওনা হলেন।
[৪১] সিরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে তিনি মণ্ডলীগুলিকে সুস্থির করতেন।

দ্বিতীয় যাত্রার প্রারম্ভিক সংকল্প হল, প্রথম যাত্রার সময়ে প্রতিষ্ঠিত নূতন মণ্ডলীগুলোর দেখাশুনা করা। মার্ককে সঙ্গে নেওয়ার বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডা করার ফলে বার্নাবাস এক দিকে যান এবং সিলাসের সঙ্গে পল অন্য দিকে যান।

ইউরোপের দিকে (১৬:১-৫)

১৬ তিনি দের্বা, এবং পরে লিস্ত্রায় গেলেন। আর দেখ, সেখানে তিমথি নামে একজন শিষ্য ছিলেন; তিনি বিশ্বাসী একজন ইহুদী মহিলার সন্তান, কিন্তু তাঁর পিতা গ্রীক। [২] লিস্ত্রা ও ইকোনিয়মের ভাইয়েরা তাঁর সুখ্যাতি করত। [৩] পল

চাইলেন, এঁকে যাত্রাসঙ্গী করে নিয়ে যাবেন; তাই সেই অঞ্চলের ইহুদীদের কথা ভেবে তিনি তাঁকে পরিচ্ছেদিত করালেন, কারণ সকলেই জানত যে তাঁর পিতা গ্রীক। [৪] শহরে শহরে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা সেখানকার ভাইদের কাছে প্রেরিতদূতদের ও যেরুশালেমের প্রবীণবর্গের নির্দেশগুলি জানিয়ে তাদের তা পালন করতে বলতেন। [৫] এভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল।

লিস্ত্রায় পল আনন্দের সঙ্গে পূর্বযাত্রার একটা ফল গ্রহণ করেন: তিমথিও সিলাসের সাথে পলের সহকর্মী হন। স্থানীয় ইহুদীদের আক্রোশ যেন বেড়ে না ওঠে পল তিমথির পরিচ্ছেদনের ব্যবস্থা করান।

ত্রোয়াসে পলের দর্শনলাভ (১৬:৬-১০)

১৬ [৬] তাঁরা ফ্রিগিয়া ও গালাতিয়া অঞ্চল পেরিয়ে গেলেন, কারণ পবিত্র আত্মা এশিয়ায় বাণী প্রচার করতে তাঁদের নিষেধ করেছিলেন; [৭] মিসিয়ার সীমানায় পৌঁছে তাঁরা বিথিনিয়ায় যাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু যিশুর আত্মা তাঁদের যেতে দিলেন না। [৮] তাই মিসিয়া পেরিয়ে তাঁরা ত্রোয়াসে চলে গেলেন। [৯] রাতে পল একটা দর্শন পেলেন: একজন মাকিদনীয় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করে বলছে, 'মাকিদনিয়াতে এসে আমাদের সাহায্য কর!' [১০] তিনি সেই দর্শন পেলে আমরা বিলম্ব না করে মাকিদনিয়াতে যেতে চেষ্টা করলাম, কারণ বুঝেছিলাম, স্বয়ং ঈশ্বর সেখানকার লোকদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে আমাদের আহ্বান করেছিলেন।

শারীরিক অসুস্থতার দরুন পল গালাতিয়া প্রদেশে বেশ কয়েক দিন থাকতে বাধ্য হন। এর মধ্যে তিনি যিশুর বিষয়ে গালাতীয়দের শিক্ষা দেন (গা ৪:১৩-২৪)। দু'বার করে এশিয়ার দিকে (বর্তমান তুরস্ক দেশের পশ্চিম অঞ্চল) যেতে চেষ্টা করেন,

অবশেষে দিব্য দর্শন পেয়ে ইউরোপের দিকে যাত্রা করেন। উল্লেখযোগ্য, পল কত গভীরভাবে পবিত্র আত্মার পরিচালনা অনুভব করেন।

ফিলিপ্পিতে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা (১৬:১১-৪০)

১৬ [১১] ত্রোয়াস থেকে আমরা সরাসরি জলপথে সামোথ্রকিয়ার দিকে গেলাম, পরদিন নেয়াপলিসের দিকে, [১২] আর সেখান থেকে ফিলিপ্পির দিকে; শহরটা রোমীয় একটা উপনিবেশ ও মাকিদনিয়ার সেই জেলার প্রধান শহর। সেই শহরে আমরা কয়েকদিন থাকলাম। [১৩] শাব্বাৎ দিনে নগরদ্বারের বাইরে নদীকূলে গেলাম; মনে করছিলাম, সেখানে প্রার্থনা-স্থান আছে। আমরা আসন নিয়ে সমবেত নারীদের কাছে উপদেশ দিতে লাগলাম। [১৪] তাদের মধ্যে লিদিয়া নামে একজন ঈশ্বরভক্তা নারী ছিলেন; তিনি থিয়াতিরার একজন দামী বেগুনি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন, আর প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন, তাই তিনি পলের কথা গ্রহণ করলেন। [১৫] তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে পর তিনি এই অনুরোধ রাখলেন, 'আপনারা যদি মনে করেন আমি প্রভুর প্রকৃত বিশ্বাসী, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।' আর তিনি আমাদের কোন আপত্তি শুনতে চাইলেন না।

[১৬] একদিন আমরা প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের সামনে একটি তরুণী দাসী এগিয়ে এল; তার উপর দৈবজ্ঞ এক আত্মা ভর করে ছিল। সে লোকদের ভাগ্য গণনা করে তার মনিবদের বহু টাকা লাভ করাত। [১৭] সে পলের ও আমাদের পিছনে চলতে চলতে চিৎকার করে বলছিল, 'এঁরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, এঁরা তোমাদের পরিত্রাণের পথ জানাচ্ছেন।' [১৮] আর সে অনেক দিন ধরে এভাবে করতে থাকল। কিন্তু পল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সেই আত্মাকে বললেন, 'যিশু খ্রিষ্টের নামে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও।' আর সেই ক্ষণেই সে বেরিয়ে গেল। [১৯] তার মনিবেরা যখন দেখল, তাদের অর্থলাভের আশাও বেরিয়ে গেল, তখন পলকে ও সিলাসকে ধরে শহরের সভাকেন্দ্রে সমাজনেতাদের সামনে টেনে নিয়ে গেল; [২০] এবং বিচারকদের কাছে তাঁদের নিয়ে এসে বলল, 'এরা আমাদের শহরে যথেষ্ট

অশান্তি ছড়াচ্ছে; এরা ইহুদী, [২১] এবং রোমীয় হয়ে আমাদের যে ধরনের রীতিনীতি গ্রহণ বা পালন করা উচিত নয়, এরা তা-ই প্রচার করছে।' [২২] জনতাও তাঁদের বিরুদ্ধে উঠল, এবং বিচারকেরা তাঁদের পোশাক খুলে দিয়ে তাঁদের বেত মারতে আদেশ দিলেন, [২৩] এবং প্রচুর প্রহারের পর তাঁদের কারাগারে ফেলে দিলেন; কারারক্ষীকে তাঁদের কড়া পাহারা দিতে আদেশ দিলেন। [২৪] তেমন আদেশ পেয়ে সে তাঁদের ভিতরের কারাকক্ষে নিয়ে গেল, এবং কাঠের বেড়ির মধ্যে তাঁদের পা আটকে রাখল।

[২৫] মাঝরাতে পল ও সিলাস প্রার্থনা করতে করতে ঈশ্বরের স্তুতিগান করছিলেন, এবং বন্দিরা তাঁদের গান কান পেতে শুনছিল। [২৬] হঠাৎ এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল যে, কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল; তখনই সমস্ত দরজা খুলে গেল, ও সকলের শেকল খসে পড়ল। [২৭] ঘুম থেকে জেগে উঠে, ও কারাগারের সমস্ত দরজা খোলা দেখে কারারক্ষী খড়্গ খুলে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল; সে মনে করছিল, বন্দিরা পালিয়ে গেছে। [২৮] কিন্তু পল জোর গলায় ডেকে বললেন, 'নিজের ক্ষতি করো না! আমরা সকলে এখানে আছি।' [২৯] তখন সে আলো আনিয়ে ভিতরে দৌড়ে গেল ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে পল ও সিলাসের সামনে লুটিয়ে পড়ল; [৩০] এবং তাঁদের বাইরে এনে বলল, 'মহাশয়, পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' [৩১] তাঁরা বললেন, 'তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে প্রভু যিশুতে বিশ্বাস কর, তবেই পরিত্রাণ পাবে।' [৩২] পরে তাঁরা তার কাছে ও তার বাড়িতে উপস্থিত সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করলেন। [৩৩] রাতের সেই ক্ষণেই সে তাঁদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের সমস্ত ক্ষত ধুয়ে দিল, এবং সে নিজে ও তার সকল লোক দেরি না করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। [৩৪] তারপর সে তাঁদের দু'জনকে উপরে নিজের বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পেরেছেন বিধায় সে ও বাড়ির সকলে খুবই আনন্দ ভোগ করল।

[৩৫] সকাল হলে বিচারকেরা বেত্রধরদের দ্বারা বলে পাঠালেন, 'ওই লোকদের মুক্ত করে দাও।' [৩৬] কারারক্ষী পলকে খবর দিল যে, 'বিচারকেরা বলে পাঠিয়েছেন, যেন আপনাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়; তাই আপনারা এখন শান্তিতে বিদায় নিতে পারেন।' [৩৭] কিন্তু পল বললেন, 'আমরা রোমীয় নাগরিক হলেও তাঁরা বিচার না করে সকলের সামনে আমাদের বেত

মারিয়েছেন, কারাগারেও নিক্ষেপ করেছেন! আর এখন কি গোপনেই আমাদের বের করে দিচ্ছেন? তা হবে না; তাঁরা নিজেরা এসে আমাদের বাইরে নিয়ে যান।' [৩৮] বেত্রধরেরা বিচারকদের কাছে গিয়ে কথাটা জানাল। তাঁরা যে রোমীয় নাগরিক, একথা শুনে বিচারকেরা ভয়ে অভিভূত হলেন; [৩৯] এবং এসে তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইলেন; তারপর তাঁদের বাইরে নিয়ে গিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাবার জন্য তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখলেন। [৪০] তাঁরা কারাগার থেকে বেরিয়ে লিদিয়ার বাড়িতে গেলেন; সেখানে ভাইদের সঙ্গে দেখা করে ও তাঁদের আশ্বাস দেওয়ার পর রওনা হলেন।

এখানে (১৬:১০) 'আমরা' শব্দটা এই প্রথমবার কার্যবিবরণীতে ব্যবহৃত হয়। এতে বোঝায় যে পুস্তকের লেখক লুকও পলের সঙ্গে আছেন। পরবর্তীকালেও মাঝে মাঝে লুক পলের সঙ্গী হবেন (২০:৫-১৫; ২১:১-১৮ এবং ২৭:১–২৮:১৬)।

নেয়াপলিস (বর্তমান নাম কাবালা) থেকে পনেরো কিলোমিটার নিকটবর্তী ফিলিপ্পি ব্রুতুস ও কাস্সিউসের উপর আন্তন ও অক্টাভিয়ানুসের জয়লাভের জন্য (খ্রিঃপূঃ ৪২) নামকরা শহর ছিল।

এখানকার মণ্ডলী কত মজবুত ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছিল ফিলিপ্পীয়দের প্রতি পলের পত্র থেকে বুঝা যায়; কাজেই অনুমান করে বলা যেতে পারে যে, পল এ স্থানে অনেক দিনব্যাপী বাস করেন। এখানেও পল একই প্রচার-প্রণালী অনুযায়ী সর্বপ্রথমে ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন, কিন্তু তারপর তাঁকে কুসংস্কারের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থলাভের আশা বৃথা হয়ে গেছে দেখে দাসীর স্বার্থমগ্ন মনিবেরা পলকে কারারুদ্ধ করায়। পিতরের মত (৪:৫-২২) পলও অলৌকিকভাবে কারামুক্তি পান।

ফিলিপ্পির খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পলকে খুব ভালবাসত এবং ভবিষ্যতেও তাঁর সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবে (ফিলি ৪:১০)। ফিলিপ্পিতে পলের থাকার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর যিশুর কারণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউস-ও ফিলিপ্পীয়দের স্নেহ, সহানুভূতি ও সেবা-যত্নের ফল লাভ করেন, যার জন্য স্মির্নার বিশপ সাধু পলিকার্প তাদের কাছে একথা লেখেন, 'আমি আনন্দিত, কারণ আদি থেকে তোমাদের কাছে প্রচারিত যে বিশ্বাস, সেই দৃঢ়স্থাপিত বিশ্বাস এখনও স্থিতমূল ও আমাদের প্রভু সেই যিশু

খ্রিষ্টের উদ্দেশেই এখনও ফল উৎপাদন করে থাকে’ (ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র ১:২, যা প্রেরিতিক পিতৃগণ পুস্তকে অন্তর্ভোক্ত)।

থেসালোনিকিতে পলের প্রচার (১৭:১-৯)

১৭ আম্ফিপলিস ও আপল্লোনিয়ার পথ ধরে তাঁরা থেসালোনিকিতে এসে পৌঁছলেন। সেখানে ইহুদীদের একটা সমাজগৃহ ছিল। [২] অভ্যাসমত পল তাদের কাছে গেলেন, এবং তিনটে শাব্বাৎ দিন ধরে তাদের সঙ্গে শাস্ত্র ভিত্তিক আলোচনা করলেন; [৩] তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, খ্রিষ্টের পক্ষে যন্ত্রণাভোগ করা ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করা অবধারিতই ছিল; তিনি বলছিলেন: ‘যে যিশুকে আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি, তিনিই সেই খ্রিষ্ট।’ [৪] তাদের কয়েকজন তাঁর কথা মেনে নিল এবং পল ও সিলাসের সঙ্গে যোগ দিল; তেমনিভাবে ভক্তপ্রাণ গ্রীকদের মধ্যে বহু লোক ও সেখানকার গণ্যমান্য বেশ কয়েকজন মহিলাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। [৫] কিন্তু ইহুদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে বাজারের কয়েকটা দুষ্ট লোককে সঙ্গে নিয়ে এসে একটা ভিড় জমিয়ে শহরে একটা গোলমাল বাধিয়ে দিল। যাসোনের বাড়ির সামনে গিয়ে তারা গণসভায় দাঁড় করাবার জন্য তাঁদের খোঁজ করছিল। [৬] কিন্তু তাঁদের খুঁজে না পাওয়ায় তারা যাসোন ও কয়েকজন ভাইকে নগর-প্রশাসকদের সামনে টেনে নিয়ে গেল, ও চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘এই যে লোকেরা জগৎসংসার উলট-পালট করে দিচ্ছে, এরা এবার এখানেও এসে উপস্থিত হল! [৭] যাসোন এদের নিজের ঘরে উঠিয়েছে। এরা সকলে কায়েসারের রাজাজ্ঞা অমান্য করে, কেননা বলে: যিশু নামে আর একজন রাজা আছেন।’ [৮] এই সমস্ত কথা শুনে লোকের ভিড় ও নগর-প্রশাসকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। [৯] তখন তাঁরা যাসোনের ও বাকি সকলের কাছ থেকে জামিন নিলেন; তারপর তাঁদের ছেড়ে দিলেন।

ফিলিপ্পি থেকে এক’শ নব্বই কিলোমিটার দূরস্থ থেসালোনিকি মাকিদনিয়া প্রদেশের প্রধান শহর। এখানে পল নূতন এক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার জন্য কমপক্ষে তিন সপ্তাহ থাকেন।

পরবর্তীকালে এ মণ্ডলী আদর্শ-মণ্ডলী হয়ে উঠবে (দ্রঃ ২ করি ৮:১) এবং খুব গরিব হয়েও আনন্দ ও দানশীলতার সহিত যেরুশালেম মণ্ডলীর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করবে।

বেরেয়ায় পলের কাজ (১৭:১০-১৫)

১৭ [১০] কিন্তু ভাইয়েরা দেরি না করে পল ও সিলাসকে রাতের বেলায় বেরেয়ায় পাঠিয়ে দিল। সেখানে এসে পৌঁছেই তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে গেলেন। [১১] থেসালোনিকির ইহুদীদের চেয়ে এরা উদারমনা ছিল, এবং গভীর আগ্রহ দেখিয়ে বাণী গ্রহণ করল; সেই সমস্ত কথা ঠিক তা-ই কিনা, তা জানবার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে লাগল। [১২] তাদের অনেকে, এবং গ্রীকদেরও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাসী হলেন। [১৩] কিন্তু থেসালোনিকির ইহুদীরা যখন জানতে পারল যে বেরেয়াতেও পল দ্বারা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা হচ্ছে, তখন সেখানেও এসে জনগণকে অস্থির ও উত্তেজিত করতে লাগল। [১৪] তাই ভাইয়েরা দেরি না করে পলকে সমুদ্রের দিকের পথে পাঠিয়ে দিল; তবু সিলাস ও তিমথি সেখানে রইলেন। [১৫] যারা পলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল, তারা তাঁকে এথেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দিল, এবং সিলাস ও তিমথি যেন যত শীঘ্রই তাঁর কাছে চলে আসেন, পলের এই নির্দেশ নিয়ে তারা আবার বেরেয়ায় ফিরে গেল।

থেসালোনিকি থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দক্ষিণে অলিম্প পর্বতের পাদদেশে বেরেয়া শহর আছে (বর্তমান নাম ভেরিয়া)। তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য এবং অলিম্প পর্বত গ্রীক পূরাণের দেবতাদের বাসস্থান হওয়াতে গ্রীসদেশীরা তাকে 'গ্রীসদেশের এদেন বাগান' বলত। থেসালোনিকির ইহুদীরা তাঁকে অত্যাচার করতে যদি না আসত পল এখানে শান্তিতে কাজ করতে পারতেন।

গুরুত্বপূর্ণ স্থান সেই এথেন্স (১৭:১৬-২১)

১৭ [১৬] এথেন্সে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সেই শহরকে প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখে পলের অন্তরে তাঁর আত্মা বিষিয়ে উঠছিল। [১৭] তিনি সমাজগৃহে ইহুদীদের সঙ্গে ও ঈশ্বরভক্ত মানুষদের সঙ্গে, এমনকি প্রতিদিন শহরের সভাকেন্দ্রে যাদের দেখা পেতেন, তাদেরও সঙ্গে ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করতে লাগলেন। [১৮] এমনকি, এপিকুরীয় ও স্তোইকীয় কয়েকজন দার্শনিকও তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলছিল, 'এই তোতাপাখি কি বকছে?' আবার কেউ কেউ বলছিল, 'মনে হচ্ছে, লোকটা ভিনদেশী কোন না কোন দেবতার প্রচারক।' কেননা তিনি যিশু ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত শুভসংবাদ প্রচার করছিলেন। [১৯] তাঁকে হাত ধরে তারা আরেওপাগসে নিয়ে গেল, ও সেখানে গিয়ে তাঁকে বলল, 'আমরা কি জানতে পারি, এই যে নতুন ধর্মতত্ত্ব আপনি প্রচার করছেন, তা কী? [২০] কারণ আপনি আমাদের যথেষ্ট অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন, তাই আমাদের জানবার ইচ্ছা আছে, এসব কিছুর অর্থ কী।' [২১] বাস্তবিকই এমনটি মনে হয় যে, এথেন্সের সকল লোক ও সেখানে যে সকল বিদেশীরা বাস করে, তারা সকলে নতুন কোন বিষয়ে কথা বলা বা শোনা ছাড়া অন্য কিছুতেই সময় ব্যয় করতে পারে না।

কথিত আছে সমগ্র গ্রীসদেশব্যাপী যত দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া যায় না কেন এর চেয়ে বেশি মূর্তি এথেন্সে অনায়াসে দেখা যায়। ঠিক এ প্রসঙ্গে ল্যাতিন খ্যাতনামা কবি পেত্রনিউস লিখেছিলেন, 'এথেন্সে একটা প্রাণীর চেয়ে দেবতার একটা মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সহজ।'

যাই হোক, এ মহানগরী তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই আসল খ্যাতি লাভ করেছিল। ইতালী, প্রাচ্য ও নিকটবর্তী এশিয়া প্রদেশের যুবকেরা উচ্চশিক্ষালাভের নিমিত্ত এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হত। অধিকন্তু 'প্লাটোর বিশেষ বিদ্যালয়', 'আরিষ্টটেল উদ্যান', 'স্তোয়া দার্শনিকদের বারান্দা' (স্তোয়া শব্দার্থই বারান্দা) ইত্যাদি নামকরা শিক্ষাকেন্দ্রে দর্শন, কাব্য, ব্যকরণ ইত্যাদি বিদ্যা অর্জন করা যেত।

এসময় দর্শনবিদ্যার প্রচলিত প্রধান মতবাদ দু'টো ছিল এপিকুরোসের নিবৃত্তিমার্গ ও স্তোয়ার ঐক্যবাদ। এপিকুরোসপন্থীরা আনন্দকে পরম উদ্দেশ্য বলে মনে করত: মানুষ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ত্যাগ করে ও কঠোর সাধনায় নিরত থেকে নিবৃত্তি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয়। এ নিবৃত্তিতেই (অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি কর্মে প্রবৃত্ত না হওয়া এবং পার্থিব উদ্বেগ থেকে নির্ভাবনা হওয়া) পরম আনন্দ। স্তোয়া মতবাদে মানুষের পরম উদ্দেশ্য হল প্রকৃতি ও লোগোস-এর সঙ্গে ঐক্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। লোগোস-ই (গ্রীক শব্দের অর্থ, একাধারে, 'যুক্তি' ও 'বাণী') সৃষ্টজগৎ ও নীতিকতার নিয়ন্তা, বিশ্বের একমাত্র আত্মা, 'তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত' (১৭:২৮)। তেমন একমাত্র আত্মার সঙ্গে ঐক্যলাভের ফল হল নিবৃত্তি (এ মতবাদ অনুসারে নিবৃত্তি বলতে আবেগহীনভাবে দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা বোঝায়)।

পলের উপদেশ (১৭:২২-৩৪)

১৭ [২২] তখন পল আরেওপাগসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এথেন্সের
মানুষেরা, আমি দেখতে পাচ্ছি, সব দিক দিয়ে আপনারা বড়ই দেবতাভক্ত;
[২৩] কেননা শহরে ঘুরতে ঘুরতে ও আপনাদের পুণ্যনির্মিতি লক্ষ করতে
করতে আমি একটা বেদি দেখতে পেলাম যার উপরে লেখা আছে, "অজ্ঞাত
দেবের উদ্দেশে।" সুতরাং আপনারা যাঁকে না জেনে ভক্তি করেন, তাঁরই কথা
আমি আপনাদের কাছে প্রচার করি। [২৪] ঈশ্বর, *যিনি নির্মাণ করেছেন জগৎ ও*
তার মধ্যে যা কিছু আছে [[সাম ১৪৬:৬]], তিনিই স্বর্গমর্তের প্রভু, ফলে মানুষের
হাতে গড়া মন্দিরে তিনি বাস করেন না। [২৫] আরও, তিনি এমন কোন কিছুর
অভাবে ভুগছেন না যে, মানুষের হাতের সেবার উপরেই তাঁকে নির্ভর করতে
হবে, কেননা তিনিই সকলকে জীবন ও প্রাণবায়ু ও সমস্ত কিছুই দান করে
থাকেন। [২৬] তিনি একটি মানুষ থেকে সমগ্র মানবজাতির উদ্ভব ঘটালেন,
যেন তারা সারা পৃথিবী জুড়ে বাস করে; আর শুধু তা নয়, তাদের অস্তিত্বকাল ও
বসবাসের সীমাও স্থির করেছেন। [২৭] তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ: মানুষ ঈশ্বরের
অন্বেষণ করবে, যেন তারা, কেমন যেন হাতড়ে হাতড়েই তাঁর দিকে এগিয়ে

গিয়ে কোনমতে তাঁর সন্ধান পায়; বাস্তবিকই তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নন; [২৮] কারণ তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত, ঠিক যেমনটি আপনাদের নিজেদের কয়েকজন কবিও বলেছেন,

"আমরা তাঁরই বংশ"।

[২৯] সুতরাং, আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন আমাদের পক্ষে ঈশ্বরত্বকে মানুষের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে গড়া সোনা, রুপো বা পাথরের মূর্তির মত বিবেচনা করা উচিত নয়। [৩০] সেই অজ্ঞতার কালের দিকে আর লক্ষ না করে ঈশ্বর এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। [৩১] কেননা তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে নিজের নিযুক্ত একটি মানুষ দ্বারা জগতের ন্যায়বিচার করবেন। এবিষয়ে সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়ে তিনি সেই মানুষকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।'
[৩২] মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ কেউ হাসাহাসি করতে লাগল; অন্য কেউ বলল, 'আচ্ছা, আপনার কাছে এবিষয় আর একদিন শুনব।' [৩৩] এভাবে পল সেই বৈঠক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। [৩৪] কিন্তু তবু কোন কোন মানুষ তাঁর সঙ্গে যোগ দিল ও বিশ্বাসী হল; এদের মধ্যে ছিলেন নগরপরিষদের সদস্য দিওনিসিওস ও দামারিস নামে একজন মহিলা, এবং এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন।

পল তার্সসের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েছিলেন বলে এ সমস্ত মতবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞাত নন। পলের চেয়ে গ্রীক দর্শন বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত লুক আরও বেশি জানেন। এথেন্সে পলের উপদেশ হল নূতন নিয়মে জগৎব্যাপী গ্রীক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী প্রচেষ্টা। বাস্তবিকই পলের এই উপদেশে শেখা যায় কিভাবে অন্য ধর্ম বা দর্শনের ধারণা-ধারার মধ্য দিয়ে যিশুর সুসমাচার ঘোষণা করা যায়। কার্যবিবরণীর অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে এ উপদেশ অন্যতম। এক্ষেত্রে এ কথাও বলা যেতে পরে যে, বর্তমানকালের বাণীপ্রচারের জন্য এ উপদেশই তার অগ্রগতি ও গভীরতার জন্য আদর্শস্বরূপ (এ প্রসঙ্গে 'লিস্ত্রা ও এথেন্সে পলের বাণীপ্রচারমূলক উপদেশ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। পলের কথার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কেউ কেউ যিশুকে গ্রহণ

করে, কেউ কেউ তাঁকে অস্বীকার করে। হয় তো অতিরিক্ত বিচারবুদ্ধির দরুন এথেন্স যিশুকে অস্বীকার করেছে (১ করি ১–৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কঠিন স্থান সেই করিন্থ (১৮:১-১৭)

১৮ এরপর পল এথেন্স ছেড়ে করিন্থে গেলেন। [২] সেখানে আকুইলা নামে একজন ইহুদীর দেখা পেলেন: ইনি জাতিতে পন্তীয়, অল্প দিন আগে নিজের স্ত্রী প্রিস্কিল্লাকে নিয়ে ইতালি থেকে এসেছিলেন, কারণ ক্লাউদিউসের রাজাজ্ঞা অনুসারে সমস্ত ইহুদীকে রোম ছেড়ে চলে যেতে হল। পল তাঁদের কাছে গেলেন; [৩] একই পেশার মানুষ হওয়ায় তিনি তাঁদের বাড়িতে উঠলেন ও তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। [কেননা তাঁদের পেশা ছিল তাঁবু-নির্মাণ]। [৪] প্রতিটি শাব্বাৎ দিনে তিনি সমাজগৃহে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, এবং ইহুদীদের ও গ্রীকদের মন জয় করতে চেষ্টা করতেন।

[৫] সিলাস ও তিমথি মাকিদনিয়া থেকে আসবার পর পল বাণীপ্রচারেই সমস্ত সময় দিতে লাগলেন, ইহুদীদের প্রমাণ দিচ্ছিলেন যে, যিশুই সেই খ্রিষ্ট। [৬] কিন্তু তারা প্রতিরোধ করছিল ও অপমানজনক কথা বলছিল বিধায় তিনি চাদর ঝেড়ে ফেলে তাদের বললেন, 'তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মাথায় পড়ুক, এতে আমি নির্দোষ! এখন থেকে আমি বিজাতীয়দের কাছে চললাম।' [৭] আর সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি তিতিউস যুস্তুস নামে একজন ঈশ্বরভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন; তার বাড়ি ছিল সমাজগৃহের পাশাপাশি। [৮] সমাজগৃহের অধ্যক্ষ ক্রিস্পস তাঁর বাড়ির সকলের সঙ্গে প্রভুতে বিশ্বাসী হলেন; এবং করিন্থীয়দের অনেকে পলকে শুনে বিশ্বাসী হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

[৯] একদিন, রাতের বেলায় প্রভু দর্শনযোগে পলকে বললেন, 'ভয় করো না, বরং কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; [১০] কারণ আমি নিজেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; কেউই তোমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে না, কারণ এই শহরে আমার লোক অনেকেই আছে।' [১১] তাই তিনি আঠারো মাস ওখানে থেকে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শিখিয়ে দিলেন।

[১২] গাল্লিও যে সময় আখাইয়ার প্রদেশপাল, সেসময় ইহুদীরা একজোট হয়ে পলকে আক্রমণ করল, ও তাঁকে প্রদেশপালের দরবারে নিয়ে গেল। [১৩] তারা বলল, 'এই লোকটা জনগণকে ঈশ্বরের এমনভাবে উপাসনা করতে প্ররোচিত করে যা বিধান বিরুদ্ধ।' [১৪] পল তখনও মুখ খোলেননি, সেসময়ে গাল্লিও ইহুদীদের বললেন, 'ইহুদী সকল! ব্যাপারটা যদি কোন অন্যায় বা জঘন্য কাজ সংক্রান্ত হত, তবে তোমাদের অভিযোগ শোনা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হত; [১৫] কিন্তু সমস্যা যদি কোন কথা বা নাম বা তোমাদের নিজেদের বিধান সংক্রান্ত হয়, তবে তোমরা নিজেরাই সেইসব বুঝে নাও। আমি সেই সব ব্যাপারের বিচারক হতে রাজি নই।' [১৬] আর তিনি দরবার থেকে তাদের বের করে দিলেন। [১৭] তাই সকলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষ সোস্তেনেসকে ধরে দরবারের সামনে মারতে লাগল; কিন্তু গাল্লিও সেই সব ব্যাপারে কিছুই মনোযোগ দিতে সম্মত হলেন না।

উচ্চশিক্ষিতা এথেন্সের তুলনায় করিন্থ অন্য ধরনের শহর। জনবহুল মহানগরী, বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সামুদ্রিক বন্দর এই করিন্থ প্রাচীনকাল থেকে বিখ্যাত। এখানে সবচেয়ে ধনী ব্যাংক আছে বলে রোমের ব্যাংকগুলোর সুবিধার জন্য খ্রিঃপূঃ ১৪৬ সালে রোম সম্রাটের হুকুমে প্রদেশপাল রোমানুস মুম্মিউস শহরকে ধ্বংস করে দেন। খ্রিঃপূঃ ৪৪ সালে পুনঃস্থাপিত হয়ে করিন্থ আবার নামকরা স্থান হয়ে ওঠে। পলের সময়ে জনসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। এখানে বিভিন্ন দেশের মানুষ (গ্রীস, ফৈনিকিয়া, এশিয়া, মিশর, ইতালি প্রভৃতি) বিভিন্ন ধরনের ধর্ম পালন করে, এদের মধ্যে অবৈধ-প্রণয়ের দেবী আফ্রদিতের প্রচলিত পূজা সামাজিক নীতি প্রভাবিত করে। বছরে একবার ইৎস্ম ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ('অলিম্পিয়া' নামক ক্রীড়ার পর সবচেয়ে বিখ্যাত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা) সম্পাদিত হয়।

জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ কৃতদাস। শহরের রাস্তায় রাস্তায় সারাদিন তাদের কেনা-বেচা চলে। তেমন পরিবেশে পল প্রায় দুই বছর থাকেন। এর মধ্যে নানা পত্র লেখার মাধ্যমে নব-প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলোকে ধর্মশিক্ষা দান করেন।

আকুইলার সঙ্গে দেখা করার পরেই সম্ভবত পল প্রথমবারের মত ইতালিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে ইহুদীরা পলকে প্রদেশপালের দরবারে টেনে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় একটা সূত্র প্রকাশ পায়: যিশুর সুসমাচার প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিকে লক্ষ করে না; তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল উপস্থিত ঐশরাজ্যের ঘোষণা।

আন্তিওখিয়ায় প্রত্যাবর্তন (১৮:১৮-২২)

১৮ [১৮] পল আরও কয়েক দিন সেখানে থাকার পর ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে করে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন; তাঁর সঙ্গে প্রিস্কিল্লা ও আকুইলাও গেলেন; তাঁর একটা মানত ছিল বিধায় তিনি কেংক্রেয়া বন্দরে মাথা মুড়িয়ে নিলেন। [১৯] পরে তাঁরা এফেসসে এসে পৌঁছলে তিনি সেই দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; আগে কিন্তু একাকী সমাজগৃহে গিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা করলেন। [২০] তারা তাঁকে তাদের মধ্যে আর কিছু দিন থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। [২১] তথাপি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি আর এক সময় তোমাদের কাছে ফিরে আসব।' পরে তিনি জলপথে এফেসস ছেড়ে চলে গেলেন। [২২] কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছলে তিনি মণ্ডলীকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাতে গেলেন; পরে আন্তিওখিয়ায় গেলেন।

প্রত্যাবর্তনের পথে পল কিছু দিন এফেসসে অতিবাহিত করে বুঝতে পারেন যে, এই এফেসস মণ্ডলীর জন্য প্রধান একটা কেন্দ্রীয় কর্মস্থল হতে পারে।

তৃতীয় বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

আগে বাণীপ্রচারকর্ম শুধু এশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন ইউরোপেও বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া পল পুনরায় অনুভব করেন তিনি বিজাতীয়দেরই জন্য বিশেষভাবে আহূত

(১৮:৬)। এ দ্বিতীয় যাত্রার জন্য কত সময় লাগল এবং এ যাত্রা পলের জন্য কত কষ্টকর হয়েছে? করিন্থীয়দের কাছে পলের দ্বিতীয় পত্র পড়লে এ সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। এই অধ্যায়ের পর আন্তিওখিয়া-মণ্ডলী কার্যবিবরণীতে আর উল্লিখিত হয় না।

চতুর্থ বিভাগ

তৃতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রা (১৮:২৩–২১:১৪)

আলেক্সান্দ্রিয়ার আপল্লোস (১৮:২৩-২৮)

১৮ [২৩] সেখানে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি আবার যাত্রা করলেন; এবং পর পর গালাতিয়া অঞ্চল ও ফ্রিগিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শিষ্যদের সুস্থির করছিলেন।
[২৪] সেসময়ে আপল্লোস নামে একজন ইহুদী এফেসসে এসে উপস্থিত হলেন, যিনি জন্মসূত্রে আলেক্সান্দ্রিয়ার মানুষ। তিনি ছিলেন সুবক্তা, এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল।
[২৫] তিনি প্রভুর পথ সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন, এবং ভক্তপ্রাণ হওয়ায় যিশু সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপেই কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন; কিন্তু কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের কথা জানতেন।
[২৬] ইতিমধ্যে তিনি সৎসাহসের সঙ্গে সমাজগৃহে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। যখন প্রিস্কিল্লা ও আকুইলা তাঁর উপদেশ শুনলেন, তখন তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং ঈশ্বরের পথের কথা আরও গভীরতরভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন।
[২৭] যেহেতু তিনি আখাইয়ায় যেতে অভিপ্রেত ছিলেন, সেজন্য ভাইয়েরা তাঁকে উৎসাহ দিলেন, এবং শিষ্যদের কাছে পত্র লিখলেন, তারা যেন তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করে। আর তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে, যারা অনুগ্রহ-গুণে বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের যথেষ্ট উপকার করলেন,
[২৮] কারণ যিশুই যে সেই খ্রিষ্ট, একথা শাস্ত্রবাণীর মধ্য দিয়ে প্রমাণ ক'রে অধিকারের সঙ্গে সকলের সামনে ইহুদীদের একেবারে নিরুত্তর করতেন।

আশ্চর্যের বিষয় যে পল আলেক্সান্দ্রিয়ায় যাননি, কেননা অতীতকাল থেকে মিশরদেশ সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত, এবং আলেক্সান্দ্রিয়া-ই ছিল রোম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে নামকরা শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র। এর প্রমাণ হলেন সুবক্তা ও সুপণ্ডিত আপল্লোস। লুকের সংক্ষিপ্ত

বৃত্তান্ত থেকে অনুমান করা যায়, শুধু তাঁর সুশিক্ষার জন্য নয় বরং আকুইলা, প্রিস্কিল্লা ও অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সহানুভূতির গুণেও আপল্লোসের কাজ বৃদ্ধি লাভ করে।

এবার পল কত সময় আন্তিওখিয়ায় কাজ করেন এবিষয়ে কোন নিশ্চিত খবর নেই; লেখকের কথা থেকে অনুমান করা যেতে পারে তিনি এক বছরের বেশি কাটাননি। আসলে লুক এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দেন না কারণ তাঁর ধারণাই যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যাত্রার, অর্থাৎ পলের দীর্ঘ পথের প্রথম গন্তব্যস্থানই যেরুশালেম এবং, যেমন ১৯:২১-এ ইঙ্গিত করা হয়, শেষ গন্তব্যস্থান হবে রোম।

এফেসসে পলের বাণীপ্রচার (১৯:১-২০)

১৯ আপল্লোস যে সময়ে করিন্থে ছিলেন, সেসময়ে পল উত্তর অঞ্চলের মধ্য
দিয়ে এফেসসে এসে পৌঁছলেন; সেখানে বেশ কয়েকজন শিষ্যকে পেলেন।
[২] তাদের বললেন, 'বিশ্বাসী হওয়ার সময়ে তোমরা কি পবিত্র আত্মাকে
পেয়েছিলে?' তারা তাঁকে বলল, 'পবিত্র আত্মা বলতে যে কিছু আছে, আমরা
তাও শুনিনি।' [৩] তিনি বললেন, 'তবে কোন্ বাপ্তিস্ম পেয়েছিলে?' তারা বলল,
'যোহনের বাপ্তিস্ম।' [৪] পল বললেন, 'যোহন মনপরিবর্তনেরই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম
দিতেন; কিন্তু জনগণকে বলতেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন, তাঁতেই, অর্থাৎ
যিশুতেই তাদের বিশ্বাস করতে হবে।' [৫] একথা শুনে তারা প্রভু যিশু-নামের
উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। [৬] আর পল তাদের উপর হাত রাখলেই পবিত্র
আত্মা তাদের উপর নেমে এলেন, আর তারা নানা ভাষায় কথা বলতে ও নবীয়
বাণী দিতে লাগল। [৭] তাদের মোট সংখ্যা ছিল আনুমানিক বারোজন
পুরুষলোক।
[৮] পরে তিনি সমাজগৃহে যেতে লাগলেন; তিন মাস ধরে সৎসাহসের সঙ্গে
কথা বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেন ও যুক্তি দেখালেন।
[৯] কিন্তু যখন কয়েকজন জেদ দেখিয়ে ও বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে
সকলের সামনে সেই পথের নিন্দা করতে লাগল, তখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন
হয়ে তিনি নিজের শিষ্যদের আলাদা করে নিয়ে প্রতিদিন তিরান্নসের সভাগৃহে

নিজের ধর্মালোচনা চালাতে লাগলেন। [১০] এভাবে দু'বছর চলল; ফলে এশিয়ার অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাণী শুনতে পেল।
[১১] পলের হাত দ্বারা ঈশ্বর এমন অভিনব পরাক্রম-কর্ম সাধন করতেন যে, [১২] তাঁর স্পর্শ-পাওয়া রুমাল বা তোয়ালে রোগীদের কাছে নিয়ে গেলে তাদের অসুখ ছাড়ত ও মন্দাত্মাগুলো বেরিয়ে যেত। [১৩] কিন্তু ভ্রাম্যমাণ কয়েকজন ইহুদী ওঝাও মন্দাত্মাগ্রস্ত লোকদের উপরে প্রভু যিশুর নাম করতে চেষ্টা করছিল, তারা বলছিল, 'পল যাঁর কথা প্রচার করেন, সেই যিশুর দিব্যি!' [১৪] স্কেভা নামে ইহুদী একজন প্রধান যাজক ছিলেন, যাঁর সাত সন্তান ঠিক এভাবেই কাজ করছিল। [১৫] মন্দাত্মা উত্তরে তাদের বলল, 'যিশুকে আমি জানি, পলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে?' [১৬] আর মন্দাত্মাগ্রস্ত লোকটা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং দু'জনকে কাবু করে ফেলে তাদের এতই প্রচণ্ডভাবে মারতে লাগল যে, তারা উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল।
[১৭] ঘটনা এফেসস-অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেরই কাছে জানাজানি হল, ফলে সকলে ভয়ে অভিভূত হল, এবং প্রভু যিশুর নাম মহিমান্বিত হতে লাগল।
[১৮] আর যারা বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের অনেকে এসে নিজেদের কুকাজ খোলাখুলি স্বীকার করল, [১৯] ও যারা আগে তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করেছিল, তাদের অনেকেও নিজেদের পুঁথিপত্র নিয়ে এল, ও জড় করে সকলের সামনে তা পুড়িয়ে ফেলল; হিসাব করলে দেখা গেল, সেই সব পুঁথিপত্রের মূল্য পঞ্চাশ হাজার রুপোর টাকা। [২০] এভাবে প্রভুর বাণী বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও প্রবল হয়ে উঠছিল।

এশিয়া প্রদেশের প্রধান শহর, রোমীয় প্রদেশপালের বাসস্থান, অন্যান্য বড় বড় শহরের যোগাযোগ রাস্তার মিলনকেন্দ্র সেই এফেসস বিশেষভাবে তার বিস্ময়কর মন্দিরের জন্যই তখনকার আকর্ষণীয় স্থান। কথিত আছে, পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে এই মন্দির অন্যতম; মন্দিরটা আর্তেমিস দেবীর উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবছর দু'বার ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে দেবীকে পূজা করা হত। পূজার প্রথম দিনে, তার উদ্দেশে সম্পাদিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সভানেত্রী হওয়ার জন্য আর্তেমিসের রূপার মূর্তিকে স্টেডিয়ামে আনা হত; অপর দিনগুলিতে তাকে সাগরে অভিষেক করা হত। মন্দির-

ভাণ্ডারে অগণ্য বহুমূল্য দ্রব্য সঞ্চিত হয়ে থাকত এবং তার চারপাশে কতগুলো দোকান ছিল যেখানে দেবীর ছোট মূর্তি, মাদুলী, মন্ত্রতন্ত্রের পুস্তক ইত্যাদি জিনিস বিক্রি করা হত। এখানে পল বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কয়েকজন শিষ্যকে যিশু ও পবিত্র আত্মা বিষয়ে জ্ঞাত করে বাপ্তিস্ম দেন। এভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা নূতন এক স্থানীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে পলের অলৌকিক ক্ষমতা আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। যিশু ও পিতরের মত পলের সংস্পর্শে এলে রোগাগ্রস্ত লোকে আরোগ্যলাভ করে। সেইকালে এমনকি এ বর্তমানকালেও মানুষ অলৌকিক কিছু দেখবার জন্য খুবই উদ্গ্রীব, এতই উদ্গ্রীব যে আশ্চর্য কাজের অন্তর্নিবিষ্ট তথ্য খুঁজে পেতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আশ্চর্য কাজের অর্থ এই, ঈশ্বর অসাধারণভাবে বিশেষ বা অপূর্ব একটা সত্য মানুষের কাছে উদ্ঘাটন করতে চান। আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যিশু খ্রিস্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে মানুষকে আহ্বান করেন। এই আহ্বানে মানুষ অটল ও সরল বিশ্বাস দিয়েই সাড়া দেবে আর এই সরল বিশ্বাসে স্বীকার করবে যে পরিত্রাণ বিষয়ে (অর্থাৎ কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায়) সে তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ঠিক এ শিক্ষা প্রদান করে ১৯ পদে বর্ণিত ঘটনা। নিজেদের পুঁথিপত্র গাদা করে সকলের সামনে পুড়িয়ে ফেলাতে জাদুকরেরা ঘোষণা করে, পরিত্রাণ দেওয়া কেবল ঈশ্বরেরই কাজ, ফলত কোন মানুষ সেই কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

সুতরাং, মানুষ সরল মনে যিশুতে বিশ্বাস রাখলে পবিত্র আত্মা অতিপ্রাকৃতিক কিছু সাধন করেন: তিনি মানুষের মন নবীভূত করে তোলেন।

এফেসসে রৌপ্যকারিগরদের দাঙ্গা (১৯:২১-৪১)

১৯ [২১] এই সমস্ত ঘটনার পর পল আত্মায় স্থির করলেন, তিনি মাকিদনিয়া ও আখাইয়া পার হয়ে যেরুশালেমে যাবেন; তিনি বলছিলেন, 'সেখানে যাবার পর আমাকে রোমও দেখতে হবে।' [২২] তাঁর সহকারীদের দু'জনকে—তিমথি ও এরাস্তসকে—মাকিদনিয়াতে পাঠিয়ে তিনি নিজে আর কিছু দিন এশিয়ায় রইলেন।

[২৩] সেসময়েই এই পথকে কেন্দ্র করে বড় গোলযোগ বেধে গেল; [২৪] কারণ দেমেত্রিওস নামে একজন রৌপ্যকার ছিল, যে আর্তেমিস দেবীর ছোট্ট ছোট্ট রুপোর মন্দির গড়ায় কারিগরদের যথেষ্ট কাজ যোগাত। [২৫] লোকটা এদের, এবং যারা একই ধরনের পেশার মানুষ, তাদেরও ডেকে বলল, 'বন্ধু সকল, আপনারা জানেন, এই কাজের উপরেই নির্ভর করে আমাদের সমৃদ্ধি! [২৬] আর আপনারা নিজেরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছেন যে, শুধু এই এফেসসে নয়, প্রায় সমস্ত এশিয়াতেও এই পল বহু বহু লোকের মন জয় করে বিপথে ফিরিয়েছে; সে নাকি বলে বেড়ায় যে, মানুষের হাতে গড়া দেবতাগুলো আসলে ঈশ্বর নয়। [২৭] ফলে শুধু যে আমাদের এই ব্যবসার দুর্নাম হওয়ার আশঙ্কা আছে, তা নয়, কিন্তু লোকে মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দিরটাও মূল্যহীন বলে গণ্য করবে, এবং যাঁকে সমস্ত এশিয়া, এমনকি বিশ্বজগৎও পূজা করে, তাঁকেও তাঁর নিজের মহত্ত্ব হারাতে হবে।'

[২৮] একথা শুনে তারা ক্রোধে জ্বলে উঠে জোর গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এফেসীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী!' [২৯] তখন শহরে বিরাট গণ্ডগোল বেধে গেল; সকলে মিলে সজোরে রঙ্গভূমির দিকে ছুটে চলল এবং পলের দু'জন মাকিদনীয় সহযাত্রী সেই গাইউস ও আরিস্তার্খসকে টানতে টানতে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। [৩০] পল নিজে জনতার কাছে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু শিষ্যেরা তাঁকে যেতে দিল না। [৩১] তখন প্রদেশের কয়েকজন কর্তা-ব্যক্তি পলের বন্ধু ছিলেন বিধায় তাঁকে অনুরোধ করে পাঠালেন, তিনি যেন রঙ্গভূমিতে গিয়ে নিজের বিপদ না ঘটান। [৩২] এদিকে নানা লোকে নানা কথা বলে চেঁচাচ্ছে, সভায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, বেশির ভাগ লোকের জানা নেই তারা কিজন্য এসেছে।

[৩৩] তখন ইহুদীরা আলেক্সান্দারকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ঠেলছিল, আর ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে বাইরে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিল, আর হাত দিয়ে ইশারা করে সে জনগণের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ভাষণ দিতে চাচ্ছিল। [৩৪] কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল, সে ইহুদী, তখন সকলে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একসুরে চিৎকার করতে থাকল, 'এফেসীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী!' [৩৫] শেষে নগরসচিব জনতাকে ক্ষান্ত করতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, 'এফেসীয় সকল, বল দেখি, এফেসস নগরীই যে মহাদেবী আর্তেমিস-

মন্দিরের ও আকাশ থেকে পতিত তাঁর প্রতিমার রক্ষিকা, মানুষদের মধ্যে কে একথা না জানে? [৩৬] সুতরাং, একথা যখন খণ্ডনের অতীত, তখন তোমাদের ক্ষান্ত থাকা উচিত, ও অবিবেচিত কোন কাজ না করাও উচিত। [৩৭] কারণ এই যে লোকদের তোমরা এখানে নিয়ে এসেছ, তারা তো মন্দিরের পবিত্রতাও নষ্ট করেনি, দেবীর নিন্দাও করেনি; [৩৮] সুতরাং, যদি কারও বিরুদ্ধে দেমেত্রিওসের ও তার সঙ্গী কারিগরদের কোন অভিযোগ থাকে, তবে এর জন্য আদালত আছে, প্রদেশপালেরাও আছেন: যে যার অভিযোগ আদালতেই পেশ করুক। [৩৯] আর যদি তোমাদের অন্য কোন দাবি থাকে, তবে নিয়মিত সভায়ই তার নিষ্পত্তি হবে। [৪০] বস্তুতপক্ষে, আজকের ঘটনার জন্য দাঙ্গার দায়ে আমাদের অভিযুক্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে, যেহেতু এমন কোন কারণ নেই যার জোরে এই বিশৃঙ্খল জনসমাবেশের বিষয়ে আমরা যুক্তি দেখাতে পারি।' [৪১] আর একথা বলে তিনি সভা ভেঙে দিলেন।

পল এফেসসে প্রায় তিন বছর থাকেন। এই সময়ে তিনি গালাতীয়দের, ফিলিপ্পীয়দের ও করিন্থীয়দের কাছে পত্র লিখে পাঠান, একবার করিন্থে যাত্রা করেন, মাকিদনিয়া প্রদেশে দু'জন সহকর্মীকে পাঠান এবং তখনকার জগতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল বলে পরিচিত সেই রোম নগরীতে যেতে পরিকল্পনা করেন।

পলের কাজ ও শিক্ষা সামাজিক কাঠামো এড়ান না। একথার অর্থ এ নয় যে পল সামাজিক এক নেতা এবং যিশুর মঙ্গলবাণী প্রকৃতপক্ষে সমাজকে লক্ষ্য করে, বরং অর্থ হল যিশু খ্রিষ্ট (এবং পলও) মানুষের সবচেয়ে গভীরতম স্থলে পৌঁছতে অভিপ্রেত। তিনি মানুষের মায়াচ্ছাদিত ধারণা-ধারা বা সূক্ষ্মতম ভণ্ডামি উল্টা-পাল্টা করে দেন কারণ যতদিন মানুষ মন্দ বা অপূর্ণাঙ্গ সবকিছু শ্রেষ্ঠ বা পরিত্রাণদায়ী বলে গণ্য করে সেপর্যন্ত সে স্বাধীন বা পরিত্রাণপ্রাপ্ত নয়।

সুতরাং মণ্ডলীও সামাজিক রাজনৈতিক ইত্যাদি কাঠামো সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য না করে প্রকৃতপক্ষে মানুষের অত্যাবশ্যক ও মানবিক অন্তর্বর্তী আকাংক্ষাসমূহের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থাকবে।

এফেসসে পলের অবস্থান এখনও পর্যালোচনাসাপেক্ষ বিষয়। কার্যবিবরণী শুধু ঐতিহাসিক সমস্যা নিয়ে তত চিন্তিত নয় এ অজানা কথা নয়। লুকের ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণটা যিশুর বাণীর বিজয় ও সম্প্রসারণের দিকেই ছুটে চলে। ১৯ অধ্যায়ের শুধু প্রথম দশ অনুচ্ছেদ-ই পলের কাজ বর্ণনা করে, অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে পল কেবল পরোক্ষভাবেই উপস্থিত।

করিন্থীয়দের কাছে পত্র অনুসারে (১ করি ৪:৯-১৩) তিনি এফেসসে প্রবলভাবে নির্যাতিত হন এবং সম্ভবত তাঁকে কারারুদ্ধও করা হয়। এর মধ্যে করিন্থ মণ্ডলীর তীব্র সমস্যাগুলো মেটানোর জন্য তিনি সেখানে যাত্রা করে সেখানকার একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী দ্বারা প্রচণ্ডভাবে অপমানিত হন (২ করি ২:৫-১১)। এফেসসে ফিরে এসে 'বহু ক্লেশ ও মনোবেদনার মধ্যে, বহু অশ্রুপাতের মধ্যে' তিনি তীতের মাধ্যমে ওদের কাছে একটা পত্র পাঠিয়ে দেন (২ করি ২:৪; ১২:১৮)। এরপর ইহুদীরা তাঁকে নির্যাতন করায় তিনি এফেসস ছাড়তে বাধ্য হন। কার্যবিবরণীতে লুক লেখেন যে পল বিদায় নিয়ে এফেসস থেকে চলে গিয়েছেন, কিন্তু একথা থাকা সত্ত্বেও করিন্থীয়দের কাছে প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র অনুসারে অনুমান করা যায় পল স্বেচ্ছাকৃতভাবে এফেসস ছাড়েননি, বরং তাঁকে নির্বাসিতই করা হয়েছে (১ করি ১৫:৫২; ২ করি ১:৮)। যেরুশালেমে যাওয়ার পথে (২০:১৬…) তিনি শহরে প্রবেশ না করে এফেসস-মণ্ডলীর প্রবীণবর্গের সঙ্গে মিলেতসে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তীকালে এফেসস মণ্ডলী অধিক বৃদ্ধিলাভ করে; সেই মণ্ডলীর প্রতি ঐশপ্রকাশ পুস্তকের একটা পত্র এবং আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের একটা পত্র প্রেরিত হয়েছে (যা প্রৈরিতিক পিতৃগণ পুস্তকে অন্তর্ভোক্ত)।

মাকিদনিয়া ও গ্রীস যাত্রা (২০:১-৬)

২০ সেই হাঙ্গামা থেমে যাওয়ামাত্র পল শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন, এবং তাদের উৎসাহ দেওয়ার পর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হলেন। [২] সেই নানা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি অনেক উপদেশ দানে শিষ্যদের উৎসাহ দিয়ে গ্রীসে এসে পৌঁছলেন। [৩] সেখানে তিন মাস কাটাবার পর তিনি যখন জলপথে সিরিয়ায় যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন

ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল বিধায় তিনি মাকিদনিয়া হয়েই ফিরে যেতে স্থির করলেন। [৪] তাঁর সঙ্গে চললেন বেরেয়ার পিরসের ছেলে সোপাত্রস, থেসালোনিকির আরিস্তার্খস ও সেকুন্দুস, দের্বার গাইউস, তিমথি ও এশিয়ার তিখিকস ও ত্রফিমস। [৫] তাঁরা আমাদের আগে গিয়ে ত্রোয়াসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। [৬] আমরা কিন্তু খামিরবিহীন রুটি পর্বের দিনগুলির পরে ফিলিপ্পি থেকে জলপথে রওনা হলাম আর পাঁচ দিন পর ত্রোয়াসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম; সেখানে সাত দিন কাটালাম।

এফেসস ত্যাগ করে ত্রোয়াসে নেমে (২ করি ২:২২ দ্রষ্টব্য) মাকিদনিয়াতে গিয়ে পল যেরুশালেমের ভ্রাতৃমণ্ডলীর জন্য অর্থসংগ্রহ করতে তীতকে করিন্থে পাঠান। এ দয়াকর্মের উদ্দেশ্যই সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত মণ্ডলীর একাত্মতার একটি বাস্তব প্রমাণ তুলে ধরা। স্মরণযোগ্য, ঠিক যেরুশালেম মণ্ডলীর কয়েকজন দুষ্কৃতকারী, পল যেখানে প্রচার করতেন, তারাও সেখানে গিয়ে উল্ট শিক্ষা দান করত; ফলে পল যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছিলেন। তথাপি কোন দিন প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি বরং এ দয়াকর্মের মাধ্যমে তাদের প্রতি নিজ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

২০:৫-এ পুনরায় 'সে বা তিনি' ছেড়ে 'আমি'-তে কার্যবিবরণীর বিবরণ রচিত হয়; তার মানে, লুকও পলের সঙ্গে আছেন।

একটি যুবককে পুনর্জীবনদান (২০:৭-১২)

২০ [৭] সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত ছিলাম, এবং পল তাদের উপদেশ দিতে শুরু করলেন; পরদিন তাঁকে চলে যেতে হবে বিধায় তিনি মাঝরাত পর্যন্ত কথা বলে চললেন। [৮] উপরতলার যে কক্ষে আমরা সমবেত ছিলাম, সেখানে অনেকগুলো বাতি জ্বলছিল। [৯] এউতিখস নামে একটি যুবক জানালার ধারে বসে ছিল; পল আরও কথা বলে চলছেন, এমন সময়ে তার ভীষণ ঘুম পাওয়ায় ঘুমের ঘোরে সেই যুবক তিনতালা থেকে নিচে পড়ে গেল। যখন লোকে তাকে তুলে নিল, সে তখন মৃত।

[১০] পল নেমে গিয়ে তার দেহের উপরে পড়লেন, ও তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘তোমরা ব্যস্ত হয়ো না; তার মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।’ [১১] পরে আবার উপরে গিয়ে রুটি ছিঁড়ে খেয়ে আরও বহুক্ষণ ধরে, এমনকি প্রভাত পর্যন্ত কথা বললেন, আর শেষে বিদায় নিলেন। [১২] আর তারা সেই ছেলেটিকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে এসে যথেষ্ট স্বস্তি পেল।

যিশু ও পিতরের মত নব-মণ্ডলীর উদ্বোধক ও অক্লান্ত প্রচারক পলও একটা মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন।

মিলেতসে আগমন (২০:১৩-১৬)

২০ [১৩] আর আমরা, আগে আগে জাহাজে করে যাদের রওনা হওয়ার কথা ছিল, আসোসের দিকে যাত্রা করলাম; কথা ছিল, সেইখানে পলকে তুলে নেব, কারণ তিনি স্থলপথে যেতে স্থির করেছিলেন। [১৪] তিনি আসোসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে আমরা তাঁকে তুলে নিয়ে মিতিলেনের দিকে গেলাম। [১৫] পরদিন সেখান থেকে জাহাজে করে আমরা খিয়সের সামনে পর্যন্ত গেলাম; দ্বিতীয় দিন সামোস দ্বীপে ভিড়লাম, এবং ত্রোগিলিওনে থাকবার পর পরদিন মিলেতসে গিয়ে পৌঁছলাম। [১৬] পল স্থির করেছিলেন, এশিয়ায় যেন তাঁর বেশি দেরি না হয়, এফেসসের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবেন; সম্ভব হলে পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে যেরুশালেমে উপস্থিত থাকবার জন্য তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন।

পলের সময়ে মিলেতস খুব বড় শহর ছিল না, তার জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ, কিন্তু এমন প্রাচীন শহর যে তার স্থাপনাকালের কথা কেউ বলতে পারত না। তাছাড়া মিলেতস খুব বিখ্যাত দার্শনিকদের জন্মস্থান।

প্রবীণবর্গের নিকট থেকে পলের বিদায় (২০:১৭-৩৮)

২০ [১৭] মিলেতস থেকে তিনি এফেসসে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রবীণবর্গকে
ডাকিয়ে আনলেন। [১৮] তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে
একথা বললেন, 'আপনারা জানেন, এশিয়ায় আমার আসার প্রথম দিন থেকে
আমি কিভাবে আপনাদের মধ্যে বরাবর দিন কাটিয়েছি: [১৯] আমি সম্পূর্ণ
মনের বিনম্রতায় ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে, ইহুদীদের পাতা ষড়যন্ত্রের
নানা পরীক্ষার মধ্য থেকে প্রভুর সেবা করে এসেছি। [২০] আপনারা জানেন,
যেন সকলের উপকার হয় আমি কোন কিছু করতে কখনও দ্বিধা করিনি;
সকলের সামনে ও ঘরে ঘরে আমি প্রচার করেছি ও সদুপদেশ দিয়েছি;
[২১] ইহুদী ও গ্রীক উভয়েরই কাছে আমি ঈশ্বরের দিকে মনপরিবর্তন এবং
আমাদের প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখেছি। [২২] এখন
দেখুন, আমি আত্মা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যেরুশালেমে যাচ্ছি; সেখানে আমার কি কি
ঘটবে, তা জানি না। [২৩] একথাই মাত্র জানি: পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে
আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, শেকল ও উৎপীড়ন আমার জন্য
অপেক্ষা করছে। [২৪] কিন্তু আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে
পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবাদায়িত্ব
প্রভু যিশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের
প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।

[২৫] দেখুন, আমি জানি, যাদের মধ্যে আমি ঘুরে ঘুরে রাজ্যের কথা প্রচার
করে এসেছি, সেই আপনারা সকলে আমার মুখ আর দেখতে পাবেন না;
[২৬] এজন্য আমি আজ ঘোষণা করছি যে, কারও বিনাশের জন্য আমি দায়ী হব
না, [২৭] কারণ আপনাদের কাছে ঈশ্বরের গোটা সঙ্কল্প জ্ঞাত করায় আমি
কখনও পিছিয়ে যাইনি। [২৮] আপনারা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং
সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের
অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন
করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। [২৯] আমি জানি, আমার চলে
যাওয়ার পর শিকার-ললুপ নেকড়ে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তারা
পালকে রেহাই দেবে না। [৩০] আপনাদের মধ্য থেকেও কয়েকটা লোক উঠে

শিষ্যদের নিজেদের পিছনে আকর্ষণ করার জন্য নানা বিরোধী কথা প্রচার করবে। [৩১] সুতরাং জেগে থাকুন; মনে রাখুন, আমি তিন বছর ধরে দিনরাত প্রত্যেককে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চেতনা দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হইনি। [৩২] এখন আমি প্রভুর কাছে ও তাঁর অনুগ্রহের বাণীর কাছে আপনাদের সঁপে দিচ্ছি; তাঁর অনুগ্রহই তো আপনাদের গেঁথে তুলতে সক্ষম, ও সকল পবিত্রিতজনের মধ্যে উত্তরাধিকার মঞ্জুর করতেও সক্ষম। [৩৩] আমি কারও রুপো বা সোনা বা পোশাক পেতে কখনও আকাঙ্ক্ষা করিনি। [৩৪] আপনারা নিজেরাই তো জানেন, আমার নিজের এবং আমার সঙ্গীদের নানা প্রয়োজন মেটাতে আমার এই দু'টো হাত কাজ করেছে। [৩৫] আমি যে কোন উপায়ে আপনাদের দেখিয়েছি যে, এভাবে পরিশ্রম করেই দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে—সেই প্রভু যিশুর বাণী মনে রেখে, যিনি নিজে বলেছেন, পাওয়ার চেয়ে দেওয়ারই মধ্যে বেশি সুখ।'

[৩৬] একথা বলে তিনি সকলের সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। [৩৭] সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, এবং পলের গলা ধরে তাঁকে চুম্বন করতে লাগলেন; [৩৮] তাঁরা এজন্যই বিশেষভাবে দুঃখ পাচ্ছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, তাঁরা তাঁর মুখ আর দেখতে পাবেন না। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

পলের বিদায়গ্রহণের বর্ণনা সত্যিই মর্মস্পর্শী। অধিকন্তু এতে যথেষ্ট পালকীয় প্রাসঙ্গিকতাও আছে: পল এবং প্রবীণবর্গ মণ্ডলীর দায়িত্বভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। এঁরা সবাই বহু বছর ধরে অধিক পরিশ্রম করে মণ্ডলীর নানা কাজ সাধন করে গেছিলেন। এ বিদায় মুহূর্তে পল কেমন যেন মনপরীক্ষা করেন তিনি কিভাবে যিশুমণ্ডলীর সেবা করে এসেছেন। সর্বপ্রথমে নিজের দীর্ঘ পথের দিকে দৃষ্টিপাত করেন: সেই পথ পরিষ্কার, সুসংহত, সরল, যিশুর আদর্শ ও নির্দেশমালা অনুযায়ী। দর্পচূর্ণ, অপমান, প্রলোভন, দুঃখ-কষ্ট, নানা রকম পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও পল যিশুর আহ্বানে সম্পূর্ণ সাড়া দেওয়ার জন্য শিক্ষা ও উপদেশ দানে এবং বারবার অনুরোধ করায় অক্লান্তভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। পলের এই পথই সরাসরিভাবে সেখানে গিয়ে পৌঁছয় যিশু যেখানে পূর্বে গিয়ে

পৌঁছেছিলেন এবং যেখানে গিয়ে পৌঁছবে পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত যারা। তারপর পল প্রবীণগণেরই পথ লক্ষ করেন এবং কিছু কিছু আশঙ্কা ও অস্বচ্ছন্দ মনোভাব প্রকাশ করে তাঁদের নিজেদের বিষয়ে ও সমগ্র মেষপালের বিষয়ে সাবধান বাণী ব্যক্ত করেন। তাঁর শেষ কথা: মণ্ডলী যেন দরিদ্র হয়ে থাকে। এবিষয়ে যিশু ও নিজের আদর্শ তাঁদের স্মরণ করান।

যেরুশালেম যাত্রা (২১:১-১৪)

২১ তাঁদের কাছ থেকে মর্মভেদী বিদায় নেওয়ার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে
জলপথে রওনা হয়ে সোজা চলে এলাম কোস দ্বীপে, পরদিন রোদ দ্বীপে, এবং
সেখান থেকে পাতারায় এসে পৌঁছলাম। [২] এখানে এমন একটা জাহাজ
পেলাম, যা পার হয়ে ফৈনিকিয়ায় যাবে; তাই সেই জাহাজে উঠে আমরা যাত্রা
করলাম। [৩] দূর থেকে সাইপ্রাস দ্বীপ দেখে তা বাঁ দিকে ফেলে আমরা
সিরিয়ার দিকে তুরসে এসে পৌঁছলাম; সেখানে জাহাজের মালপত্র নামিয়ে
দেওয়ার কথা। [৪] সেখানকার শিষ্যদের খুঁজে বের করে আমরা সাত দিন
তাদের সঙ্গে থেকে গেলাম। তারা আত্মার আবেশে পলকে শুধু শুধু বলছিলেন,
তিনি যেন যেরুশালেমে না যান। [৫] কিন্তু সেই কয়েক দিন কেটে গেলে আমরা
বেরিয়ে পড়ে রওনা হলাম; তখন তারা সকলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে শহরের
বাইরে পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল। সেখানে, সমুদ্রের ধারে নতজানু হয়ে
আমরা প্রার্থনা করলাম, [৬] এবং পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর
আমরা জাহাজে উঠলাম ও তারা বাড়ি ফিরে গেল।
[৭] তুরস ছেড়ে তলেমাইসে এসেই আমরা আমাদের জলযাত্রা শেষ করলাম;
ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সঙ্গে এক দিন থাকলাম; [৮] পরদিন
আবার রওনা হয়ে কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছলাম, এবং সুসমাচার-প্রচারক
ফিলিপের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকলাম—এই ফিলিপ হলেন সেই
সাতজনের একজন। [৯] তাঁর চারজন অবিবাহিতা মেয়ে ছিল, তাঁরা সকলে
নবী ছিলেন। [১০] আমরা সেখানে কয়েক দিন ধরে ছিলাম, সেসময়ে যুদেয়া
থেকে আগাবস নামে একজন নবী এসে উপস্থিত হলেন। [১১] তিনি আমাদের

কাছে এসে পলের কোমর-বন্ধনী নিয়ে তা দিয়ে নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, ‘পবিত্র আত্মা একথা বলছেন, এই কোমর-বন্ধনী যার, ইহুদীরা তাকে যেরুশালেমে এভাবেই বেঁধে বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবে।’ [১২] তা শুনে সেখানকার ভাইয়েরা ও আমরা পলকে অনুরোধ করলাম, যেন তিনি যেরুশালেমে না যান। [১৩] উত্তরে পল বললেন, ‘এত চোখের জল ফেলে ও আমার হৃদয় ভেঙে তোমরা এ কি করছ? প্রভুর নামের জন্য আমি তো যেরুশালেমে শুধু বন্দি হতে নয়, মরতেও প্রস্তুত আছি।’ [১৪] এভাবে তিনি আমাদের অনুরোধ মেনে নিতে সম্মত না হলে আমরা শেষে ক্ষান্ত হয়ে বললাম, ‘প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!’

মিলেতস ছেড়ে পল কোস দ্বীপে গিয়ে পৌঁছন। আস্ক্লেপিওস নামক চিকিৎসক-দেবের উদ্দেশে নির্মিত মন্দির ও গন্ধকজলের ঝরনার জন্যই স্থানটি বিখ্যাত। পরদিন তাঁদের জাহাজ রোদ দ্বীপের বন্দরে নঙ্গর ফেলে। পূর্বকালে রোদ আপল্লোস নামক দেবের প্রকাণ্ড একটা ব্রোঞ্জের মূর্তির জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল, কিন্তু এক ভূমিকম্পের ফলে সেই মূর্তি পড়ে লুপ্ত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক লেখক স্ত্রাবন লিখে গেছিলেন ‘রোদ পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান; তার সৌন্দর্য অতুলনীয়।’ পাতারাস্থিত আপল্লোস-মন্দিরে দৈববাণী শুনবার জন্য অনেক তীর্থযাত্রী যেত।

তুরস শহরে পল সেখানকার শিষ্যদের যথেষ্ট সহানুভূতি ও প্রেমের প্রমাণ পান। তারপর কায়েসারিয়া দিকে এগিয়ে যান। রোম সাম্রাজ্যের সময়ে শহরটি পালেস্তিনার প্রশাসন কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানে প্রচারক ফিলিপের সঙ্গে আবার দেখা হয় (দ্রঃ ৮:৫-৪০)। এই সময়ে আগাবস নবী ভাববাণী দেন: পলকে যেরুশালেমে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তেমন কথায় শিষ্যেরা অতি দুঃখ প্রকাশ করায় পলের মন ভেঙ্গে যায়।

চতুর্থ বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

এই বিভাগ থেকে পলের চরিত্র আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, যে চরিত্র মণ্ডলীর সেবাকর্ম ও বাণীপ্রচারের বিষয়ে আদর্শ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় অংশ

রোম অভিমুখে

খ্রিষ্টের কারণে বন্দি পল

(২১:১৫–২৮)

প্রথম বিভাগ

যেরুশালেমে পলকে গ্রেপ্তার (২১:১৫–২৩:৫৩)

যেরুশালেমে পলের আগমন (২১:১৫-২৬)

২১ [১৫] এই সকল দিন শেষে আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যেরুশালেমের দিকে রওনা হলাম। [১৬] কায়েসারিয়া থেকে কয়েকজন শিষ্য আমাদের সঙ্গে চললেন; তাঁরা সাইপ্রাস দ্বীপের ম্নাসোন নামে একজনকে সঙ্গে করে এনেছিলেন যিনি পুরনো একজন শিষ্য; তাঁরই বাড়িতে আমাদের গিয়ে ওঠার কথা।
[১৭] যেরুশালেমে এসে পৌঁছলে পর ভাইয়েরা আমাদের আনন্দপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। [১৮] পরদিন পল আমাদের সঙ্গে যাকোবকে দেখতে গেলেন; সেখানে প্রবীণবর্গও সকলে উপস্থিত ছিলেন। [১৯] তাঁদের সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানানোর পর তিনি তাঁদের কাছে তন্ন তন্ন করে সেই সমস্ত কর্মের বর্ণনা দিলেন, যা ঈশ্বর তাঁর সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়দের মধ্যে সাধন করেছিলেন। [২০] তা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করলেন, পরে তাঁকে বললেন, ‘ভাই, তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, ইহুদীদের মধ্যে কত হাজার হাজার লোক বিশ্বাসী হয়েছে, আর তারা সকলে বিধানের প্রতি খুবই অনুরক্ত।
[২১] তোমার বিষয়ে তারা এমন কথা শুনেছে যে, বিজাতীয়দের মধ্যে যে ইহুদীরা বাস করে, তুমি নাকি তাদের সকলকে মোশির পথ ত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে বলে থাক, তারা যেন শিশুদের পরিচ্ছেদিত না করে ও যথারীতি পথে না

চলে। [২২] এখন কী করা যায়? তারা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে যে, তুমি এসেছ। [২৩] তাই আমরা যা বলি, তুমি তা কর: আমাদের এমন চারজন পুরুষ আছে, যাদের মানত রয়েছে; [২৪] তাদের নিয়ে গিয়ে তুমিও তাদের সঙ্গে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন কর, এবং তারা যেন মাথা মুড়িয়ে নিতে পারে সেই সব খরচ তুমিই বহন কর। এমনটি করলে, তবে সকলেই জানতে পারবে যে, তোমার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনেছে, তাতে সত্য কিছু নেই, তুমি নিজেও বরং নিজের আচার-আচরণে বিধান পালন করছ। [২৫] কিন্তু যে বিজাতীয়রা বিশ্বাসী হয়েছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের কাছে আগে লিখে জানিয়ে দিয়েছি যেন প্রতিমার প্রতি উৎসর্গ করা খাদ্য, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার এবং অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে।'

[২৬] তাই পরদিন পল সেই কয়েকজনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং তাদের সঙ্গে নিজেও শুদ্ধিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শুরু করার পর মন্দিরে প্রবেশ করলেন, আর সেখানে সেই তারিখ জানিয়ে দিলেন, যে তারিখে আত্মশুদ্ধি-কাল শেষ হলে তাদের প্রত্যেকের জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ করা হবে।

পলের কাছে যেরুশালেমের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া (২১:২৩-৩৫) পালনের প্রস্তাব কতটা স্বার্থপরতার সঙ্গে জড়িত তা বলা বাহুল্য। তথাপি এ নিছক কাজের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা বর্তমান ছিল মনে করে এবং শান্তি রক্ষা করার জন্য পল এ প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হলেন।

পলকে গ্রেপ্তার (২১:২৭-৩৬)

২১ [২৭] সেই সাত দিন প্রায় শেষ হতে যাচ্ছিল এমন সময় এশিয়ার ইহুদীরা মন্দিরের মধ্যে তাঁর দেখা পেয়ে লোকদের উত্তেজিত করে তুলল, এবং তাঁকে ধরে [২৮] চিৎকার করে বলতে লাগল: 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, সাহায্য কর! এই সেই লোক, যে সব জায়গায় সকলের কাছে আমাদের জাতির ও বিধানের আর এই স্থানের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন গ্রীকদেরও মন্দিরের মধ্যে এনেছে, আর এই পবিত্র স্থান কলুষিত করেছে।' [২৯] বস্তুত তারা আগে

শহরের মধ্যে পলের সঙ্গে এফেসীয় ত্রফিমসকে দেখেছিল; মনে করেছিল, তাকেই পল মন্দিরের মধ্যে এনেছে। [৩০] এতে সমগ্র শহরটা কেঁপে উঠল, জনগণ চতুর্দিক থেকে ছুটে এল, এবং পলকে ধরে মন্দিরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল; আর তখনই সমস্ত দরজা বন্ধ করা হল। [৩১] তারা তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করছিল, সেসময় সৈন্যদলের সহস্রপতির কাছে এই খবর এল যে, সমগ্র যেরুশালেমে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে। [৩২] তিনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা সৈন্য ও শতপতিকে সঙ্গে করে তাদের দিকে ছুটে এলেন; আর লোকেরা সহস্রপতি ও সৈন্যদের দেখতে পেয়ে পলকে মারা বন্ধ করে দিল। [৩৩] তখন সহস্রপতি কাছে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে হুকুম দিলেন যেন তাঁকে দু'টো শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়; তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা কে ও কী করেছে। [৩৪] লোকদের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে কেউ কেউ এক ধরনের কথা বলছিল, কেউ কেউ অন্য ধরনের কথা; তাই তেমন গণ্ডগোলের কারণে কিছুই বুঝতে না পারায় তিনি তাঁকে দুর্গে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। [৩৫] পল যখন সিঁড়ির কাছে এসেছেন, তখন জনতার এত হিংস্রতার জন্য সৈন্যেরা পলকে কাঁধে করে বহন করতে বাধ্য হল, [৩৬] কারণ লোকের ভিড় পিছু পিছু আসছিল আর জোর গলায় বলছিল, 'ওকে শেষ করে ফেল!'

ধর্মনিষ্ঠ ইহুদী হিসাবেও পলকে গ্রাহ্য করা হয় না।

অন্তর দিয়ে ধর্মীয় কাজ সাধনা করলে ধর্মই হয় মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহানুভব বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ধর্মের নিয়মগুলো বাহ্যিকভাবে পালন করলে ধর্মই আর ধর্ম হয় না, ঘৃণা ও ভেদাভেদের কারণ হয়ে যায়।

পলের বক্তব্য (২১:৩৭–২২:২১)

২১ [৩৭] তারা পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যেতে যাচ্ছে, সেসময় পল সহস্রপতিকে বললেন, 'আপনাকে কি কিছু বলতে পারি?' [৩৮] তিনি বললেন, 'তুমি কী গ্রীক ভাষা জান? তবে তুমি কি সেই মিশরীয় নও, যে কিছুদিন আগে বিদ্রোহ শুরু করে দিল ও সেই চার হাজার খুনী মানুষকে সঙ্গে করে মরুপ্রান্তরে

নিয়ে গেছিল?' [৩৯] পল বললেন, 'আমি ইহুদী, কিলিকিয়া প্রদেশের তার্সসের মানুষ; এমন শহরেরই মানুষ যা তত অপরিচিত নয়। আপনাকে মিনতি করি: জনগণের কাছে আমাকে কথা বলতে অনুমতি দিন।' [৪০] তিনি অনুমতি দিলে পল সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে জনগণের দিকে হাত দিয়ে ইশারা দিলেন; তখন মহা নিস্তব্ধতা নেমে এল, আর তিনি হিব্রু ভাষায় তাদের কাছে একথা বলতে শুরু করলেন:

২২ 'ভাই ও পিতা সকল, আপনাদের কাছে আমার এই আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা শুনুন।' [২] যখন তারা শুনল, তিনি তাদের কাছে হিব্রু ভাষায়ই কথা বলছেন, তখন নিস্তব্ধতা আরও গভীরতর হল। [৩] তিনি বলে চললেন, 'আমি ইহুদী, কিলিকিয়া প্রদেশের তার্সসে আমার জন্ম, কিন্তু এই নগরীতেই মানুষ হয়েছি; গামালিয়েলের পায়ের কাছে বসে আমি পিতৃবিধানের সূক্ষ্মতম নিয়ম অনুসারেই শিক্ষা পেয়েছি; ঈশ্বরের প্রতি আমারও গভীর আগ্রহ ছিল, যেমন আপনাদের সকলের আজ রয়েছে। [৪] আমি প্রাণনাশ পর্যন্তই এই পথ নির্যাতন করতাম, পুরুষ-মহিলাদের বেঁধে কারাগারে তুলে দিতাম। [৫] এবিষয়ে স্বয়ং মহাযাজক ও সমস্ত প্রবীণবর্গও আমার সাক্ষী। তাঁদের কাছ থেকে ভাইদের জন্য পত্র নিয়ে আমি দামাস্কে যাচ্ছিলাম, যারা সেখানে ছিল, দণ্ডিত হবার জন্য তাদেরও যেন বেঁধে যেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারি।

[৬] তখন এমনটি ঘটল যে, যেতে যেতে আমি দামাস্কের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি, এমন সময় হঠাৎ দুপুর বারোটায় আকাশ থেকে একটা তীব্র আলো আমার চারদিকে জ্বলতে লাগল। [৭] আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, এবং শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? [৮] আমি উত্তর দিলাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি আমাকে বললেন, আমি নাজারেথীয় যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। [৯] আমার সঙ্গীরা সেই আলো দেখতে পেল বটে, অথচ যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তা তারা শুনতে পেল না। [১০] পরে আমি বললাম, প্রভু, আমি কী করব? প্রভু আমাকে বললেন, ওঠ, দামাস্কে যাও; আর তোমাকে কী করতে হবে বলে নিরূপিত আছে, সেই সমস্ত তোমাকে বলা হবে। [১১] আর যেহেতু সেই আলোর তেজে

আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, সেজন্য আমার সঙ্গীরা আমাকে হাত ধরে চালিত করতে করতেই আমি দামাস্কে এসে পৌঁছলাম।

[১২] আনানিয়াস নামে কোন একজন লোক, যিনি ভক্তপ্রাণ বিধান-পরায়ণ ও সেখানকার অধিবাসী সকল ইহুদী যাঁর সুখ্যাতি করত, [১৩] তিনি আমার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই শৌল, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও! আর সেই ক্ষণেই আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম। [১৪] পরে তিনি বললেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা জানবার জন্য এবং সেই ধর্মাত্মাকে দেখবার ও তাঁর মুখের কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য আগে থেকে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন; [১৫] কারণ তুমি যা দেখতে ও শুনতে পেয়েছ, সকল মানুষের কাছে সেই সমস্ত বিষয়ে তোমাকে তাঁর সাক্ষী হতে হবে। [১৬] আর এখন তুমি কেন দেরি করছ? ওঠ, তাঁর নাম করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর ও তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেল।

[১৭] এমনটি ঘটল যে, আমি যেরুশালেমে ফিরে এসে মন্দিরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল, [১৮] তখন তাঁকে দেখতে পেলাম; তিনি আমাকে বললেন, দেরি না করে শীঘ্রই যেরুশালেম ছেড়ে চলে যাও, কারণ এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। [১৯] আমি বললাম, প্রভু, তারা তো জানে যে, যারা তোমার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠছিল, আমিই তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও প্রতিটি সমাজগৃহে তাদের বেত মারতাম। [২০] আর যখন তোমার সাক্ষী সেই স্তেফানের রক্তপাত হয়, তখন আমি নিজেই পাশে দাঁড়িয়ে সম্মতি দিচ্ছিলাম, আর যারা তাঁকে হত্যা করছিল, তাদের জামাকাপড় পাহারা দিচ্ছিলাম। [২১] তিনি আমাকে বললেন, যাও, কারণ আমি তোমাকে দূরে, বিজাতীয়দেরই কাছে, প্রেরণ করতে যাচ্ছি।'

পল এখানে শুধু নিজেকে না, যিশুমণ্ডীভুক্ত যারা তাদের খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার অধিকারও রক্ষা করেন। ইহুদীরা তাঁর জীবনের কথা শুনে কিছু কিছু শান্ত হয়ে যাবে পলের এ আশাও বৃথা।

দুর্গ-কারাগারে বন্দি পল (২২:২২-২৯)

২২ [২২] লোকেরা এপর্যন্ত তাঁর কথা শুনেছিল, কিন্তু তাঁর এই কথায় জোর গলায় বলতে লাগল, 'ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও! ও বেঁচে থাকার যোগ্য নয়!' [২৩] এবং চিৎকার করতে করতে নিজেদের চাদর ফেলে দিচ্ছিল ও ধুলো আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছিল, [২৪] তাই সহস্রপতি পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন, এবং লোকেরা কোন্ দোষের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এতই চিৎকার করছে, তা জানবার জন্য কড়া বেত মেরে তাঁকে জেরা করতে নির্দেশ দিলেন।

[২৫] কিন্তু তারা যখন তাঁকে কশা দিয়ে বাঁধল, তখন যে শতপতি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পল তাঁকে বললেন, 'একজন রোমীয় নাগরিককে বিচার না করেই বেত মারা আপনাদের পক্ষে কি বিধেয়?' [২৬] কথাটা শুনে শতপতি সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, 'আপনি কী করতে যাচ্ছেন? লোকটা তো রোমীয় নাগরিক!' [২৭] তাই সহস্রপতি তাঁকে এসে বললেন, 'আমাকে বল, তুমি কি রোমীয় নাগরিক?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' [২৮] সহস্রপতি প্রতিবাদ করে বললেন, 'এই নাগরিকত্ব আমি বহু অর্থের বিনিময়েই পেয়েছি।' পল বললেন, 'আমি জন্মসূত্রেই তা-ই।' [২৯] তাই যাদের তাঁকে জেরা করার কথা ছিল, তারা তখনই পিছিয়ে গেল; সহস্রপতিও ভয় পেলেন, কেননা বুঝতে পারলেন যে পল ছিলেন রোমীয় নাগরিক, আর তিনি তাঁকে শেকল দিয়েই বেঁধে রেখেছিলেন।

রোমীয়রা ধর্মীয় বিষয়জনিত গণ্ডগোল মীমাংসা করার জন্য কশাঘাত-ই সবচেয়ে ফলপ্রসূ প্রতিকার মনে করত। কিন্তু রোমীয় নগরিক বলে পলকে বিনা বিচারে এই দণ্ডে দণ্ডিত করা সম্ভব নয়।

মহাসভায় পলকে বিচার (২২:৩০—২৩:১১)

২২ [৩০] পরদিন, ইহুদীরা কিজন্যই বা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে, তা সঠিকভাবে জানবার ইচ্ছায় সহস্রপতি তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন, ও প্রধান

যাজকদের ও গোটা মহাসভাকে সমবেত হবার জন্য আদেশ দিলেন; পরে
পলকে এনে তাঁদের সামনে দাঁড় করালেন।

২৩ মহাসভার দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে পল বললেন, 'ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত
আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবসময় সদ্বিবেকেই আচরণ করেছি।' [২] এতে
মহাযাজক আনানিয়াস তাঁর মুখে আঘাত করতে নিজ অনুচারীদের আজ্ঞা
দিলেন। [৩] তখন পল তাঁকে বললেন, 'চুনকাম-করা দেওয়াল! একদিন ঈশ্বর
তোমাকে আঘাত করবেন; তুমি বিধান অনুসারেই আমার বিচার করতে আসন
নিয়েছ, অথচ বিধানের বিরুদ্ধেই কি আমাকে আঘাত করতে আজ্ঞা দিয়েছ?'
[৪] অনুচারীরা বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে অপমান করছ?'
[৫] পল বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি তো জানতাম না যে, উনি মহাযাজক;
কেননা লেখা আছে, *তোমার জাতির কোন নেতাকে তুমি অভিশাপ দেবে না*
[[যাত্রা ২২:২৭]]।'
[৬] কিন্তু পল ভালই জানতেন যে, তাদের একটা অংশ সাদ্দুকী ও একটা অংশ
ফরিশী, তাই মহাসভার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাই, আমি ফরিশী ও
ফরিশীর সন্তান! মৃতদের প্রত্যাশা ও পুনরুত্থান সম্বন্ধেই আমার বিচার করা
হচ্ছে।' [৭] তিনি কথাটা বলতে না বলতেই ফরিশী ও সাদ্দুকীদের মধ্যে বিবাদ
বেধে গেল, সভার সদস্যেরা দু' দলে বিভক্ত হলেন। [৮] কারণ সাদ্দুকীরা
বলেন, পুনরুত্থান নেই, স্বর্গদূত ও আত্মাও নেই; অপরদিকে ফরিশীরা দু'টোই
স্বীকার করে। [৯] তখন বড় কোলাহল শুরু হয়ে গেল, এবং ফরিশী সম্প্রদায়ের
কয়েকজন শাস্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে করতে বললেন, 'আমরা এর
কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। হতেও পারে যে, কোন আত্মা বা কোন দূত এর
কাছে কথা বলেছেন!' [১০] বিবাদ এতই তীব্র হয়ে উঠছিল যে, পাছে তারা
পলকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, এই ভয়ে সহস্রপতি আদেশ দিলেন,
যেন সৈন্যেরা নেমে এসে তাদের মধ্য থেকে পলকে কেড়ে নিয়ে দুর্গে নিয়ে যায়।
[১১] পর রাতে প্রভু পলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাহস ধর, কারণ
আমার বিষয়ে যেমন যেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে।'

ইহুদীদের মন অত কঠিন যে পল নিজেকে ও মণ্ডলীকে রক্ষা করার চেষ্টা ত্যাগ করেন। তাতে পল ও যিশুর যন্ত্রণাভোগ আরও সদৃশ হয়ে যায়, খ্রিষ্টের মত তিনিও বিনা কারণে প্রহারিত হন।

পলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র (২৩:১২-২২)

২৩ [১২] সকাল হলে ইহুদীরা গোপন মন্ত্রণাসভায় বসল, এবং বিনাশ-মানতে নিজেদেরই আবদ্ধ করে শপথ করল, যে পর্যন্ত তারা পলকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ করবে না। [১৩] যারা এই ষড়যন্ত্রে অংশ নিল, সংখ্যায় তারা চল্লিশজনের বেশি। [১৪] তারা প্রধান যাজকদের ও প্রবীণবর্গকে গিয়ে বলল, 'আমরা এক মহা বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছি: যে পর্যন্ত পলকে হত্যা না করি, সেপর্যন্ত আমরা কিছুই মুখে দেব না। [১৫] তাই আপনারা এখন মহাসভার সঙ্গে সহস্রপতির কাছে এই আবেদন জানান, তিনি যেন তাকে আপনাদের সামনে এনে হাজির করান; আপনারা এমনি বলবেন যে, আপনারা আরও সূক্ষ্মতররূপে তার বিষয়ে বিচার করতে যাচ্ছেন। আর সে এসে পৌঁছবার আগে আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হব।'
[১৬] কিন্তু পলের বোনের ছেলে তাদের এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে দুর্গে চলে গেল, এবং প্রবেশ করে পলকে কথাটা জানাল, [১৭] আর পল একজন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'এই যুবকটিকে সহস্রপতির কাছে নিয়ে যান, কারণ তাঁর কাছে এর কিছু বলার আছে।' [১৮] তিনি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, 'বন্দি পল আমাকে ডাকিয়ে এনে এই যুবকটিকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে অনুরোধ করল, কারণ আপনার কাছে এর কিছু বলার আছে।' [১৯] সহস্রপতি তাকে হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে সকলের আড়ালে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কাছে তোমার কী বলার আছে?' [২০] সে বলল, 'ইহুদীরা একমত হয়ে এ স্থির করেছে যে, পলের বিষয়ে আরও সূক্ষ্মতররূপে তদন্ত করার সূত্রে তারা আগামীকাল তাঁকে মহাসভায় নিয়ে যাবার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখবে। [২১] আপনি তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশজনের বেশি লোক তাঁর জন্য ওত পেতে

আছে; তারা এমন বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছে যে, যে পর্যন্ত তাঁকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত তারা খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ করবে না; এখন তারা প্রস্তুত হয়ে আছে, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছে।' [২২] সহস্রপতি যুবকটিকে এই আদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন, 'তুমি যে আমাকে এই খবর দিয়েছ, তা কাউকে বলবে না।'

ধর্মের নামে ঘৃণা করা কেমন মারাত্মক ব্যাপার হতে পারে এ সম্বন্ধে এখানে আর একটা প্রমাণ উপস্থিত।

কায়েসারিয়াতে পলকে প্রেরণ (২৩:২৩-৩৫)

২৩ [২৩] পরে দু'জন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে তিনি বললেন, 'ব্যবস্থা কর, যেন রাত ন'টার মধ্যে কায়েসারিয়া পর্যন্ত যাবার জন্য দু'শোজন পদাতিক, সত্তরজন অশ্বারোহী ও দু'শোজন বর্শাধারী প্রহরী প্রস্তুত থাকে। [২৪] তাছাড়া পলের জন্যও বাহন প্রস্তুত করা হোক, যেন তাকে অক্ষত অবস্থায় প্রদেশপাল ফেলিক্সের কাছে পৌঁছে দিতে পার।' [২৫] তারপর তিনি এই মর্মে একটা পত্রও লিখে দিলেন: [২৬] 'আমি ক্লাউদিউস লিসিয়াস, মহামান্য প্রদেশপাল ফেলিক্সের সমীপে: মঙ্গলবাদ! [২৭] ইহুদীরা একে ধরে হত্যা করতে যাচ্ছিল বিধায় আমি সৈন্যদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে তার প্রাণ বাঁচালাম, কেননা জানতে পারলাম যে, এ রোমীয় নাগরিক। [২৮] তারা এর বিরুদ্ধে কোন্ অভিযোগ আনছে, তা জানবার ইচ্ছায় আমি তাদের মহাসভায় একে নিয়ে গেলাম। [২৯] আর বুঝতে পারলাম, অভিযোগটা তাদের বিধান সংক্রান্ত কোন না কোন বিবাদে কেন্দ্রীভূত, কিন্তু এমন কোন অভিযোগ পেলাম না, যার ভিত্তিতে তাকে প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়া চলে। [৩০] উপরন্তু, খবর পেলাম যে, এর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে, তাই দেরি না করে একে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এর বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে, তাদেরও নোটিস দিয়েছি, যেন এর বিরুদ্ধে তাদের যা বলার আছে, আপনার সাক্ষাতেই তা পেশ করে।'

[৩১] আদেশ অনুসারে সৈন্যেরা সেই রাতে পলকে আন্তিপাত্রিসে নিয়ে গেল। [৩২] পরদিন পলের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ভার অশ্বারোহীদের হাতে তুলে দিয়ে তারা দুর্গে ফিরে এল। [৩৩] অশ্বারোহীরা কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছে প্রদেশপালের হাতে পত্রটা তুলে দিয়ে পলকেও তাঁর সামনে হাজির করল। [৩৪] পত্রটা পড়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পল কোন্ প্রদেশের মানুষ, এবং তিনি যে কিলিকিয়ার মানুষ, একথা জানতে পেরে বললেন, [৩৫] 'তোমার বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে, তারা যখন আসবে, তখন তোমার ব্যাপার শুনব।' এবং আজ্ঞা দিলেন, যেন তাঁকে হেরোদের প্রাসাদে আটক রাখা হয়।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে পল কায়েসারিয়া স্থানান্তরিত হন।

প্রথম বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

এ বিভাগের ঘটনাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, লুক এ ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন।

ইহুদীধর্ম ও আদিমণ্ডলীর মধ্যকার ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ অধিকতর গভীর হতে চলেছে। বিচ্ছেদটা উভয় পক্ষের জন্য নিঃসন্দেহে খুবই কষ্টকর হয়েছে এবং অবশ্য প্রাক্তন ইহুদীধর্মনিষ্ঠ পলের জন্যও ক্লেশ ও মনোবেদনাদায়ী হয়েছে। বাস্তবিকই খ্রিষ্টের সুসমাচারে ঘোষিত স্বাধীনতায় পৌঁছনোর জন্য পলের পক্ষে বিধিবিধানবিহিত নিজ পূর্বধারণা-ধারাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে।

পলের এ কষ্টজনক পরিবর্তন একটা প্রতীক: যিশুর প্রতি সর্বকালীন মণ্ডলীর ও প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর বিশ্বস্ততার প্রতীক। যিশুর দেওয়া স্বাধীনতা পরম লক্ষ্য বলে বেছে নিতে গেলে পলের মত যিশু খ্রিষ্ট ছাড়া অন্য কোন বস্তু বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা যায় না; এর অর্থ: প্রতিনিয়ত মনপরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান ও পরবর্তী বিভাগে পলের বাণী হল লুকের ধারণায় ইহুদীধর্মের কাছে আদিমণ্ডলীরই আত্মপক্ষ সমর্থনস্বরূপ। ইহুদীধর্মের কর্তৃপক্ষ উত্তেজিত হয়েছিল কারণ

ইহুদী ও বিজাতীয়দের অনেকে খ্রিষ্টবিশ্বাস পছন্দ করত। ইহুদীধর্ম বিলীন হয়ে যাবে এ ছিল ইহুদী নেতাদের আশঙ্কা। আর তাদের এ আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়েছে, যেহেতু ৬৯–৭০ সালে রোমীয়রা যেরুশালেম ধ্বংস করে দেয়; ১৩২ সালে সম্রাট আদ্রিয়ানুস পরিচ্ছেদনের প্রথা অ-ইহুদীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় দোষ বলে ঘোষণা করেন, এবং ১৩৫ সালে রোমীয় সৈন্যরা পালেস্তিনা অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টবিশ্বাসের অসাধারণ বৃদ্ধির কারণেই ইহুদীধর্মের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল।

এ আত্মপক্ষ সমর্থন কিন্তু শুধু ইহুদীধর্মের কাছে নয়, রোম সাম্রাজ্যের সমীপেও লুক উপস্থাপন করেন। রোম সাম্রাজ্য আছে বলে আদিমণ্ডলী তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাধ্য, ইচ্ছাকৃতভাবে তার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাছাড়া রোম সাম্রাজ্য নিজেই আদিমণ্ডলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসে বিজ্ঞ লুক এ বিষয়ে সচেতন, সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যদি তাঁর লেখায় রোমীয়দের প্রতি (যেমন কর্নেলিউস) সহানুভূতিশীল একটা মনোভাব একাধিকবার প্রকাশ পায়। এজন্য পলের আত্মপক্ষসমর্থন বাণী যদিও বাস্তব, তবু ক্রোধজনিত নয় বরং শান্ত; আত্মপক্ষ সমর্থনটি সর্বাপেক্ষা সাম্রাজ্যকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায় না, উদ্দেশ্য বরং হল খ্রিষ্টবিশ্বাস অভ্রান্ত ও স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা।

এ বিভাগে লুকের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক দৃষ্টিকোণও বর্তমান: ক্রমে ক্রমে যিশুর বাণী রোমের দিকে প্রসারিত হয়।

* * *

কার্যবিবরণীর পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে যেরুশালেম মণ্ডলী আর উল্লিখিত হবে না। তখনকার অন্যান্য পুস্তক থেকে জানা যায় যে পল চলে যাওয়ার পর যেরুশালেম মণ্ডলী চার বছর শান্তি ভোগ করে। অনেক ইহুদী খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়াতে সাদ্দুকীদের প্ররোচনায় মণ্ডলীর বিরুদ্ধে পুনরায় অত্যাচার শুরু হয়; ঠিক এ সময়ে অন্য খ্রিষ্টভক্তদের সঙ্গে মণ্ডলীর বিশপ প্রেরিতদূত যাকোবও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সাক্ষ্যমরত্ব লাভ করেন।

৭০ সালে যখন যেরুশালেম নগরী ধ্বংস হয় তখন সেখানকার মণ্ডলী সিরিয়ার পেল্লা শহরে আশ্রয় নেয় যুদ্ধশেষ পর্যন্ত। ১৩৫ সালে, দ্বিতীয় যুদ্ধশেষে, রোমীয় সম্রাট যেরুশালেমে হিব্রুদের বাস করতে বারণ করাতে হিব্রু-খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পালেস্তিনার অন্যান্য স্থানে ও বিদেশে চলে যায়।

দ্বিতীয় বিভাগ

কায়েসারিয়াতে পল (২৪–২৬)

প্রদেশপাল ফেলিক্সের দরবারে পলকে বিচার (২৪:১-২৭)

২৪ পাঁচ দিন পর মহাযাজক আনানিয়াস কয়েকজন প্রবীণকে ও তের্তুলুস নামে একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন, এবং তাঁরা প্রদেশপালের কাছে পলের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ জানালেন। [২] পলকে ডাকা হলে তের্তুলুস এই বলে অভিযোগ পেশ করতে শুরু করলেন: 'মহামান্য ফেলিক্স, আপনারই জন্য আমরা মহাশান্তি ভোগ করছি, আবার আপনার দূরদৃষ্টি গুণেই এই জাতি নানা উন্নয়নের কাজ দেখতে পেয়েছে—[৩] একথা আমরা সর্বতভাবে সর্বত্রই সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। [৪] তবু আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে চাই না বিধায় মিনতি করি, আপনি নিজের দয়া গুণে আমাদের স্বল্প কথা শুনুন; [৫] কারণ আমরা দেখতে পেলাম, এই লোকটা মহামারীর মত! এ তো জগতের সমস্ত ইহুদীর মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে, ও নাজারীয় দলের একটা প্রধান নেতা; [৬] এমনকি এ তো মন্দিরও কলুষিত করতে চেষ্টা করেছিল, আর আমরা একে গ্রেপ্তার করেছি। [অভিপ্রায় ছিল, আমরা আমাদের বিধান অনুসারে এর বিচার করব, [৭] কিন্তু সহস্রপতি লিসিয়াস এসে পড়ে একে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন, [৮] এবং অভিযোগকারীদের আপনার দরবারে দাঁড়াতে হুকুম দিলেন] [৮] আপনি একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, নিজেই বুঝতে পারবেন, এর বিরুদ্ধে আমরা যে সমস্ত অভিযোগ এনেছি, তা সত্য কিনা।' [৯] ইহুদীরাও সমর্থন জানিয়ে বলল যে, এই সমস্ত কথা ঠিক।

[১০] প্রদেশপাল কথা বলার জন্য পলকে ইশারা দিলে তিনি এই উত্তর দিলেন, 'আপনি বহু বছর ধরে এই জাতির উপর বিচার অনুশীলন করে আসছেন, একথা জেনে আমি যথেষ্ট আস্থা নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। [১১] আপনি নিজে জেনে নিতে পারবেন যে, এখনও বারো দিনের বেশি হয়নি, যখন আমি উপাসনার উদ্দেশ্যে যেরুশালেমে গিয়েছিলাম। [১২] এরা মন্দিরে আমাকে কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে বা জনতাকে উত্তেজিত করতে কখনও দেখেনি—

কোন সমাজগৃহেও নয়, শহরেও নয়; [১৩] আর এইমাত্র এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তার কোনও প্রমাণও আপনার সামনে দিতে পারে না। [১৪] কিন্তু আমি আপনার কাছে একথা স্বীকার করি: এরা যাকে "দল" বলে, সেই পথ অনুসারে আমি পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি; যা কিছু বিধান অনুযায়ী এবং যা কিছু নবী-পুস্তকে লেখা আছে, তা সবই বিশ্বাস করি; [১৫] আর এদের নিজেদেরও যেমন, আমারও তেমনি ঈশ্বরের কাছে এই প্রত্যাশা আছে যে, ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই পুনরুত্থান হবে। [১৬] আর এজন্য আমি ঈশ্বরের সামনে ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি। [১৭] বেশ কয়েক বছর পরে আমি এবার সাহায্যদান অর্পণ করতে ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করতে এসেছিলাম; [১৮] এই উপলক্ষে লোকেরা আমাকে শুদ্ধিক্রিয়া পালন করার পরেই মন্দিরে দেখতে পেল। কোন ভিড়ও জমেনি, কোন গণ্ডগোলও হয়নি; [১৯] বরং এশিয়ার কয়েকজন ইহুদীই উপস্থিত ছিল, সুতরাং তাদেরই এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত, যেন আমার বিরুদ্ধে যদি তাদের কোন কথা থাকে, আপনার কাছে তা বলে অভিযোগ উপস্থাপন করে। [২০] এরা যারা উপস্থিত, কমপক্ষে এরাই বলুক, আমি মহাসভার সামনে দাঁড়ালে এরা আমার বিষয়ে কী অপরাধ পেয়েছে। [২১] কেবল এই একটি কথা, যা আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম, অর্থাৎ: মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়েই আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে।'

[২২] সেই পথ সম্বন্ধে ফেলিক্সের সূক্ষ্ম জানা ছিল; তিনি বিচার স্থগিত করে তাদের বললেন, 'যখন সহস্রপতি লিসিয়াস আসবেন, তখন আমি তোমাদের বিচারের রায় দেব।' [২৩] আর তিনি শতপতিকে আদেশ দিলেন, যেন পলকে আটকে রাখা হয়, কিন্তু তাঁকে যেন একপ্রকার স্বাধীনতাও দেওয়া হয়, এবং তাঁর কোন বন্ধুকে যেন তাঁর সেবা করতে কোন প্রকার বাধা দেওয়া না হয়।

[২৪] কয়েক দিন পর ফেলিক্স দ্রুসিল্লা নামে নিজের ইহুদী স্ত্রীর সঙ্গে এসে পলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁরই মুখে খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাসের কথা শুনলেন। [২৫] কিন্তু যখন পল ন্যায়নীতি, আত্মসংযম ও ভাবী বিচারের কথা বলতে লাগলেন, তখন ফেলিক্স ভয় পেলেন; বললেন, 'আচ্ছা, এখনকার মত যেতে পার, উপযুক্ত সময় পেলে আবার তোমাকে ডেকে পাঠাব।' [২৬] তাঁর এই

আশাও ছিল, পল তাঁকে টাকা দেবেন, এজন্য তাঁকে প্রায়ই ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।
[২৭] কিন্তু দু'বছর অতিবাহিত হলে ফেলিক্সের স্থানে পর্কিউস ফেস্তুস এলেন, আর ফেলিক্স ইহুদীদের খুশি করার ইচ্ছায় পলকে বন্দিদশায় রেখে গেলেন।

যেমন যিশু রাজনৈতিক ও ধর্মবিরোধীতা-সংক্রান্ত অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তেমনি পলও ঠিক সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হন। আত্মপক্ষ সমর্থনে পল বলেন, তাঁর কাজ সবসময় বিশ্বাস ও প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। তবুও ভীত প্রদেশপাল ইহুদীদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পলকে বন্দি করে রাখেন।

সম্রাটের দরবারে পলের বিচার প্রার্থনা (২৫:১-১২)

২৫ ফেস্তুস সেই প্রদেশে আসার তিন দিন পর কায়েসারিয়া থেকে যেরুশালেমে গেলেন। [২] প্রধান যাজকেরা ও ইহুদীদের জননেতারা তাঁর কাছে এসে পলের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা তুললেন, [৩] এবং তাঁর বিরুদ্ধে এই আবেদনও জানালেন, যেন ফেস্তুস অনুগ্রহ করে পলকে যেরুশালেমে আনার ব্যবস্থা করেন। আসলে তাঁরা পথে তাঁকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত আঁটছিলেন। [৪] কিন্তু ফেস্তুস উত্তরে বললেন যে, পল কায়েসারিয়ায় আটকে ছিলেন, ও তিনি নিজেই বেশি দেরি না করে সেখানে ফিরে যাবেন। [৫] তিনি বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যাঁদের অধিকার আছে, তাঁরা আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে সেই লোকটার যদি কোন অপরাধ থাকে, সেখানেই তাকে অভিযুক্ত করুন।'
[৬] আর তাঁদের কাছে আট-দশ দিনের বেশি না থেকে কায়েসারিয়ায় চলে গেলেন, এবং পরদিন বিচারাসনে আসন নিয়ে পলকে সামনে আনবার হুকুম দিলেন। [৭] তিনি যখন এসে উপস্থিত হলেন, তখন যে ইহুদীরা যেরুশালেম থেকে এসেছিল, তারা তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করতে লাগল, কিন্তু তার কোন প্রমাণ দেখাতে পারল না।
[৮] পল আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, 'ইহুদীদের বিধানের বিরুদ্ধে, বা মন্দিরের বিরুদ্ধে, কিংবা কায়েসারের বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধ করিনি।' [৯] কিন্তু

ফেস্তুস ইহুদীদের খুশি করার ইচ্ছায় পলকে এই বলে উত্তর দিলেন, 'তুমি কি যেরুশালেমে গিয়ে সেখানে আমার সামনে এই সব বিষয়ে বিচারাধীন হতে সম্মত?' [১০] পল বললেন, 'আমি কায়েসারের বিচারাসনের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে আমার বিচার হওয়া উচিত। ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমি তো কোন অন্যায় করিনি, একথা আপনিও ভাল ভাবেই জানেন। [১১] যদি আমি অপরাধী হই, এবং প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছু করে থাকি, তাহলে মরতে অস্বীকার করি না। কিন্তু এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তাতে যদি সত্য বলতে কিছু না থাকে, তবে এদের হাতে আমাকে তুলে দেওয়া কারও অধিকার নেই। আমি কায়েসারের কাছেই আপীল করি!' [১২] তখন ফেস্তুস পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর উত্তরে বললেন, 'তুমি কায়েসারের কাছে আপীল করেছ, কায়েসারের কাছেই যাবে।'

ইহুদীদের হাতে পড়ার আশঙ্কায় পল সম্রাটের দরবারে বিচার-প্রার্থনা করেন।

পলকে রাজা আগ্রিপ্পাসের কাছে আনা হয় (২৫:১৩-২৭)

২৫ [১৩] কয়েক দিন পর রাজা আগ্রিপ্পা ও তাঁর বোন বের্নিকা ফেস্তুসকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। [১৪] আর যেহেতু তাঁরা সেখানে বেশ কিছুদিন থাকলেন, সেজন্য ফেস্তুস রাজার কাছে পলের কথা উত্থাপন করে বললেন, 'ফেলিক্স একটা লোককে বন্দিদশায় রেখে গেছেন; [১৫] আর আমি যেরুশালেমে থাকতে ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণবর্গ তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পেশ করে তার দণ্ডাজ্ঞার জন্য আবেদন জানালেন। [১৬] আমি তাঁদের এই উত্তর দিলাম যে, আসামী যে পর্যন্ত ফরিয়াদী পক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে অভিযোগের উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবকাশ না পায়, সে পর্যন্ত তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমীয়দের নীতি নয়। [১৭] আর যখন তাঁরা এখানে একসঙ্গে এলেন, তখন আমি দেরি না করে পরদিন বিচারাসনে বসে সেই লোকটাকে আনতে হুকুম দিলাম। [১৮] ফরিয়াদী পক্ষ তার পাশে দাঁড়িয়ে, আমি যে ধরনের অপরাধ অনুমান করেছিলাম, তারা সেই ধরনের কোন অপরাধ

তার বিষয়ে উত্থাপন করল না; [১৯] তার বিরুদ্ধে যা উপস্থাপন করল, তা ছিল কেবল তাদের নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপার সংক্রান্ত, ও যিশু নামে মৃত কোন্ একটা লোকের ব্যাপার সংক্রান্ত, যার বিষয়ে কিন্তু পল বলছিল, লোকটা এখনও জীবিত। [২০] কীভাবে ব্যাপারটা তদন্ত করব, তা আদৌ বুঝতে না পেরে আমি পলকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে যেরুশালেমে গিয়ে সেইখানে বিচারাধীন হতে সম্মত কিনা। [২১] কিন্তু পল আপীল করল, যেন তার মামলাটা সম্রাটেরই বিচারের জন্য রেখে দেওয়া হয়; তাই আমি কায়েসারের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত তাকে বন্দিদশায় রাখতে হুকুম দিলাম।' [২২] আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন, 'আমিও সেই লোকের কাছে কিছু কথা শুনতে চাচ্ছিলাম।' ফেস্তুস বললেন, 'আগামী কাল তাঁকে শুনতে পাবেন।'
[২৩] তাই পরদিন আগ্রিপ্পা ও বের্নিকা ঘটা করে এলেন, এবং সহস্রপতিদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করলেন; ফেস্তুসের হুকুমে পলকেও আনা হল। [২৪] তখন ফেস্তুস বললেন, 'রাজা আগ্রিপ্পা, এবং আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত সকলে, আপনারা তাকেই দেখতে পাচ্ছেন, যার বিরুদ্ধে গোটা ইহুদী জাতি আমার কাছে যেরুশালেমে এবং এই স্থানে আবেদন জানাল, ও উচ্চকণ্ঠে বলল যে, এর আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। [২৫] কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, প্রাণদণ্ডের যোগ্য হওয়ার জন্য এ কিছুই করেনি, তথাপি এ নিজেই সম্রাটের কাছে আপীল করায় একে পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। [২৬] কিন্তু রাজাধিরাজের কাছে এর বিষয়ে লিখে জানাবার মত নিশ্চিত কিছুই পাচ্ছি না। সেজন্য আপনাদের সাক্ষাতে, বিশেষভাবে হে রাজা আগ্রিপ্পা, আপনারই সাক্ষাতে একে হাজির করেছি, যেন জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি লিখবার কিছু সূত্র পাই। [২৭] কেননা বন্দির বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে না জানিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া আমি তো বৃথাই বলে মনে করি।'

হেরোদ ও পিলাতের সময়ে যেমন যিশুর জীবনে ঘটেছিল, তেমনি এখনও পলের জন্য তাই ঘটে।

পলের সাক্ষ্য (২৬:১-৩২)

২৬ আগ্রিপ্পা তখন পলকে বললেন, 'তোমার নিজের পক্ষে যা বলার আছে, তা বলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।' এবং পল হাত বাড়িয়ে দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন :

[২] 'রাজা আগ্রিপ্পা, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনে, তা সম্বন্ধে আজ আপনার সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পেরেছি বিধায় আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, [৩] বিশেষভাবে এই কারণে যে, ইহুদীদের সমস্ত রীতিনীতি ও সমস্যা সম্বন্ধে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। সুতরাং, আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শুনুন।
[৪] যৌবনকাল থেকে আমার জীবন—যা আমি প্রথম থেকেই আমার নিজের জাতির মধ্যে ও যেরুশালেমে কাটিয়েছি—তা ইহুদীরা সকলেই জানে।
[৫] প্রথম থেকেই তো তারা আমাকে জানে বিধায় ইচ্ছা করলে সাক্ষ্যও দিতে পারে যে, ফরিশী বলে আমি আমাদের ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে নিয়মপরায়ণ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য পালন করেছি। [৬] আর আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশা রাখি বিধায়ই আমি এখন বিচারিত হবার জন্য দাঁড়াচ্ছি—[৭] সেই যে প্রতিশ্রুতির ফল পাবার প্রত্যাশায়ই আমাদের বারো গোষ্ঠী দিনরাত একাগ্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করে চলছে। মহারাজ, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে। [৮] ঈশ্বর যে মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন, একথা কেনই বা আপনাদের কাছে অচিন্তনীয় মনে হচ্ছে?

[৯] আমিই তো মনে করতাম যে, নাজারেথীয় যিশুর নামের বিরুদ্ধে যা কিছু করা যায়, তা আমারই কর্তব্য। [১০] আর আমি আসলে যেরুশালেমে তা-ই করতাম ; প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার পেয়ে পবিত্রজনদের অনেককেই আমি কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও তাঁদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করতাম, [১১] আর সমস্ত সমাজগৃহে বারবার তাদের শাস্তি দিয়ে বলপ্রয়োগে ধর্মনিন্দা করাতে চেষ্টা করতাম, এবং তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বিদেশের শহরে পর্যন্তও তাদের পিছনে ধাওয়া করতাম।

[১২] এই উদ্দেশ্যে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার ও দায়িত্বভার নিয়ে আমি একদিন দামাস্কে যাচ্ছিলাম, [১৩] এমন সময়ে, হে মহারাজ, দুপুরের দিকে আমি পথিমধ্যে দেখতে পেলাম, আকাশ থেকে সূর্যের তেজের চেয়েও তেজময় এক আলো আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারদিকে জ্বলতে লাগল। [১৪] আমরা সকলে মাটিতে পড়ে গেলাম, আর আমি শুনতে পেলাম এক কণ্ঠস্বর হিব্রু ভাষায় আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? হুলের মুখে লাথি মারা তোমার কেমন কষ্টকর! [১৫] তখন আমি বললাম, প্রভু, আপনি কে? প্রভু বললেন, আমি যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। [১৬] এবার ওঠ, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। তোমাকে আমার সেবক ও সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তো আমি আজ তোমাকে দেখা দিয়েছি: তুমি যে আমার এই দেখা পেলে এবং পরেও আমি যে আবার তোমাকে দেখা দেব, এরই বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী হতে হবে। [১৭] *আমি তোমাকে উদ্ধার করব এই জাতির মানুষের হাত থেকে আর সেই বিজাতিদেরও হাত থেকে, যাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি* [[যেরে ১:৫-৮]] [১৮] *তুমি যেন তাদের চোখ খুলে দাও, ফলে তারা যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে* [[ইশা ৪২:৭-১৬]], শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে, আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপক্ষমা পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে।

[১৯] এজন্য, রাজা আগ্রিপ্পা, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের প্রতি অবাধ্য হইনি; [২০] বরং প্রথমে দামাস্কের লোকদের কাছে, পরে যেরুশালেমের লোকদের কাছে ও সারা যুদেয়া অঞ্চলে, এবং বিজাতীয়দেরও কাছে আমি প্রচার করতে লাগলাম, তারা যেন মনপরিবর্তনের যোগ্য কাজ সাধন ক'রে মনপরিবর্তন করে ও ঈশ্বরের দিকে ফেরে। [২১] এই সমস্ত কারণেই ইহুদীরা মন্দিরে আমাকে ধরে হত্যা করতে চেষ্টা করল। [২২] কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আমি আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি ও ছোট বড় সকলেরই কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। নবীরা ও মোশিও যা ঘটবে বলে গেছেন, তা ছাড়া আমি আর কিছুই বলছি না; তাঁরা বলেছিলেন, [২৩] খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতদের প্রথম হওয়ায় তাঁকে আমাদের জাতির কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে আলো প্রচার করতে হবে।'

[২৪] তিনি এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, এমন সময়ে ফেস্তুস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'পল, তুমি উন্মাদ! অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য তোমাকে উন্মাদ করে তুলেছে।' [২৫] পল বললেন, 'মহামান্য ফেস্তুস, আমি উন্মাদ নই, বরং যে কথা বলছি, তা সত্য ও সুবিবেচিত কথা! [২৬] বাস্তবিকই স্বয়ং রাজা এই সকল বিষয় বোঝেন, আর তাঁরই সামনে আমি সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলছি, কারণ আমার ধারণাই যে এর কিছুই রাজার অজানা নয়, কেননা এই যা ঘটেছে, তা এক কোণে ঘটেনি। [২৭] রাজা আগ্রিপ্পা, আপনি কি নবীদের বিশ্বাস করেন? আমি জানি, আপনি বিশ্বাস করেন।' [২৮] এতে আগ্রিপ্পা পলকে বললেন, 'আর একটু সময়, আর তুমি প্রমাণ দেবে যে আমি নিজেও খ্রিষ্টিয়ান!' [২৯] পল বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে এই নিবেদন রাখছি, একটু হোক বা বেশি হোক, আপনিই শুধু নন, কিন্তু অন্য যত লোক আজ যাঁরা আমাকে শুনছেন, সকলেই যেন—এই শেকল ছাড়া—আমি যেমন তাঁরাও তেমনি হন।'
[৩০] তখন রাজা, প্রদেশপাল ও বের্নিকা এবং তাঁদের সঙ্গে যাঁরা সেখানে বসে ছিলেন, সকলে উঠে দাঁড়ালেন; [৩১] এবং অন্য জায়গায় গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বলতে লাগলেন, 'লোকটা প্রাণদণ্ডের বা শেকলের যোগ্য কিছুই করেনি।' [৩২] আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন, 'এ যদি কায়েসারের কাছে আপীল না করত, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারত।'

হেরোদ নীরব যিশুকে উন্মাদ মনে করেছিলেন; এখানেও ফেস্তুস পলকে উন্মাদ মনে করেন। আশ্চর্যের বিষয় যে পল নীরব হয়ে থাকেন না, বরং আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ এবং আবেগ ও গুরুত্ব পূর্ণ একটা ভাষণ দেন। পলের এমন আচরণের হেতুটা আগ্রিপ্পাস ও ফেস্তুসের শেষ সিদ্ধান্তে পূর্ণ প্রকাশ পায়; তাঁরা বলেন, 'লোকটা প্রাণদণ্ডের বা শেকলের যোগ্য কিছুই করেনি।' সুতরাং লুক এ পুস্তকখানার বিজাতীয় পাঠকদের কাছে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করেন যে অন্যান্য ধর্মের মত খ্রিষ্টবিশ্বাসেরও রোম সাম্রাজ্যে থাকার অধিকার আছে।

দ্বিতীয় বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

এই তৃতীয় অংশের ঘটনাগুলো যে কত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত হয় তা সত্যি আশ্চর্যের বিষয়। অবশ্যই লুক কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান। যে পল বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে নানা দরবারে উপস্থিত হন, সেই পল ঐতিহাসিক একটি ব্যক্তি বটে, কিন্তু যিশু ও স্তেফানের মত তিনিও প্রথম যুগের নির্যাতিত ও একই অভিযোগে (রাজনীতি ও ধর্মীয় বিরোধিতা) অভিযুক্ত মণ্ডলীর প্রতীক। আদিমণ্ডলীর ইতিহাসে এ অভিযোগ দু'টোর পুনরাবৃত্তি করায় লুক মণ্ডলী ও খ্রিষ্টবিশ্বাসের পক্ষ সমর্থক হয়ে দাঁড়ান।

সুতরাং লুকের মণ্ডলী ও বাণীপ্রচার সম্বন্ধীয় ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে: খ্রিষ্টমণ্ডলী এক রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন-বিশেষ নয় বলে প্রকৃতপক্ষে ইহলোকের রাজনৈতিক বা সামাজিক কাঠামোকে লক্ষ করে না। প্লাটো, আরিস্ততেল, মার্ক্স ও অন্যান্য দার্শনিকের সঙ্গে মণ্ডলীর পার্থক্য এই: মণ্ডলী স্বীয় কোন স্থিরীকৃত কাঠামো বা দর্শনবাদ প্রবর্তন করে না, বরং সর্বকালীন ও সর্বস্থানের মানুষের অন্তরে যিশুর বাণী উপস্থাপন করে।

যিশুর বাণীগ্রহণে মানুষ প্রাক্তন আচার-ব্যবহার ত্যাগ করতে আহূত হয়। যিশুর বাণীর নবীনতা স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি অন্তরতম পাপজনিত মনোভাব থেকে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে যাতে এ নব-স্বাধীনতালাভে মানুষ পরোপকারী ও খ্রিষ্টকেন্দ্রিভূত হয়ে নব ধরনের জীবন যাপন করে। যিশুগ্রহণে মানুষের স্বভাব বা মানসিকতা বদলি হয়ে যায়, অর্থাৎ মানুষ মনপরিবর্তন করে।

নব মন অর্জনের ফলে, এমনকি যিশুরই মন অর্জনের ফলে মানুষ সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল ভাবে এ জগতে কাজ করবে। এ ধরনের অনুপ্রাণিত মানুষ বিপ্লবী মানুষ, নিঃসংশয়েই সে জাগতিক যে কোন কাঠামো প্রভাবিত বা নবীভূত করতে সক্ষম।

সুতরাং লুকের কথা এ: যেহেতু খ্রিষ্টবিশ্বাস ও মণ্ডলী প্রত্যক্ষভাবে সমাজের বাহ্যিক ধরনের কাঠামোকে নয় বরং প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলো লক্ষ করে, সেহেতু যেখানে একজন মানুষ ওই প্রভাবকারী শক্তিগুলোর বন্ধন সম্বন্ধে সচেতন

হয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চায়, সেখানেই, সেই মানুষের কাছেই, মণ্ডলীর ও খ্রিষ্টবিশ্বাসের থাকার অধিকার আছে।

আসলে মণ্ডলীর পক্ষ সমর্থনে লুক মণ্ডলীর সার্বজনীনতাই ঘোষণা করেন: যিশুর সাধিত পরিত্রাণ বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য যে কোন জাতি দেশ বা সংস্কৃতির মানুষের অধিকার আছে, এবং এই অধিকারের চাহিদা মেটানো-ই মণ্ডলীরও অধিকার।

এজন্য যারা যিশুকে প্রচার করে ও যারা তাঁকে গ্রহণ করে, উভয়েই ব্যক্তিগতভাবে মানবজাতির যে কোন সমস্যার সঙ্গে, এমনকি তার ভবিষ্যতের সঙ্গে অবশ্যই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তৃতীয় বিভাগ

রোমে বন্দি পলের আগমন (২৭—২৮)

রোম যাত্রা (২৭:১-৪৪)

২৭ যখন স্থির করা হল যে, আমরা জাহাজে করে ইতালি অভিমুখে যাত্রা করব, তখন পলকে এবং আরও কয়েকজন বন্দিকে আউগুস্তা সেনাদলের একজন শতপতির হাতে তুলে দেওয়া হল, যাঁর নাম যুলিউস। [২] আদ্রামিত্তিয়ামের এমন একটা জাহাজে উঠলাম, যা এশিয়ার নানা জায়গায় যাওয়ার কথা। মাকিদনিয়ার থেসালোনিকীয় আরিস্তার্খসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। [৩] পরদিন আমরা সিদোনে এসে ভিড়লাম; আর যুলিউস পলের প্রতি যথেষ্ট দয়া দেখিয়ে তাঁকে বন্ধুবান্ধবদের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে একটু সেবাযত্ন পাবার অনুমতি দিলেন। [৪] সেখান থেকে আমরা আবার জলপথে রওনা হলাম; বাতাস উল্টো হওয়ায় আমরা সাইপ্রাস দ্বীপের আড়ালে থেকে এগিয়ে চললাম। [৫] পরে কিলিকিয়া ও পাম্ফিলিয়ার সামনে দিয়ে সাগর পার হয়ে লিকিয়া প্রদেশের মিরায় নামলাম।

[৬] সেখানে আলেক্সান্দ্রিয়ার একটা জাহাজ ইতালিতে যাচ্ছে দেখে শতপতি আমাদের সেই জাহাজে তুলে নিলেন। [৭] বেশ কিছুদিন ধরে আস্তে আস্তে চলে কষ্ট করে ক্লিদসের সামনাসামনি এসে পৌঁছলাম; কিন্তু বাতাসে আর এগিয়ে যেতে না পারায় আমরা সাল্‌মোনী অন্তরীপের পাশ দিয়ে গিয়ে ক্রীট দ্বীপের আড়ালে থেকে এগিয়ে চললাম। [৮] পরে কষ্ট করে উপকূলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে গিয়ে ‘শুভ বন্দর’ নামে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যা লাসাইয়া শহরের কাছাকাছি।

[৯] বহুদিন নষ্ট হয়েছিল বিধায়, এবং উপবাস-পর্ব অতীত হয়েছিল বিধায় জলযাত্রা বিপজ্জনক হওয়ায় পল তাদের সতর্ক করে বলছিলেন, [১০] ‘মানুষ, আমি দেখতে পাচ্ছি, এই যাত্রায় অমঙ্গল ও যথেষ্ট ক্ষতি হবে—শুধু মালপত্র বা জাহাজের নয়, আমাদের প্রাণেরও ক্ষতি হবে।’ [১১] কিন্তু শতপতি পলের কথার চেয়ে জাহাজের সারেঙ ও মালিকের কথায় বেশি কান দিলেন।

[১২] সেই ‘শুভ বন্দর’ শীতকাল কাটানোর উপযুক্ত জায়গা না হওয়ায় বেশির ভাগ লোক সেখান থেকে এগিয়ে যাবার মত প্রকাশ করল, যেন কোন রকমে ফৈনিক্সে পৌঁছে সেইখানে শীতকাল কাটাতে পারে। ফৈনিক্স হচ্ছে ক্রীটের একটি বন্দর, যার দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা।

[১৩] যখন মৃদু দক্ষিণা বাতাস বইতে লাগল, তখন তারা, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে ক'রে নোঙ্গর তুলে ক্রীটের ধার ঘেঁষে এগিয়ে যেতে লাগল। [১৪] কিন্তু অল্পকাল পরে দ্বীপের ভিতর থেকে তুফানের মত প্রচণ্ড এক বাতাস ছুটে এল, যার নাম ঈশান-বায়ু। [১৫] তখন জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়ে বাতাসের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে না পারায় আমরা তা ভেসে যেতে দিলাম। [১৬] কাউদা নামে একটা ছোট দ্বীপের আড়ালে থেকে চলে বহু কষ্ট করে জাহাজের ডিঙিটা সামনে নিতে পারলাম। [১৭] তখন নাবিকেরা তা তুলে নেওয়ার পর মোটা কাছি জাহাজের চারপাশে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল। পরে, পাছে সির্তিসের চরে ঠেকে যাই, এই ভয়ে তারা ভাসা নোঙ্গরটা জলে নামিয়ে দিল; আর এভাবে জাহাজটা এমনিই ভেসে যেতে লাগল। [১৮] ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খাচ্ছিলাম বিধায় পরদিন তারা মালপত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। [১৯] তৃতীয় দিনে তারা নিজেদের হাতেই জাহাজের সরঞ্জামও ফেলে দিল। [২০] আর অনেক দিন পর্যন্ত সূর্য কি তারা মুখ দেখাচ্ছিল না বিধায়, এবং ঝড়ের তাণ্ডব অবিরতই চলছিল বিধায় আমরা শেষে মনে করছিলাম, এবার রক্ষা পাবার আর কোন আশা নেই।

[২১] সকলে অনেক দিন না খেয়ে থাকার পর, পল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘মানুষ, তোমাদের উচিত ছিল, আমার কথা মেনে নিয়ে ক্রীট থেকে জাহাজ না ছাড়া; তবেই এই অমঙ্গল ও ক্ষতি এড়াতে পারতে। [২২] যাই হোক, এখন আমার পরামর্শ এ: ভেঙে পড়ো না, কারণ কারও প্রাণের হানি হবেই না, কেবল জাহাজেরই হবে। [২৩] কেননা আমি যে ঈশ্বরের মানুষ ও যাঁর সেবা করি, তাঁর এক দূত গত রাতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে [২৪] বললেন, পল, ভয় করো না, কায়েসারের সামনে তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। আর দেখ, তোমার জন্যই ঈশ্বর তোমার সকল সহযাত্রীর প্রাণ রক্ষা করবেন। [২৫] তাই, হে মানুষেরা, ভেঙে পড়ো না, কারণ ঈশ্বরে আমার এমন

আস্থা আছে যে, আমার কাছে যেমনটি বলা হয়েছে, তেমনিই ঘটবে। [২৬] তবে কোন একটা দ্বীপে গিয়ে আমাদের পড়তেই হবে।’

[২৭] এভাবে আমরা আদ্রিয়া সাগরে ভেসে যেতে যেতে যখন চৌদ্দ দিনের রাত এল, তখন মাঝরাতের দিকে নাবিকেরা অনুমান করতে লাগল যে, তারা কোন একটা দেশের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। [২৮] ওলনদড়ি ফেলে মেপে দেখা গেল, সেখানে জলের গভীরতা বিশ বাঁও। একটু পরে আবার দড়ি ফেলে মাপা হল: দেখা গেল, পনেরো বাঁও। [২৯] তখন পাছে আমরা কোন পাথুরে উপকূলে গিয়ে পড়ি, এই ভয়ে জাহাজের পিছন দিক থেকে চারটে নোঙ্গর নামিয়ে দিয়ে তারা উন্মুখ হয়ে সকালের অপেক্ষায় বসে থাকল। [৩০] নাবিকেরা জাহাজ থেকে একবার পালাতে চেষ্টা করেছিল; গলুইয়ের দিক থেকে কয়েকটা নোঙ্গর ফেলবার ছল করে তারা ডিঙিটা সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল; এজন্য পল শতপতিকে ও সৈন্যদের বললেন, [৩১] ‘ওরা জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পেতে পারবেন না।’ [৩২] তাই সৈন্যেরা ডিঙির দড়ি কেটে তা জলে পড়তে দিল।

[৩৩] সকাল হয়ে আসছে, সেসময় পল সকল লোককে কিছু খেতে অনুরোধ করতে লাগলেন; বললেন, ‘আজ চৌদ্দ দিন হল, আপনারা কিছু না খেয়ে অনাহারে অপেক্ষা করতে করতে বসে আছেন; [৩৪] তাই আমার অনুরোধ: কিছু খেয়ে নিন, নিজেদের বাঁচানোর জন্য কিছুটা খাওয়া দরকার! আপনাদের কারও মাথার এক গাছি চুলও নষ্ট হবে না।’ [৩৫] তা বলে পল রুটি নিয়ে সকলের চোখের সামনে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করলেন, এবং তা ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন। [৩৬] তখন সকলে সাহস পেল, এবং তারাও খেতে লাগল। [৩৭] সেই জাহাজে আমরা মোট দু’শো ছিয়াত্তরজন লোক ছিলাম, [৩৮] সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলে পর তারা সমস্ত গম সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটা হালকা করে দিল।

[৩৯] সকাল হলে তারা বুঝতে পারছিল না, সেটা কোন্ জায়গা। কিন্তু তারা লক্ষ করল, সামনে বালুতটে ঘেরা একটা উপসাগর আছে; পরামর্শ করল, সম্ভব হলে সেই বালুতটের উপরে জাহাজটা তুলে দেবে। [৪০] তারা নোঙ্গরগুলো কেটে সমুদ্রে ছেড়ে দিল, এবং একই সময়ে হালগুলোর বাঁধনও খুলে দিল; পরে সামনের দিকের পাল বাতাসের মুখে তুলে দিয়ে বালুতটের দিকে চলতে লাগল।

[৪১] কিন্তু একটা চরে হঠাৎ ঠেকে গিয়ে জাহাজটা আটকে গেল, আর জাহাজের সামনের দিক আটকে গিয়ে অচল হয়ে রইল, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ভেঙে যেতে লাগল। [৪২] বন্দিরা পাছে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়, সেই ভয়ে সৈন্যেরা তাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছিল, [৪৩] কিন্তু শতপতি পলকে রক্ষা করার ইচ্ছায় তাদের সেই সঙ্কল্প থেকে ক্ষান্ত করলেন। তিনি হুকুম দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা আগে ঝাঁপ দিয়ে ডাঙায় উঠবে, [৪৪] আর বাকি সকলে তক্তা কিংবা জাহাজের যা কিছু পায়, তা ধরে ডাঙায় উঠবে। এভাবে সকলে ডাঙায় উঠে রক্ষা পেল।

এখানে লুক আসলে বলতে চান, নানা রকম বিপদ ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পলের মাধ্যমে যিশুর কথাকে তখনকার জগতের রাজধানী রোমে পৌঁছতে হয়। এ হল ঈশ্বরেরই সঙ্কল্প।

সম্ভবত লুক এ অধ্যায়ের কথা পুরাতন নিয়মে কথিত নবী যোনার কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেন। উভয় কাহিনীর বর্ণনার বাহ্যিক সামঞ্জস্য এবং দু'জন ব্যক্তি—যোনা ও পল—এঁদের বিপরীত ব্যবহারেই সম্পর্কটা সূচিত।

বর্ণনার বাহ্যিক সামঞ্জস্য এ এ: ঝড়ঝঞ্ঝা, নাবিকদের ভয়, সমুদ্রে মালপত্র ফেলানো, জাহাজডুবি ইত্যাদি কথা উভয় কাহিনীতে গৃহীত।

কিন্তু বিশেষত উল্লেখযোগ্য হল দু'জন ব্যক্তির বিপরীত ব্যবহার। নিনেভের বিধর্মী অধিবাসীদের কাছে মনপরিবর্তন প্রচারের জন্য প্রেরিত যোনা ঐশনির্দেশের প্রতি অবাধ্য হয়ে ঈশ্বরের নির্ধারিত স্থানে না গিয়ে অন্যত্র পালাতে চান। পক্ষান্তরে পল ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে বিধর্মীদের কাছে যিশুর বাণী ঘোষণা করার জন্য রোম যাত্রা করেন।

বিপদের সময়ে যোনা প্রার্থনা না করে বরং ঘুমান এবং নাবিকেরা তাদের দেবতাদের ডাকে; পল ঈশ্বরের নাম করে সকলকে উৎসাহিত করেন।

সহযাত্রীদের কাছে যোনা কলঙ্কপূর্ণ, পল কিন্তু মাননীয় ব্যক্তি ও ঈশ্বরের দূত; তাঁর উপস্থিতিতে সবাই ঐশআশীর্বাদ প্রাপ্ত।

পল সহযাত্রীদের খেতে আমন্ত্রণ করাতে লুক এক গভীর অর্থসঙ্গতির ইঙ্গিত দেন: সহযাত্রীরা কেমন যেন যিশুর প্রেম-ভোজেই নিমন্ত্রিত, যে ভোজে যিশু পরিত্রাণদায়ী অন্ন বলে আত্মনিবেদন করেন।

মাল্টা দ্বীপে তিন মাস (২৮:১-১০)

২৮ একবার রক্ষা পেয়ে আমরা জানতে পারলাম, সেই দ্বীপের নাম মাল্টা।
[২] সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের প্রতি অসাধারণ আন্তরিকতা প্রকাশ করল: তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল এবং যথেষ্ট শীত করছিল বিধায় তারাই আগুন জ্বালিয়ে আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাল। [৩] পল এক গাদা জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে সেই আগুনের উপরে ফেলে দিতে দিতে আগুনের তাপে একটা বিষাক্ত সাপ বের হয়ে তাঁর হাত কামড়ে ধরল। [৪] তখন সেই অধিবাসীরা তাঁর হাতে সেই জন্তুটা ঝুলছে দেখে এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'লোকটা নিশ্চয়ই একটা খুনী; সমুদ্র থেকে রক্ষা পেলেও ন্যায়দেবী একে বাঁচতে দিলেন না।' [৫] কিন্তু তিনি হাত ঝেড়ে জন্তুটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, ও তাঁর কিছুই ক্ষতি হল না। [৬] তখন তারা অপেক্ষা করতে লাগল, তাঁর দেহ ফুলে উঠবে, বা তিনি হঠাৎ মরে মাটিতে পড়ে যাবেন; কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখল, অস্বাভাবিক কিছুই তাঁর ঘটছে না, তখন তাদের মত পাল্টে গেল, আর বলতে লাগল, উনি দেবতা!
[৭] সেই জায়গার কাছাকাছি অঞ্চলে ওই দ্বীপের প্রশাসক পুব্লিউসের নিজের জমিদারি ছিল; তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করে আন্তরিকতার সঙ্গে তিন দিন ধরে আমাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন। [৮] সেসময় পুব্লিউসের পিতা জ্বর ও আমাশায় শয্যাশায়ী ছিলেন। পল ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করার পর তাঁর উপর হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। [৯] এই ঘটনার পর অন্য যত রোগী সেই দ্বীপে ছিল, সকলে এসে সুস্থ হয়ে উঠল। [১০] আর তারা খুব আদরের সঙ্গে আমাদের সমাদর করল, এবং আমাদের চলে যাওয়ার সময়ে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী জাহাজে এনে দিল।

নানা ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পলের বিশ্বাস, সাহস ও উৎসাহ দ্বারা অনেক আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়। এ আশ্চর্য কাজগুলো জগতে যিশুর সক্রিয় উপস্থিতিকে বোঝায়।

রোমে পলের আগমন ও তাঁর বাণীপ্রচার (২৮:১১-৩১)

২৮ [১১] তিন মাস পর আমরা আলেক্সান্দ্রিয়ার একটা জাহাজে উঠে রওনা হলাম; জাহাজটা ওই দ্বীপেই শীতকাল কাটিয়েছিল, এর গলুইয়ে ছিল যমজ-দেবের মূর্তি। [১২] আমরা সিরাকিউজে এসে ভিড়লাম, আর সেখানে তিন দিন থাকলাম। [১৩] সেখান থেকে তীর ঘেঁষে ঘুরে গিয়ে রেগিউমে এসে পৌঁছলাম; এক দিন পর দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু হল আর আমরা দ্বিতীয় দিনে পুতেওলিতে এসে পৌঁছলাম। [১৪] সেখানে কয়েকজন ভাইদের পেলাম; তাঁরা অনুনয়-বিনয় করলে আমরা এক সপ্তাহ তাঁদের সঙ্গে থেকে গেলাম; আর এভাবে রোমে এসে পৌঁছলাম। [১৫] সেখানকার ভাইয়েরা আমাদের সংবাদ পেয়ে আমাদের বরণ করার জন্য আপ্পিউস-হাট ও তিন-সরাই পর্যন্তই এগিয়ে এসেছিলেন; তাঁদের দেখে পল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন উৎসাহ পেলেন।
[১৬] রোমে এসে উপস্থিত হওয়ার পর পল নিজের প্রহরী সৈন্যের সঙ্গে একটা বাড়িতে আলাদা করে বাস করার অনুমতি পেলেন।
[১৭] তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের গণ্যমান্য সকল লোককে ডাকিয়ে সেখানে সমবেত করলেন। তাঁরা সমবেত হলে তিনি তাঁদের বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি স্বজাতির বিরুদ্ধে বা আমাদের পিতৃপুরুষদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে যদিও কোন কিছু করিনি, তবু যেরুশালেমে গ্রেপ্তার করে আমাকে রোমীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। [১৮] আমাকে জেরা করার পরে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ না পাওয়ায় তারা আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল; [১৯] কিন্তু ইহুদীরা যখন আপত্তি করতে থাকল, তখন আমি কায়েসারের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম; আমি যে স্বজাতিদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে চাচ্ছিলাম, এমন নয়। [২০] সেই কারণে আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য ও কথা বলার জন্য আপনাদের এখানে ডেকেছি; কারণ ইস্রায়েলের প্রত্যাশার

জন্যই আমি এই শেকলে আবদ্ধ হয়ে আছি।’ [২১] তারা তাঁকে বলল, ‘যুদেয়া থেকে আমরা আপনার বিষয়ে কোন চিঠিপত্র পাইনি; ভাইদের মধ্যেও কেউই এখানে এসে আপনার বিষয়ে খারাপ সংবাদ দেননি বা নিন্দাজনক কথা বলেননি। [২২] কিন্তু আপনার মনের কথা আমরা আপনার নিজের মুখেই শুনতে ইচ্ছা করি; কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে, সব জায়গায় লোকে এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে।’

[২৩] তাঁরা একটা দিন স্থির করে সেই দিনে অনেকে তাঁর ভাড়াটে বাড়িতে তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁদের কাছে তিনি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিয়ে দিলেন ও সেই বিষয়ে নিজের সাক্ষ্য দান করলেন; এবং মোশির বিধান ও নবীদের পুস্তক ভিত্তি করে যিশুর বিষয়ে তাঁদের মন জয় করতে চেষ্টা করলেন। [২৪] কেউ কেউ তাঁর কথা গ্রহণ করলেন, কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করলেন না। [২৫] তাই তাঁরা নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারলেন না, আর যখন বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন পল তাঁদের এই একটি শেষ কথা বলে দিলেন: ‘পবিত্র আত্মা নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে আপনাদের পিতৃপুরুষদের যা বলেছিলেন, কেমন যথার্থই সেই কথা:

[২৬] *যাও, এই জনগণকে বল:*
তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝবে না!
তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হবে না!
[২৭] *কেননা এই লোকদের হৃদয় স্থূল হয়ে গেছে,*
তারা কানে খাটো হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে,
পাছে তারা চোখে দেখতে পায় ও কানে শুনতে পায়,
হৃদয়ে বোঝে ও পথ ফেরায়,
আর আমি তাদের সুস্থ করি। [[ইশা ৬:৯-১০]]

[২৮] সুতরাং আপনারা জেনে রাখুন, বিজাতীয়দের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হল, আর তারা শুনবে!’ [[২৯] তিনি একথা বলার পর ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তীব্রভাবে তর্ক করতে করতে চলে গেলেন।]

[৩০] তিনি পুরো দু’বছর ধরে নিজের ভাড়াটে বাড়িতে থাকলেন; যত লোক তাঁর কাছে যেত, তিনি সকলকে গ্রহণ করে [৩১] সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে ও

অবাধে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন, এবং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত কথা শিখিয়ে দিতেন।

অন্যান্য স্থানের মত রোমেও তিন ধরনের লোক আছে: নির্বোধ ইহুদী, আগ্রহী বিজাতীয় এবং স্বয়ং প্রচারক পল। আগেকার মত এখনও পল ইহুদীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারও অকৃতকার্য হন। ইহুদীদের এ শেষ অস্বীকারের পর খ্রিষ্টবিশ্বাস ইহুদীধর্মের সংস্পর্শে আসতে আর চেষ্টা করবে না। অবশেষে, রোমে পল 'সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে ও অবাধে ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করতে পারেন, এবং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত কথা শেখাতে পারেন।'

তৃতীয় বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য

কার্যবিবরণীর সমাপ্তিতে সম্ভবত পাঠকের মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগতে পারে। লুক তাঁর বর্ণনা এত আকস্মিকভাবে শেষ করেন কেন? পলের বিচার, বিচারশেষে তাঁর পরবর্তী কাজ, তাঁর সাক্ষ্যমরত্ব ইত্যাদি আকর্ষণীয় কথা সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন না কেন? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর হয় তো খুবই সহজ: লুকের ধারণায় কার্যবিবরণী প্রকৃতপক্ষে পলের জীবনী নয়, কেননা তাঁর মতে আদিমণ্ডলীর জীবনের প্রধান চরিত্র হলেন যিশুর পবিত্র আত্মা, এবং তাঁর পুস্তকের আসল আলোচ্য বিষয় হল মানুষের অন্তরে ও সারা জগতে সম্প্রসারী যিশুর সুসমাচার।

এ পুস্তক-ব্যাখ্যায় বার বার বলা হয়েছে যে লুকের ধারণা এক ঐতিহাসিক-ভৌগলিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা-বিশেষ, অর্থাৎ তিনি ইতিহাসের ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে যিশুর মঙ্গলবাণীর বৃদ্ধিলাভের কথা এবং মণ্ডলীর উদ্ভব ও ক্রমঃসম্প্রসারণের কথা বর্ণনা করেন। বিশেষত কার্যবিবরণীর চরিত্রসমূহ সম্পর্কেই একটা কথা বলা বাঞ্ছনীয়: তাঁরাও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটে, অথচ তাঁদের উপরে প্রতীকমূলক এক ভূমিকাও আরোপিত তথা প্রৈরিতিক ভূমিকা: যিশুর প্রকৃত প্রেরিতদূত হওয়াতেই তাঁরা মণ্ডলীর উদ্ভবের ও ভবিষ্যতের বিশ্বাস্য চিরসাক্ষী। যখন তাঁদের এ ভূমিকা স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়, তখন তাঁদের সম্বন্ধে আর কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। সুতরাং পিতর ও পলের নয়, বরং

তাঁদের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত সার্বজনীন খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রৈরিতিক ভূমিকার প্রতিই যেন পাঠকগণ মনোযোগ ফেরান।

একথা কার্যবিবরণীর শেষ অনুচ্ছেদটিতে পূর্ণ সমর্থন লাভ করে, এমনকি এ শেষ অনুচ্ছেদটি কার্যবিবরণী-ব্যাপী প্রকাশিত মণ্ডলী সম্বন্ধীয় অন্যান্য ধারণা সত্য বলে সমর্থন জানিয়ে সিদ্ধ করে: পল 'সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে ও অবাধে ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করতেন, এবং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত কথা শিখিয়ে দিতেন।'

লুক রোম নগরীতে শুধু বন্দি পলের নয়, তাঁর সঙ্গে ঐশরাজ্যের বাণী প্রচারের সৎসাহস-ও রেখে যান।

সৎসাহস: কার্যবিবরণীর জায়গা বিশেষে সৎসাহস-মূলভাব ধ্রুবভাবে ফুটে ওঠে। বাস্তবিকই পিতর ও যোহন সৎসাহস দেখান, অন্যান্য প্রেরিতদূতগণও নির্যাতনের সময়ে বিচারকদের সামনে মুক্তকণ্ঠে—অর্থাৎ সৎসাহসের সঙ্গে যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, পুস্তকশেষে পল সম্পূর্ণ মুক্তকণ্ঠেই—সম্পূর্ণ সৎসাহস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কথা শিখিয়ে দেন। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, অবশ্যই লুক একথার উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেন।

সৎসাহসটা কি, এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হোক: যে প্রেরণা দ্বারা খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ সর্বদা যিশুর মঙ্গলবাণী সম্পূর্ণরূপে ও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবে এবং কারও ভয় না করে প্রাণোৎসর্গ পর্যন্ত এ ঘোষণার খাতিরে আত্মনিয়োজিত থাকবে, সেই প্রেরণাটা পবিত্র আত্মার দেওয়া সৎসাহস।

* * *

পলের জীবনের শেষ কাহিনী

পলের পত্রাবলি থেকে জানা যায় যে, রোমে দু' বছর অতিবাহিত করার পর পল আবার এফেসসে ফিরে গিয়ে শহরটাকে নিজের কর্ম-কেন্দ্রস্থল করে সেখান থেকে নানা

বাণীপ্রচার-যাত্রায় প্রবৃত্ত হন। অনেক দিন থেকে এমন পরিকল্পনা পোষণ করে আসছিলেন তিনি স্পেনে যাবেন; যেতে পেরেছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে লিখিত কোন প্রমাণ নেই। ৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবার রোমে কারারুদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত। কথিত আছে নেরো নামক সম্রাট দ্বারা শিরশ্ছেদ-দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে তিনি 'আরণ্য জলধারা' স্থানে (স্থানটির বর্তমান নাম 'তিন ঝরনা মঠ') সাক্ষ্যমরণ মর্যাদায় ভূষিত হন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধসমূহের উদ্দেশ্য ও সেগুলোর উপস্থাপনার পদ্ধতি সঠিকভাবে বুঝবার জন্য দু'টি কথা বলা বাঞ্ছনীয়।

উদ্দেশ্যটি হল নানা দৃষ্টিকোণ থেকে (যথা মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি, বাণীপ্রচার, মণ্ডলীর একাত্মতা প্রভৃতি) কার্যবিবরণীর পালকীয় শিক্ষা তুলে ধরা; বলা বাহুল্য এ নিবন্ধগুলির বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণাঙ্গ।

বিবিধ নিবন্ধসমূহের উপস্থাপনার পদ্ধতি এরূপ:

- নূতন নিয়মের দিক দিয়ে নিবন্ধটির সূচনামূলক বর্ণনা।
- নিবন্ধটির বিষয়ে কার্যবিবরণীর বিশিষ্ট সম্বন্ধ বা ব্যক্তিগত মন্তব্য।
- নূতন নিয়মের অন্যান্য উদ্ধৃতাংশগুলির মধ্য দিয়ে নিবন্ধটির প্রসঙ্গের অধ্যয়ন ও তার বাস্তবায়নের প্রয়াস।

পাঠকগণ বিশেষত উপকৃত হবেন যদি কার্যবিবরণীতে অন্তর্নিহিত মণ্ডলী ও বাণীপ্রচার সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আদিমণ্ডলীর সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, অর্থাৎ যদি মথি, মার্ক, যোহন এবং পলের লেখার সঙ্গে লুকের বিশেষ ধারণা-ধারা তুলনা করেন। বাস্তবিকই পালকীয় ক্ষেত্রে এই কাজ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ ধরনের তুলনা থেকে আদিমণ্ডলীর প্রকৃত স্বরূপ ফুটে উঠবে, ও সেটার মাধ্যমে বর্তমান মণ্ডলীর সংজ্ঞাও উদ্ভাসিত হবে।

কার্যবিবরণীতে পবিত্র আত্মা ও মণ্ডলী

ঐশআত্মার পুনরুদ্দীপন

বাইবেলের ভাষায় 'কালের পূর্ণতা' এবং 'নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর আরম্ভ', 'মানবজগতে ঐশরাজ্যের বলপূর্বক প্রবেশ' এবং 'ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণের শেষ সুযোগ-দান' বলতে জগতে ঐশআত্মার পুনরুদ্দীপন বোঝায়। আদিমণ্ডলীর সময়ে ইহুদীদের এ ধারণা ছিল যে, ঐশআত্মা সুপ্ত অবস্থায় আছেন। বাস্তবিক বহু বছর ধরে ইস্রায়েল জাতিতে নবীদের (অর্থাৎ যাঁরা ঐশআত্মার উপস্থিতির মূর্ত প্রমাণ) লেশমাত্র নেই। সবাই মনে করে ঈশ্বরের বিচারের দিন সন্নিকট। সেইদিনে ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে পুনরুদ্দীপিত করে তাঁর পরিত্রাণ প্রকাশ করবেন।

কার্যবিবরণীতেও এ ধারণা বর্তমান। এফেসসে যখন পল বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন তারা পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে কিনা, তখন তারা উত্তরে বলে 'পবিত্র আত্মা বলতে যে কিছু আছে, আমরা তাও শুনিনি' (১৯:২)। এ সুপ্ত আত্মা শুধু 'অন্তিম কালে' পুনরুদ্দীপিত হবেন, তখন তিনি শাস্ত্রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহাকীর্তিকলাপ পুনরারম্ভ করবেন (হিব্রু ৬:৪)। তখনই পরিত্রাণ হতে বঞ্চিত হবার কাল শেষ হবে, তখনই ঐশআত্মা পুনরায় ফিরে আসবেন। সুতরাং ইস্রায়েল জাতি ব্যগ্রতার সঙ্গে তাঁর পুনরাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করুক।

যিশুর আগমনে ঈশ্বরের নীরবতা ও বিচারকাল শেষ হয়। নবীদের সময়ে যেমনটি ঘটত, তেমনি এখন ঈশ্বর আবার কথা বলেন। এমনকি আসল নবীর মাধ্যমেই কথা বলেন কেননা যিশুতে পবিত্র আত্মা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম ও সহায়তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। যিশুই সেই প্রতিশ্রুত ও অপেক্ষিত পবিত্র আত্মাকে জগতে আনেন। তিনিই ঐশ্বরিকভাবে জনিত, ঈশ্বরের সৃজনী শক্তির ফল, পিতা ঈশ্বরের প্রেমের শ্রেষ্ঠ অবদান। লুকের সুসমাচার অনুসারে যিশুর জীবনের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তসমূহতে পবিত্র আত্মা উপস্থিত যথা, তাঁর জন্মের আগে, বাপ্তিস্মের দিনে যখন তিনি 'পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে' তৈলাভিষিক্ত হন (১০:৩৮), তাঁর প্রলোভনের সময়, তাঁর

প্রচারকর্মের সূচনায়, তাঁর আশ্চর্য কাজ সম্পাদনে। পবিত্র আত্মা দ্বারাই যিশু প্রকৃত মানুষ এবং একাধারে প্রকৃত ঈশ্বর: পবিত্র আত্মার প্রভাবে যিশুর মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে মানুষ হতে পেরে মানুষকে ত্রাণ করেন। জন্মের প্রারম্ভ হতে জীবনান্ত পর্যন্ত যিশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ।

পবিত্র আত্মা ও মণ্ডলীর জীবন

পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যিশু মণ্ডলীর জন্য পবিত্র আত্মার নিঃশেষ উৎস। তিনি তাঁর শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করেন। নবীন মানবজাতিকে (অর্থাৎ মণ্ডলীকে) যিশু অগ্নি-বাপ্তিস্ম দেন এবং বাণী ঘোষণার জন্য ও পরিত্রাণ দানের উদ্দেশ্যে প্রেরিতদূতদের উপর নবী ও শিক্ষাগুরু ভূমিকা আরোপ করেন। কার্যবিবরণীতে ৬৮-বার পবিত্র আত্মার কথা উল্লিখিত, যথা মাথিয়াসকে নিয়োগে (১:১৫-২৬), সেই 'সাতজনের' মনোনয়নে (৬:১ ...), মণ্ডলীর সেবাকর্মীদের (১৩:২) এবং মেষপালের অধ্যক্ষদের নিয়োজিত করার সময়ে (২০:২৮), বাণীপ্রচারের উদ্দেশে মণ্ডলীর প্রেরণায় (১০:১১; ১১:১২; ১৫:২৮), প্রেরিতদূতদের (১:৮; ৫:৩; ৮:১৪-১৭) এবং অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বাণীপ্রচারকর্মের পরিচালনায় (৪:৮; ৬:১০; ৮:২৯) ও প্রভৃতিতে।

প্রধানত পবিত্র আত্মাই সার্বজনীন ও স্থানীয় মণ্ডলীর অনুপ্রেরণাদানকারী। তিন বার করে লুক সুস্পষ্টভাবে পবিত্র আত্মা থেকে মণ্ডলীর উদ্ভব পুনরুক্তি করেন (২:১-১৪; ১০:৪৪-৪৬; ১৯:৬)। এই উদ্ধৃতিগুলোর বিশ্লেষণে চারটে বৈশিষ্ট্য ভেসে ওঠে:

- ঐশপ্রকাশের সময় প্রাকৃতিক অসাধারণ ঘটনা ঘটে (ভূমিকম্প ইত্যাদি)।
- মণ্ডলীর উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসেন।
- পবিত্র আত্মার দানসমূহ, যেগুলোর মাধ্যমে মণ্ডলী সকলের জন্য বোধগম্যভাবে পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করতে পারে।
- বাণী-ঘোষণা ও বাণীপ্রচারকর্মের আরম্ভ।

লুক দ্বারা ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে কার্যবিবরণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় কিছু বলা হয়েছে। এখানে কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মণ্ডলীর সঙ্গে পবিত্র আত্মার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করব।

পবিত্র আত্মা থেকে দরিদ্র ও প্রার্থনারত মণ্ডলীর উদ্ভব

মণ্ডলীর প্রারম্ভে কোন লিপিবদ্ধ বিধিবিধান ছিল না। আছেন সেই যিশু খ্রিষ্ট যিনি মানুষের অন্তরে লিখিত পিতা ঈশ্বরের বাণী এবং আছেন সেই পবিত্র আত্মা যিনি পিতা ও পুত্র উভয়ের মধ্যকার প্রেম এবং পিতার বাণীকে (অর্থাৎ যিশুকে) হৃদয়ঙ্গম করার একমাত্র শক্তি।

পবিত্র আত্মাই অনুপ্রাণিত ও অন্তর্নিহিত নব-বিধান। পিতা ঈশ্বর যিশুর মাধ্যমে মানুষের কাছে কথা বলেন বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে মানুষ ঐশবাণী বুঝতে সক্ষম নয়, শুধু যিশুর আত্মা দ্বারাই নব-মানুষ বলে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ সেই ঐশবাণী অনুভব করার ক্ষমতা লাভ করে। পবিত্র আত্মা মানুষের মনে প্রবেশ না করলে মানুষের কাছে যিশু নিরর্থক, এবং তাঁর সুসমাচার বোধাতীত একটা পুস্তক থেকে যায়।

মরণের আগে যিশু আপনজনদের কাছে বলে গেছিলেন: এখন তোমরা আমাকে বুঝতে পার না। কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পর আমার আত্মাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করব। তিনি অন্তর থেকে তোমাদের নবীভূত করবেন এবং নতুন মন ও নতুন হৃদয় তোমাদের দান করবেন। তিনি আমার বাণী হৃদয়ঙ্গম এবং জীবনে বাস্তবায়িত করার শক্তি তোমাদের প্রদান করবেন (যোহন ১৬:৭-১২)।

প্রেরিতদূতগণ এবং অন্যান্য শিষ্য যিশু থেকে যে সব কথা শুনেছিলেন এবং তাঁর যে চিহ্নকর্ম দেখেছিলেন, শুধু পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার পরেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এসব ঘটেছিল পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে এবং এসব আবার তখনই ঘটবে যখন নতুন একটা স্থানীয় মণ্ডলীর উদ্ভব হবে; যেমন ঘটেছিল সেইদিন যখন পবিত্র আত্মার অবতরণে কর্নেলিউসের বাড়ি যিশুমণ্ডলীতে পরিণত হয়েছিল এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্যেরা খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়েছিল।

এ সমস্ত কথা থেকে এই সিদ্ধান্ত অনুমান করা যেতে পারে যে, খ্রিষ্টমণ্ডলী লিপিবদ্ধ কোন বিধিবিধানের উপর নয়, বরং স্বয়ং যিশু ও পবিত্র আত্মার উপরেই প্রতিষ্ঠিত: যিশুই ঈশ্বরের বাণী, এবং অনুপ্রেরণাদানকারী পবিত্র আত্মাই যিশুকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার শক্তি। সুতরাং তারাই প্রকৃতপক্ষে যিশু-মণ্ডলী যারা যে কোন কালে দেশে বা অবস্থায় পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় যিশুর বাণী অনুসরণে সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্ত।

স্মরণযোগ্য যে, একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী মণ্ডলীর সঙ্গে জড়িত না থাকলে সে প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী নয়। শুধু মণ্ডলী হয়ে অর্থাৎ মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য মণ্ডলীভুক্তদের সঙ্গে এক হয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসী পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য পবিত্র আত্মার প্রেরণা প্রাপ্ত হয়।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী (অর্থাৎ মণ্ডলীভুক্ত) হবার জন্য পবিত্র আত্মার একান্ত প্রয়োজন। যেমন পবিত্র আত্মার প্রভাবে মা মারীয়া যিশুকে জন্মদান করেছিলেন, তেমনি পবিত্র আত্মার প্রভাবেই মণ্ডলী যিশুকে হৃদয়ঙ্গম করে তাঁকে প্রকাশ করবে। আমাদের অন্তরে যিশুর বাণী পবিত্র আত্মার প্রভাবেই জীবন্ত জীবনময় হয়ে থাকে।

যে মণ্ডলী পবিত্র আত্মা দ্বারা গঠিত, সেই মণ্ডলী দরিদ্র ও প্রার্থনারত মণ্ডলী। দরিদ্র ও প্রার্থনারত মা মারীয়াই মণ্ডলীর আদর্শ (মণ্ডলীর স্বরূপ সম্পর্কীয় নির্দেশনামা 'জাতিগণের আলো', ৮)।

নিজের আত্মিক পরিচয় পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করা-ই মণ্ডলীর প্রধান সমস্যা; এর অর্থ, যিশু-মণ্ডলী অনবরত আদিমণ্ডলীর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখবে এবং প্রতিটি মুহূর্তে 'সেই উপরতলার ঘর' (১:১৩) থেকে পবিত্র আত্মা দ্বারা নবীভূত প্রেরিতদূতদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করবে, কেননা শুধু পবিত্র আত্মার প্রেরণায় মণ্ডলী জীবিত হয়ে থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা উদ্দীপনামূলক কথা বলেছে: 'পিতা ঈশ্বর যে কাজের জন্য আপন পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, সেই কাজ সম্পন্ন হলে (যোহন ১৭:৪) মণ্ডলীকে পবিত্র করার জন্য এবং সকল ভক্তকে যিশুর দ্বারা এক আত্মার প্রেরণায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত করার জন্য (এফে ২:১৮) পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনিই জীবনদায়ক আত্মা, তিনিই সেই জলের উৎস যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত প্রবাহিত (যোহন ৪:১৪; ৭:৩৮-৩৯)।

তাঁর দ্বারা পিতা পাপের দরুন মৃত মানুষকে নব-জীবন দান করেন যে পর্যন্ত একদিন তার মরণশীল দেহকেও যিশুতে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন (রো ৮:১০-১১)। পবিত্র আত্মা মণ্ডলীতে ও খ্রিষ্টভক্তদের অন্তরে যেন এক মন্দিরেই বাস করেন (১ করি ৩:১৬; ৬:১৯), তাদের অন্তরে থেকে প্রার্থনা করেন ও তাদের দত্তকপুত্রত্বের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন (রো ৮:১৫-১৬,২৬; গা ৪:৬)। তিনি মণ্ডলীকে পূর্ণ সত্যের পথে চালনা করে যান (যোহন ১৬:১৩), একাত্মতায় ও সেবাকর্মে তাকে এক করে সংগঠন ক'রে তার শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নানা প্রকার দান ও ফলের মাধ্যমে তাকে পরিচালনা করেন ও শ্রীমণ্ডিত করেন (এফে ৪:১১-১২; ১ করি ১২:৪; গা ৫:২২)। সুসমাচারের শক্তিতে তিনি মণ্ডলীকে সদাই নবীন করে তোলেন, তাকে সর্বদা নবীভূত করে যান এবং তার বর খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলন অভিমুখে চালনা করেন; বস্তুত আত্মা আর কনে প্রভু যিশুকে বলেন, এস (প্রকাশ ২২:১৭)। এভাবে সার্বজনীন মণ্ডলী পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্য দ্বারা সমবেত এক জনগণরূপে প্রকাশ পায় (মণ্ডলীর স্বরূপ সম্পর্কীয় নির্দেশনামা 'জাতিগণের আলো', ৪)।'

পবিত্র আত্মা থেকে বাণীপ্রচারকর্মে নিযুক্ত মণ্ডলীর উদ্ভব

লুক অনুসারে মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার ফল দু'টো:

ক। ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করা।

খ। নানা ভাষায় কথা বলা।

ক। 'ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করা' মানে আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা, যে আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মা মারীয়া সারা জীবন ধরে ঈশ্বরের মহাকীর্তিকলাপ ঘোষণা করে গেছেন। পিতা ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান, কারণ আমাদের পাথরের মত শক্ত হৃদয় মাংসময় এক হৃদয়ে পরিণত করেন, আমাদের মরুভূমির মত শুষ্ক অন্তরে প্রেমের ফল পুষ্পিত করেন, আমাদের নিষ্ফল দুর্বলতার মধ্যে অলৌকিকভাবে তাঁর পরিত্রাণ ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। পল ও প্রেরিতদূতগণের মত যিশু-মণ্ডলীও নিজের দুর্বলতার মধ্যেই ঈশ্বরের শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ (১ করি ১২:৯) উপলব্ধি ক'রে ও প্রভুর মাহাত্ম্য

কীর্তন ক'রে তাঁকে 'মহান' ও 'দয়াবান' বলে ঘোষণা করে (বাইবেলের ভাষায় ঈশ্বর 'দয়াতে মহান' এর অর্থই ঈশ্বর যথাশক্তিতে মানুষের সহায়)।

ঈশ্বর যেন মণ্ডলীকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ত্রাণকর্তা যিশুতে পরিণত করেন, সেজন্য যিশুমণ্ডলী তাঁর কাছে নিজের দুর্বলতা নিবেদন ক'রে পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁকে ধন্যবাদ জানায় অর্থাৎ এউখারিস্তিয়া সম্পাদন করে। স্মরণযোগ্য, আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী 'মিসা'-কে 'এউখারিস্তিয়া' (ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান) বলত। এজন্য উক্ত কথায় বলা হয়েছে "মণ্ডলী তাঁকে ধন্যবাদ জানায় অর্থাৎ এউখারিস্তিয়া সম্পাদন করে"। প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী মা মারীয়ার ধন্যবাদজ্ঞাপক সঙ্গীত মণ্ডলীর সঙ্গে গান করে ও মণ্ডলীর সঙ্গে এউখারিস্তিয়া অর্থাৎ ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান (বা মিসা) সম্পাদন করে।

খ। লুক অনুসারে "নানা ভাষায় কথা বলা" বলতে সকলের বোধগম্য ভাষায় কথা বলা বোঝায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা প্রায় একই কথা বলেছে, "যিশু-মণ্ডলী ঈশ্বরের প্রেমে সকল মানুষের ভাষা অনুভব করে" (বাণীপ্রচার সম্পর্কীয় নির্দেশনামা, ৪)। অর্থাৎ যে সমস্ত বাধা মানুষকে অন্য মানুষের শত্রু করে, যিশুমণ্ডলী সেই বাধাগুলো ধ্বংস করে দেয়।

আরও, পবিত্র আত্মার প্রভাবে খ্রিষ্টমণ্ডলী, যিশুর মত, সকলের মর্মকথা বুঝতে ও সকলের কাছে নিজের কথা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম। যিশুর মত মণ্ডলীও মানবজাতির সকল পথে চ'লে যে কোন জাতি দেশ সংস্কৃতি সমাজের কাছে উপস্থিত হয়ে এবং যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে প্রেরিত; এমন কথা বলবে যাতে ছোট-বড় অশিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিত সবাই বুঝতে পারে। যিশুর মত যারা পবিত্র আত্মার বশে জীবন যাপন করতে চায়, যিশুর মত তারাও সকলের জন্য আত্মনিবেদিত।

মণ্ডলীর গঠনকারী প্রকৃতিস্বরূপ সেই পবিত্র আত্মাকে দান করে যিশু সুস্পষ্ট ভাবে ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রেমই অপরিহার্য বস্তু বলে ঘোষণা করেন। শুধু মানুষকে প্রেম করায়ই মণ্ডলী মানুষকে বুঝতে পারে ও মানুষের কাছে নিজেকে বুঝিয়ে দিতে পারে: এতে মণ্ডলীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুর আত্মাই মণ্ডলীর একমাত্র শক্তি এবং তার স্বাধীনতা ও দরিদ্রতার মূল-উৎস স্বরূপ। যে-মণ্ডলী পবিত্র আত্মার উপর

সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, সেই মণ্ডলী স্বাধীন মণ্ডলী; এজন্য এ ধরনের মণ্ডলী পার্থিব শক্তির সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি অনুমোদন করতে পারে না। যা যা পার্থিব, সেই শক্তিগুলো মণ্ডলীর লক্ষ্যকে সমর্থন করে না, এমনকি মণ্ডলীর কাজে বাধা দেয়। কাজেই মণ্ডলী যদি মানুষের মধ্যে যিশুর স্বাধীনতা (অর্থাৎ সুসমাচার) ঘোষণা করতে চায়, অবশ্যই তাকে স্বাধীন হতে হবে, এমন স্বাধীনতা যা শুধু পবিত্র আত্মার কাছ থেকেই লাভ করতে পারবে। মণ্ডলী পবিত্র আত্মাকে একমাত্র আপন ধনসম্পদ বলে বিশ্বাস করলে তবেই সে সত্যিই দীনদরিদ্র মণ্ডলী। সুতরাং মণ্ডলী কোন অর্থ-বিত্তের সঙ্গে আবদ্ধ হতে পারে না। যিশুর আত্মাই পবিত্র, অর্থাৎ জগতের অপেক্ষা আলাদা! আত্মিক মণ্ডলী এই পবিত্র আত্মার অন্বেষণ করুক।

যিশুর আত্মা মণ্ডলীর সভ্যকে শুধু স্বাধীন ও দরিদ্র নয়, সহদায়িত্বভার-প্রাপ্তও করে তোলেন। এ দায়িত্বভার এমন যা প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী নিজ নিজ সেবাকর্ম অনুসারে গ্রহণ করবে। পবিত্র আত্মা ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে দান করেন, মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তার মন নবীভূত করে তোলেন: তিনি মানুষকে ছোট ও নির্বোধ করেন না, বরং তার পূর্ণ বিকাশের জন্যই কাজ করেন। মানুষ নতুন মানসিকতা অর্জন করে সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে, প্রতিবেশীকে ভাই বলে দেখতে পারবে এবং যিশুর বাণী বুঝতে পারবে। পবিত্র আত্মা নব-মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের ভালবাসায় পরিপ্লুত করেন (রো ৫:৫)। সেই ভালবাসা গুণে নব-মানুষ যা নশ্বর তা ফেলে দিয়ে ঐশরাজ্যের নব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে পারবে। পবিত্র আত্মা নব-মানুষের মন অনুপ্রাণিত করে সেবাকর্মে নিযুক্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠতা তাকে প্রকাশ করেন, কারণ তিনি নানাবিধ সেবাকর্মের সেই আত্মা (১ করি ১২) যিনি সেবাকর্মে মণ্ডলীর একাত্মতা দৃশ্যমান করেন।

কার্যবিবরণীতে সেবাকর্ম

নূতন নিয়ম অনুসারে সেবাকর্ম

মণ্ডলীর জন্য সেবাকর্ম বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মণ্ডলী এক দেহস্বরূপ যেখানে প্রতিটি অঙ্গের একটা বিশেষ কাজ আছে (১ করি ১২-১৪)। মণ্ডলীর সেবাকর্ম শুধু কয়েকজনের ব্যাপার নয়; বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে থাকে যারা, তারা সবাই মণ্ডলীর সেবাকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আহূত হয়েছে। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যিশুর কথা এবং জগতের সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়ে সেবাকর্ম ও ঐশবাণী ঘোষণা দ্বারা সাড়া দেয়। মণ্ডলীর মূল-সংগঠক যিনি, সেই পবিত্র আত্মা চান মণ্ডলীর মধ্যে সকলে পরস্পরের সেবায় নিয়োজিত থাকবে মণ্ডলী যেন জগতের সেবা (অর্থাৎ যিশুর কথা ঘোষণা) করতে পারে। এ কারণেই মণ্ডলীতে নানাবিধ সেবাকর্ম আছে। পবিত্র আত্মা প্রত্যেকজনের কাছে একটা বিশেষ দান প্রদান করেন বটে, কিন্তু খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এ দানগুলো এলোমেলোভাবে বা নিজের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করতে পারে না। পবিত্র আত্মা এক, এবং মণ্ডলী যেন সুস্থভাবে এক হতে পারে এইজন্য তিনি তাঁর দানগুলো বর্ষণ করেন। মণ্ডলী বিভিন্ন সেবাকর্মের সাদৃশ্য অনুসারে বিভিন্ন পরিষদ সংগঠন করে, —পালকগণকে পালকগণের পরিষদে, প্রবীণগণকে প্রবীণগণের পরিষদে প্রভৃতিতে সংগঠন করে।

নূতন নিয়মে নানা সেবাকর্মের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু বোঝা যায় যে উল্লিখিত সেবাকর্ম ছাড়া আরও বহু ধরনের সেবাকর্ম প্রচলিত ছিল। যদিও কোনও বিশেষ সেবাকর্ম বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়নি, তবুও স্পষ্ট একটা সত্য প্রকাশ পায়: সেবাকর্ম মুষ্টিমেয় মানুষের কর্তৃত্ব বা পদমর্যাদা বিকাশের জন্য নয়, সার্বিক মঙ্গলের জন্যই উপস্থিত।

বর্তমান মণ্ডলীকে আদিমণ্ডলীর মত হতে হয়; কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে আদিমণ্ডলীর ভক্তগণ যা-কিছু করত তা বর্তমান মণ্ডলীও অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ করবে। বর্তমান মণ্ডলী আদিমণ্ডলীর সৃজনশীলতাই শিখে নেবে। তেমন সৃজনশীলতা লাভ করার জন্য শুধু একটা পথ আছে তথা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে

ক্রুশবিদ্ধ-পুনরুত্থিত যিশুকে অনুসরণ করা। তাই বলা যেতে পারে যে, সময় পরিস্থিতি জীবিকা অর্জনে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সবসময় পবিত্র আত্মার প্রেরণার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই মণ্ডলী প্রয়োজনীয় নতুন সেবাকর্মের উদ্দেশে বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করবে। কিন্তু তেমন কাজ করতে গিয়ে যেন মৌলিক শাসনসূচক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে না যায়: যিশুমণ্ডলী বারোজন প্রেরিতদূতের উপরে স্থাপিত বলে সেবাকর্মীরা যেন পোপ এবং পালকগণের কথার প্রতি বাধ্য হয়ে থাকে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সেবাকর্মের সমস্যা পরিশিষ্টের পূর্ব অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত তথা, পবিত্র আত্মাই আদিমণ্ডলী ও বর্তমান মণ্ডলীর সংগঠনকারী শক্তি। শুধু পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করলেই মণ্ডলী দরিদ্র, স্বাধীন ও সেবাকর্মে নিয়োজিত এক মণ্ডলী হতে পারে।

আদিমণ্ডলীতে বিবিধ সেবাকর্ম

বলা হয়েছে যে, লুক আদিমণ্ডলীর ঘটনাগুলো শুধু ঐতিহাসিকভাবে বর্ণনা করতে চান না; পবিত্র আত্মার আলোতেই তিনি সেই সমস্ত ঘটনার মাধ্যমে মণ্ডলীর স্বরূপ তুলে ধরতে চান। তাঁর ধারণা, মণ্ডলীতে যে নানা রকম সেবাকর্ম প্রতীয়মান, সেগুলো অনুপ্রেরণাদানকারী পবিত্র আত্মার দান। যখন নতুন এক স্থানীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেবাকর্মের কথাও ওঠে।

কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সেবাকর্মগুলোর একটা তালিকা দেওয়া যায়: প্রেরিতদূতগণ আঠাশবার উল্লিখিত, প্রবীণবর্গ দশবার, নবীগণ চারবার এবং অবশেষে শিক্ষাগুরু, পালের অধ্যক্ষ, সুসমাচার-প্রচারক যথাক্রমে একবার করে উল্লিখিত। যেরুশালেম মণ্ডলী, আন্তিওখিয়া মণ্ডলী এবং পল-প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মণ্ডলীতে সেবাকর্মসমূহ কিভাবে উপস্থিত তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হবে।

১। যেরুশালেম মণ্ডলী

প্রেরিতদূত: প্রকৃতপক্ষে প্রেরিতদূত বলতে সেই এগারোজন বা বারোজন বোঝায়। পল এঁদের একজন নন। যদিও তিনি বলেন 'আমি প্রেরিতদূত', তাঁর ভাষায় প্রেরিতদূত মানে বাণীপ্রচারক। যিশুর কথা, কার্যকলাপ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রত্যক্ষসাক্ষী হওয়াতে সেই বারোজনই মণ্ডলীর শিক্ষা-পরম্পরার অভ্রান্তিকর ভিত্তিস্বরূপ (১:২১-২২; লুক ১:১-২)। যেরুশালেম মণ্ডলীতে তাঁদের ভূমিকা এরূপ:

ক। তাঁরা পুনরুত্থানের প্রত্যক্ষসাক্ষী (১:৮; ২:৩২; ৩:১৫; ৫:৩২; ১০:৩৯-৪২; ১৩:৩১)। বাণী-সেবা-ই তাঁদের প্রকৃত কাজ (৬:২,৪) যা মণ্ডলীর মধ্যে শিক্ষা (২:৪২) ও জনগণের কাছে উপদেশ দানের পর্যায়ে দাঁড়ায়। যিশুর মত প্রেরিতদূতগণও ব্যক্তিগত বা সববেত ভাবে নিজেদের কথার প্রমাণস্বরূপ আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেন (২:৪৩; ৪:৪৯; ৫:১২-১৬; ৯:৩১-৪৩)।

খ। তাঁরা মণ্ডলীর একাত্মতার সেবক। বেশ কয়েকবার লুক সববেত বারোজনকে বা তাঁদের নামে পিতরকে মণ্ডলীর শাসনকর্মে প্রবৃত্ত বলে বর্ণনা করেন। তাঁদের পায়ে খ্রিষ্টভক্তগণ নিজ নিজ সম্বল সমর্পণ করে (৪:৩৫,৩৭;৫:২); আনানিয়াস ও সাফিরার প্রতারণা ব্যক্ত করে পিতর তাদের দণ্ডিত করেন (৫:১-১১); সেই বারোজনই হিব্রুভাষী ও গ্রীকভাষীদের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন এক সেবাকর্ম উপস্থাপন করেন (৬:১ ...); প্রেরিতদূতগণেরই কাছে বার্নাবাস পলকে পরিচিত করেন।

গ। তাঁরাই যেরুশালেম ও অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর একতার রক্ষক। পিতর ও যোহন প্রচারক ফিলিপের কাজ অনুমোদন করেন (৮:১৪-১৭); পিতর যেরুশালেম মণ্ডলীর সম্মতিতে বিজাতীয়দের মাঝে বাণীপ্রচার-আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করেন (১০–১১ অধ্যায়); পরিচ্ছেদন বিষয় নিয়ে আন্তিওখিয়ায় যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রেরিতদূতগণ, প্রবীণগণ ও সমগ্র মণ্ডলীর দেওয়া রায়ে মেটানো হয়েছিল (১৫:১-৩৫)।

সুসমাচার-চতুষ্টয়েও পিতরের উপর প্রধান ভূমিকা আরোপ করা হয়। কার্যবিবরণীতে তাঁর কথা ছাপ্পান্নবার করে উল্লিখিত। তিনি সেই বারোজনের প্রতিনিধি (২:১৪,৩৭; ৫:৩-৪,৮-৯,২৯); বিজাতীয়দের মধ্যে বাণীপ্রচার-আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন (১০–১১ অধ্যায়); যেরুশালেমে অলৌকিকভাবে কারামুক্ত হন (১২:৩১৭); যেরুশালেমের মহাসভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন (১৫:৭-১১)। কার্যবিবরণীতে পিতর সেই প্রধান প্রেরিতদূত যিনি শিক্ষাদানে ও বাণীপ্রচারেই বিশেষভাবে নিযুক্ত। প্রেরিত ১১:২৭ থেকে যেরুশালেমের স্থানীয় মণ্ডলীর পরিচালনার ভার পিতরের উপর আর নয়, যাকোবের উপরেই আরোপ করা হয়।

সেই বারোজনের প্রত্যক্ষসাক্ষী-ভূমিকা খেয়াল-খুশিমত হস্তান্তরিত হতে পারে না: সেবা ও প্রেরিতদূতপদ ত্যাগ করেছে বলে যুদার পরিবর্তে প্রত্যক্ষসাক্ষী মাথিয়াসকে মনোনীত করা হয় (১:২৫)। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, লুকের ধারণায় সেই বারোজন-ই হলেন সুসমাচারের কাছে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ ও সর্বযুগের মণ্ডলীর জন্য অপরিবর্তনীয় নিদর্শনস্বরূপ।

সেই সাতজনের দল: এই সাতজন, যাঁরা লোকদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন (৬:১-৬), পরবর্তীকালে শুধু একাজে নয়, বিশেষভাবে বাণীপ্রচারেও প্রবৃত্ত হন (৬:৮–৮:২; ৮:৫-৪০) এবং তাঁদের একজনকে, সেই ফিলিপকে, বাণীপ্রচারক বলে সম্বোধন করা হয় (২১:৮)। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁদের নাম থেকে বোঝা যায় তাঁরা সকলে গ্রীকভাষী-ইহুদী ছিলেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সেবাকর্ম ছাড়া (৬:৮-১০; ৮:২৬---৪০; ১১:২০) এই সাতজন গ্রীকভাষী-পরিবেশের মাঝে প্রচারের উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হয়েছিলেন (৮:৩-৪৩)। এঁরা কিন্তু বারোজনের দ্বারাই পরিচালিত, এতে সেবাকর্মের মাধ্যমে মণ্ডলীর একতার উদ্দেশ্যেই আনুগত্য বোঝায়। লুক দেখাতে চান, মণ্ডলীর উন্নতির জন্য নতুন ধরনের সেবাকর্ম গ্রহণযোগ্য।

নবী: যারা যিশুর কথার আলোতে দৈনন্দিন ঘটনাগুলোর অর্থ বুঝতে পারে, তারা নবী। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নবী হওয়া কারও অধিকার নেই, শুধু যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা মনোনীত ও মণ্ডলী দ্বারা নবী বলে স্বীকৃত তারা-ই নবী।

প্রবীণবর্গ: এ ধরনের সম্প্রদায় ইহুদীধর্মেও উপস্থিত ছিল। এঁদের ভূমিকা হল প্রেরিতদূতদের সঙ্গে বা তাঁদের পরিবর্তে মণ্ডলীকে পরিচালনা করা। এঁদের উপর প্রচার বা উপদেশ দেওয়ার দায়িত্ব আরোপিত নয়।

২। আন্তিওখিয়া মণ্ডলী

আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে পল ও বার্নাবাসের কি পদ ছিল তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এ দু'জনের প্রধান কাজ ছিল ধর্মশিক্ষা প্রদান করা (১১:২৫)। কিন্তু প্রয়োজন হলে অন্য কাজও করতেন, যেমন, যেরুশালেম মণ্ডলীকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন (১২:২৫)। বার্নাবাস ও পল ছাড়া এ মণ্ডলীতে নবী ও শিক্ষাগুরুও ছিলেন (১৩:১); শিক্ষাগুরু-শ্রেণি যেরুশালেম মণ্ডলীতে ছিল না এবং সেই প্রবীণবর্গ-শ্রেণি, যা যেরুশালেমে উপস্থিত, আন্তিওখিয়ায় ছিল না। এতে আরও স্পষ্ট বোঝা যায় আদিমণ্ডলীতে সেবাকর্মের কোনও স্থিরীকৃত কাঠামো ছিল না: প্রত্যেক স্থানীয় মণ্ডলীতে প্রয়োজন অনুসারে বিবিধ সেবাকর্ম ছিল।

৩। পল

পল সেই বারোজনের মত প্রকৃতপক্ষে প্রেরিতদূত নন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। সেই বারোজনের মত পলও পুনরুত্থিত যিশুর সাক্ষী (২২:৫; ২৬:১৬) এবং খ্রিষ্ট দ্বারা আহূত (৯; ২২; ২৩ অধ্যায়)। পিতর ও পলের মধ্যকার সাদৃশ্যের কথা বারবার বলা হয়েছে, তবুও কার্যবিবরণীতে পলের বিশেষ ভূমিকা এই যে, তিনি বিজাতীয়দেরই মাঝে বাণীপ্রচারে প্রেরিত সেবক (২২:১৭-২১)। লুকের কথা অনুসারে পল নানা রকম আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করা সত্ত্বেও তিনি যে শাসনমূলক ক্ষমতাপ্রাপ্ত তেমন কথা লুক প্রায় লেখেন না: শুধু লিকাওনিয়া ও পিসিদিয়ায় পল কয়েকজন প্রবীণকে নিয়োজিত করেন (১৪:২৩), সিলাস ও তিমথিকে সহকর্মী হিসাবে মনোনীত করেন (১৫:৪০; ১৬:৩), বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্যদের উপর হাত রাখেন (১৯:৬)

এবং একবার ‘রুটি-ছেঁড়া’ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন (২০:৭-১১)। প্রেরিতদূতদের মত পলের মনও সমগ্র মণ্ডলীর একতার বিষয়ে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট।

৪। পল-প্রবর্তিত বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকর্ম-সমূহ

এ বিষয়ে লুক বেশি কথা বলেন না কারণ তাঁর বিবেচনায় যেরুশালেম মণ্ডলীই মূল-মণ্ডলী। কিন্তু পলের পত্রাবলি থেকে জানা যায় যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলোতে নবী, শিক্ষাগুরু, পরিচালক, পালক, বিশপ ইত্যাদি শ্রেণির সেবাকর্ম বর্তমান ছিল। এ সম্পর্কে কার্যবিবরণীতে শুধু লিস্ত্রা, ইকোনিয়ম ও লিকাওনিয়ার প্রবীণগণ এবং মিলেতসের প্রবীণবর্গের কথা (এঁরা পালের অধ্যক্ষ বলেও আখ্যায়িত) উল্লেখ করা আছে (১৪:২৩; ২০:১৭-৩৮)।

ফিলিপের চারটি নবী চিরকুমারী মেয়েরাও উল্লেখযোগ্য যদিও তাঁরা সেবাকর্মের কোনও বিশেষ শ্রেণির অংশধারিণী কি-না তা অস্পষ্ট। নবী আন্নার মত (লুক ২:৩৬) চিরকুমারী নবীদের বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা প্রার্থনারত থাকেন। সুতরাং সেবাকর্মের এ শ্রেণির উদ্দেশ্য হল বাণী ধ্যান করা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খ্রিষ্টভক্তদের আধ্যাত্মিক মনোভাব জাগিয়ে রাখা।

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, লুক যদিও সেবাকর্মে নিযুক্ত প্রেরিতদূতগণ, পল এবং অন্যান্য ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, তবু অনেকবার স্পষ্টভাবে স্মরণ করান পবিত্র আত্মাই মণ্ডলীর সেই অনুপ্রেরণাদানকারী যিনি মণ্ডলীতে বিশেষভাবে বাণীর সেবাকর্মই সৃষ্টি করেন। কারণ লুকের ধারণায় বাণীই মণ্ডলীর অতিশয় মূল্যবান সম্পদ, বাণীই ঈশ্বরের শুভসংবাদ (৪:৪; ৬:৪; ৮:৪; ১০:৩৬, ৪৪; ১১:১৯; ১৬:৬; ১৭:১১; ১৮:৫); বাণীই ছড়িয়ে পড়ে (৬:৭; ১২:২৪; ১৯:২০), বৃদ্ধি পায় ও চারদিকে পরিব্যাপ্ত হয় (১২:২৪; ১৩:৪৯), প্রবল হয় (১৯:২০) এবং বাণীই সেই শক্তি যার কাছে পল মণ্ডলীকে সঁপে দিয়ে যান (২০:৩২)। সুতরাং কার্যবিবরণী অনুসারে ঈশ্বরের বাণী যিশু, যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে মানুষকে ত্রাণ করার জন্য মানবদেহ ধারণ করেছিলেন, এখনও সেই বাণী পবিত্র আত্মা দ্বারা এবং প্রচার, আশ্চর্য কাজ ও

সমগ্র মণ্ডলীর আদর্শদানের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ নানা রকম সেবাকর্মেরই মধ্য দিয়ে মানবজাতির মাঝে বিস্তার লাভ করে যান। এক কথায়, মণ্ডলীতে সেবাকর্মের লক্ষ্য হল মণ্ডলীর একতা এবং বাণীপ্রচার।

কার্যবিবরণীতে উপদেশসমূহ

কার্যবিবরণীতে উপদেশের ভূমিকা

কার্যবিবরণীতে সবচেয়ে বিখ্যাত প্রচারকগণ হলেন পিতর ও পল। পূর্বে বলা হয়েছে যে পিতর আটটা ও পল নয়টা উপদেশ দান করেন। তাছাড়া বক্তৃতা দেন যথাক্রমে গামালিয়েল (৫:৩০-৩৯), স্তেফান (৭:২-৫৩), যাকোব (১৫:১৩-২১), দেমেত্রিওস (১৯:২৫-২৭), এফেসসের নগরসচিব (১৯:৩৫-৪০), তের্তুলুস (২৪:২-৮) এবং ফেস্তুস (২৫:২৪-২৭)।

প্রত্যেকটা উপদেশ (বা বক্তৃতা) আলাদা আলাদা কারণে বা পরিস্থিতিতে দেওয়া বিধায় একটা উপদেশের সঙ্গে অন্য উপদেশের বেশ পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু পার্থক্যগুলো অতিক্রম করে বলা যেতে পারে, উপদেশগুলোর সাধারণ একটা ভূমিকা আছে তথা, সেগুলোর মাধ্যমে কার্যবিবরণীর লেখক পাঠকের কাছে ঘটনাসমূহের ক্রমবৃদ্ধির রহস্যময় অর্থ সুস্পষ্ট করে তুলতে চান। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একটা উপদেশ আছে যেটা সেই সময়ে মন্ডলীর বিশেষ অবস্থার উপর আলোকপাত করে। যেমন পিতরের প্রথম উপদেশ (১:১৬-২২) সেই বারোজনের গুরু-ভূমিকার উপর জোর দেয়; হিব্রুদের প্রতি অন্যান্য বাণীপ্রচার বিষয়ক উপদেশ যে সেই বারোজনের হয়ে পিতর দেন (২–৫ অধ্যায়) তাতে আদিমন্ডলীর বিশ্বাসের মূল সূত্রগুলি ব্যক্ত এবং ইহুদীধর্মের কাছে সুসমাচার ঘোষণা করার কারণও প্রকাশিত। স্তেফানের বাণী (৭:২-৫৩) গ্রীকভাষী দলের মন এবং ইহুদীধর্মের প্রতি আদিমন্ডলীর প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দেন; কায়েসারিয়ায় পিতরের উপদেশ (১০:৩৪-৪৩) হল ইহুদীধর্মাবলম্বীদের কাছে আদিমণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার একটা নমুনা; পিসিদিয়ার আন্তিওখিয়ায় পলের উপদেশ (১৩:১৫-৪১) হল দিয়াস্পরার ইহুদীদের কাছে ধর্মশিক্ষার একটা দৃষ্টান্ত। লিস্ত্রায় (১৪:১৫-১৭) ও এথেন্সে (১৭:২২-৩১) পলের দেওয়া উপদেশ বিধর্মীদের কাছে আদিমন্ডলীর ধর্মশিক্ষার একটা প্রচেষ্টা দেখায়। এফেসসের প্রবীণদের প্রতি উপদেশ (২০:১৮-৩৫) হল আদিমন্ডলীর সময়ে একটা পালকীয় উপদেশ। বন্দি পলের শেষ উপদেশগুলো (২২:১-২১;

২৩:১-৫; ২৪:১০-২১; ২৬:২-২৩; ২৮:১৭-২০, ২৫-২৮) ইহুদীধর্ম এবং রোম সাম্রাজ্যের কাছে আদিমণ্ডলীর আত্মপক্ষ সমর্থন বোঝায়।

ইহুদীদের প্রতি পিতর ও পলের বাণীপ্রচার বিষয়ক উপদেশ

(২:১৪-৪০; ৩:১২খ-২৬; ৪:৮খ-১২; ৫:২৯-৩২; ১০:৩৪-৪৩; ১৩: ১৬খ-৪১)

এ ছয়টা উপদেশ ব্যাখ্যা করা হবে না, শুধু সেগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হবে। সেগুলোর সাদৃশ্য দু'টো কারণ থেকে বিকশিত:

ক। এ ছয়টা উপদেশে একই প্রসঙ্গ এবং খ। একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তাছাড়া আরও ছয়টা সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য:

- সূচনা
- যিশুর প্রকাশ্য জীবন স্মরণ
- তাঁর মৃত্যু ঘোষণা (ক্রুশারোপণ)
- তাঁর পুনরুত্থানের দৃঢ় সত্যাপণ
- তাঁর পুনরুত্থান সম্বন্ধে পুরাতন নিয়মের সাক্ষ্যদান
- মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান এবং পাপক্ষমা ঘোষণা।

সূচনা: উপদেশ দানকালে সূচনাই পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে বাণীর মিল করে দেয়। যেমন: পঞ্চাশত্তমী দিনের উপদেশে (২য় অধ্যায়) পবিত্র আত্মার অবতরণে প্রেরিতদূতগণ দ্বারা যে আশ্চর্য কাজগুলো সম্পাদিত হয়, সেগুলো লক্ষ করে পিতর নবী যোয়েলের একটা ভাববাণীর পূর্ণতা উপলব্ধি করতে শ্রোতাদের আহ্বান করেন। খোঁড়া লোকটির আরোগ্যলাভে (৩য় অধ্যায়) লোকদের বিস্ময়-ই হল আর একটা উপদেশের ভিত্তি। প্রেরিতদূতগণ একজন রোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন বলে ইহুদী মহাসভা তাঁদের বিচার করেন এই অদ্ভুত কথার উপর জোর দিয়ে পিতর একটা উপদেশ দেন (৪র্থ অধ্যায়)। যিশুনাম প্রচার বিষয়ে ইহুদী মহাসভার নিষেধাজ্ঞাই আর একটা উপদেশের সূত্রপাত (৫ম অধ্যায়)। কর্নেলিউসের বাড়িতে পিতর নিজের অস্বাভাবিক অবস্থা বুঝিয়ে

দেবার জন্য একটা উপদেশ দেন (১০ম অধ্যায়)। পিসিদিয়ার আন্তিওখিয়ায় পল কোন সূচনামূলক কথা না বলে সরাসরি পরিত্রাণের ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে উপদেশ শুরু করেন (১৩:১৬-৪১)।

প্রকাশ্য জীবনে যিশুর কাজ: ১৩শ অধ্যায়ে যিশুর কাজের প্রারম্ভে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা উল্লেখ করা হয়। ১০ম অধ্যায়ে গালিলেয়ার কথা ও যোহনের বাপ্তিস্মের কথাই কার্যবিবরণীর সঙ্গে লুকের সুসমাচার যুক্ত করে।

ক্রুশারোপণ: পুনরুত্থানের কথার সঙ্গে একথাই উপদেশের আসল কথা। লুকের ধারণা যে, যিশুকে ক্রুশে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে যেরুশালেমবাসী ও তাদের নেতাদের উপর আরোপণীয় (লুক ২৩:২, ৪, ৫, ২০, ২২, ২৩, ২৫, ৫১) এবং ক্রুশে যিশুর মৃত্যু ঈশ্বরের পরিত্রাণকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী (এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ১৩শ অধ্যায়ই দ্রষ্টব্য)।

পুনরুত্থান: এ সত্য প্রতিটি উপদেশে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত। যিশুর পুনরুত্থান ঈশ্বরেরই কাজ, এমনকি ঈশ্বরের এই মহাকর্মই যেরুশালেমবাসী ও তাদের নেতাদের জঘন্য কাজের প্রতি ঐশপ্রতিকার। পুনরুত্থানের ঘোষণার পর প্রত্যক্ষসাক্ষীর কথা উল্লিখিত: যিশুর পুনরুত্থান প্রচার করার জন্য এ সাক্ষীগণ ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন।

পুরাতন নিয়মের সাক্ষ্যদান: যিশুর পুনরুত্থানের তাৎপর্য পুরাতন নিয়ম অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয়। পুরাতন নিয়ম থেকে ঐশপরিকল্পনা বরাবর যিশুর পুনরুত্থানকে লক্ষ করে। এই কারণে ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তি তাঁর সম্পূর্ণ সহায়তাপ্রাপ্ত। এ ঐশসহায়তাই তাঁর মৃত্যুর পরাজয়কে জয়, পুনরুত্থান ও গৌরবে পরিণত করে।

পাপক্ষমা ঘোষণা: ১০ম ও ১৩শ অধ্যায়ের উপদেশে পাপক্ষমা বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত বলে প্রকাশিত।

পিতরের উপদেশগুলোর সঙ্গে পলের প্রথম উপদেশের মূল-সাদৃশ্যগুলো দেখায় যে আদিমণ্ডলীর সময়ে প্রৈরিতিক প্রচারকর্ম ও খ্রিষ্টে বিশ্বাস বিশেষ কয়েকটা স্থিরীকৃত কাঠামো বা শিক্ষামন্ত্রে প্রকাশ পেয়েছিল; পলের পত্রাবলিও কথাটা সমর্থন করে (১ করি ১৫:১-৭; রো ১:১-৮; গা ১:১৩-১৪; ১ থে ১:৯-১১)।

বাণীপ্রচার বিষয়ক উপদেশের ঘোষণা: যিশুই ঈশ্বরের দাস

যিশু সম্পর্কে উল্লিখিত বাণীপ্রচার বিষয়ক উপদেশগুলো দু'টো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে: যিশুই ঈশ্বরের দাস (৩:১৩, ২৬; ৪:২৭, ৩০) এবং যিশুই নির্যাতিত ধর্মাত্মা (৩:১৪)। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করা উচিত যে, বাণীপ্রচারক ফিলিপ দীক্ষার্থীদের কাছে ধর্মশিক্ষা দানকালে 'ঈশ্বরের দাস-গীতিকা' বলে পরিচিত শাস্ত্রবাণী প্রয়োগ করেন (৮:২৬-৪০); এতে একথা প্রমাণিত যে, আদিমণ্ডলীতে যিশুর ভূমিকা বুঝিয়ে দেবার জন্য 'ঈশ্বরের দাস' এর প্রতীক অতি গুরুত্বপূর্ণ।

যিশুই ধর্মাত্মা ও নির্যাতিত দাস। আদিমণ্ডলীর কাছে যিশুর যন্ত্রণাভোগ সম্বন্ধে সবচেয়ে পুরাতন প্রতীক ছিল 'নির্যাতিত ধর্মাত্মা' সামসংগীতগুলো এবং কষ্টভোগী ও গৌরবান্বিত যিশুর প্রতীক ছিল 'কষ্টভোগী দাসের গীতিকা-চতুষ্টয়'। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া হোক (ফিলি ২:৫-১১; হিব্রু ৯:২৮; ১ পিতর ২:২১-২৫; মার্ক ১:১১; ৯:৭; মথি ৮:১৭; ১২:১৮-২১)।

নির্যাতিত ধর্মাত্মা: সামসঙ্গীতমালার প্রায় কুড়িটি সংগীত এপ্রসঙ্গে বলে যে, প্রতিবেশীদের নিষ্ঠুরতা ও নিজের ধার্মিকতার কারণে এ ব্যক্তি নির্যাতিত। এ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য দু'টো এ এ:

ক। ধর্মাত্মা বলে সে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্য ও বিশ্বস্ত, এবং ঈশ্বরের 'ধার্মিকতার' অংশী (এখানে 'ধার্মিকতা' বলতে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের সহায়ক প্রেম ও বিশ্বস্ততা-ন্যায্যতা বোঝায়)।

খ। ধর্মাত্মা বলে সে আবার গৌরবান্বিত, অর্থাৎ এ ব্যক্তির 'ধার্মিকতায়' মানুষের প্রতি জীবনেশ্বর প্রভুর সহায়তা উদ্ভাসিত।

কষ্টভোগী দাস: নবী ইশাইয়ার পুস্তকে চারটে গীতিকা 'দাসের গীতিকা' বলে পরিচিত (ইশা ৪২:১-৭; ৪৯:১-৬; ৫০:৪-৯; ৫২:১৩–৫৩:১২)। এ চারটি গীতিকা গভীর ও রহস্যময় গীতিকা। সেগুলোর লেখক দ্বিতীয় ইশাইয়া বলে পরিচিত বাবিলনে ইস্রায়েল-জাতির দ্বিতীয় প্রবাসকালের একজন নবী। প্রবাসের দুঃখ-কষ্টজনক অবস্থার ভিতর থেকে তিনি অতিশয় মর্মস্পর্শী কথা দিয়ে সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস তুলে ধরেছেন যিনি সহায়ক, যিনি মরুভূমিকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করেন, যিনি অতি বিস্ময়কর মহাকীর্তির মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতির মহাপ্রয়াণ পুনরায় ঘটাবেন (প্রথম প্রয়াণ ঘটেছিল মোশির সময়ে), যিনি মৃত্যু থেকে নব-জীবনে মানুষকে পুনরুত্থিত করে তুলতে পারেন। বলা যেতে পারে, ঈশ্বরের সঙ্গে ইস্রায়েল-জাতি চিরাচরিতভাবে যে কথোপকথন করে এসেছিল, সেই কথোপকথনের সবচেয়ে গভীর অকৃত্রিম আন্তরিক অভিজ্ঞতাসূচক সারাংশ এ 'ঈশ্বরের দাসের' উপর আরোপ করা হয়েছে।

সুতরাং এ 'দাস'-ই ধার্মিক ইস্রায়েলীয়দের প্রতীক, এবং বিশেষভাবে যিশু ও নব-ইস্রায়েল সেই যিশুমণ্ডলীরও প্রতীক। এ চারটে গীতিকা বিশ্লেষণ করলে তিনটি মূল-বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, তথা:

দাস বাণীর শ্রোতা, কারণ সে সর্বদা ঈশ্বরের সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে চায়, ঐশপরিকল্পনার সঙ্গে নিজের কাজ মিলিয়ে দেখতে চায় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করে তার প্রতি বাধ্য হতে চেষ্টা করে (ইশা ৪৯:১,৫); ৫০:৪-৫)। 'দাস' ঐশবাণীর জন্য প্রেরিত: সেই বাণীকে জানা, হৃদয়ঙ্গম ও ঘোষণা করা, অর্থাৎ সেই বাণীকে নিজের জীবন-ব্যবহারে বাস্তবায়িত করা-ই 'দাসের' জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তেমন কাজ করে 'দাস' ঈশ্বরের 'ধার্মিকতা' মানবজাতিকে প্রদান করতে সক্ষম।

দাস বাণীর মানুষ: ঈশ্বরের মত তাঁর বাণীও বিশ্বাস্য, ন্যায়সঙ্গত, সৃজনশীল। ঈশ্বরের রায় তাঁর বাণীতে মূর্ত, এমনকি সেই রায় মানব-ইতিহাসে খোদাই করা হয়। অন্যান্য নবীর মত 'দাস'ও নিজের জীবনে ঐশবাণীকে বহন করে। এভাবে সেই বাণী 'দাসের' জীবনে বাস্তব রূপ লাভ করে (ইশা ৪২:১ ⋯)।

দাস কষ্টের মানুষ, কারণ নিজের জীবনে ঐশবাণীকে বহন করা ও বাস্তবে প্রকাশ করা মানে:

- নির্যাতিতদের সাথে নির্যাতিত হওয়া (ইশা ৫৩:১-৩; ৪২:৭; ৫০:৪)।
- নির্যাতন অভিমুখে, এমনকি মৃত্যু অভিমুখেই এগিয়ে চলা (ইশা ৫৯:৪; ৫০:৬; ৫৩:৭-৯)।
- ঈশ্বরের সহায়তা উপলব্ধি করা, অর্থাৎ অপমান ও মৃত্যুর উপর ঈশ্বরের জয় দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করা (ইশা ৫০:৭-৯; ৫২:১২-১৩; ৫৩:১০খ-১২)।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের জন্য (ঐশপরিকল্পনা, মানবজীবন ও মানুষের যে কোন সমস্যার অভিজ্ঞতা) 'দাস' এমন আদর্শপুরুষ যে সকলের সঙ্গে ও বিচারক ও ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত। মানুষ হিসাবে 'দাস' অর্থহীন; শুধু ঈশ্বরের সহায়তায়ই সে অর্থপূর্ণ। এই ভূমিকায় 'দাস' সার্বজনীন পরিত্রাণের প্রতীক ও কারণ, কেননা যেহেতু সে নিজে ঈশ্বরের 'ধার্মিকতার' অংশী সেহেতু সকল মানুষকে ঐশধার্মিকতার অংশী করতে পারে, এমনকি সকল মানুষ 'দাসের' মত ঐশধার্মিকতা-প্রাপ্ত হয়ে (ইশা ৫৩:৫,৬, ১০-১২) ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও তাঁর পরিত্রাণদায়ী বাণী উপলব্ধি করতে পারে।

বলা বাহুল্য 'দাসের' প্রতীক-ভূমিকা সেই যিশুতে পূর্ণ হয় যিনি সেবা আদায় করতে নয়, অপরকে সেবা করতে এসেছেন (মার্ক ১০:৪৫; মথি ২০:২৮; লুক ২২:২৩)। পিতার ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা গুণে যিশুতে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সহায়তার অভিব্যক্তি ঘটে। পিতার ইচ্ছা অনুসারেই যিশু মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা আপন করে নিয়ে ও মানুষের মধ্যে মানুষ হয়ে সমস্ত পাপকর্ম নিজের জীবনে বহন করেন, যাতে তাঁর প্রতি ঐশসহায়তায় মানুষের সঙ্গে এক হওয়ার ঈশ্বরের যে ইচ্ছা তা প্রকাশ পায়। এই গভীর তাৎপর্য অনুসারেই যিশু আমাদের পাপের জন্য জীবন যাপন করেছেন, আমাদের পাপের জন্য মারা গেছেন ও পিতার ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণভাবে বাধ্য হয়ে মানুষের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন ও ঈশ্বরের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এভাবে যিশুই প্রকৃত ও সম্পূর্ণ 'জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোস্বরূপ' (ইশা

৪২:৬; ৪৮:৬), পিতার প্রেরিত ও তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তি, ঈশ্বরের বাণী, বিশ্বজগতে ঈশ্বরের পরিত্রাণ। যিনি আপন জীবনে মানুষ ও ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়েছেন, সেই যিশুতেই মানুষের প্রতি পিতা ঈশ্বরের অসীম প্রেম ও সর্বশক্তিশালী সহায়তা শেষ পর্যায়ে পৌঁছয়।

লিস্ত্রা ও এথেন্সে পলের
বাণীপ্রচারমূলক উপদেশ

লিস্ত্রায় পলের উপদেশ

এ উপদেশ পড়ার পর, প্রথমবারে, পাঠক কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে যান, এমনকি মনে হয় উপদেশ কেমন যেন অপূর্ণাঙ্গ। যখন লিস্ত্রা-বাসীরা পল ও বার্নাবাসকে দেবতা বলে সম্বোধন করে, তখন তাঁরা আপত্তি করেন, ও যিশুর কথা উল্লেখ না করে অসার দেবতাদের ছেড়ে শুধু অদ্বিতীয়, সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা ঈশ্বরেরই দিকে মন ফেরাতে লিস্ত্রার অধিবাসীদের আহ্বান করেন।

তাঁদের সেই কথাগুলোর মধ্যে নতুন বলতে মোটেই কিছুই ছিল না; পলের সময়ে অনেকেই একই কথা বলত। গ্রীক স্তোয়া-দর্শনবাদও জগতের নিয়ন্তা অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে সমর্থন করত, এমন ঈশ্বর যাঁকে মানুষ ঋতু ও তারকারাজির যথাযথ চক্রের মাধ্যমে অনুভব করতে পারে। আর অন্যান্য মতবাদের দার্শনিকেরাও একই একেশ্বরবাদ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করত। তাছাড়া ইহুদীদের বেশ কয়েকজন সেকালের আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিল বজায় রাখার জন্য প্রচার করত বাইবেল ও দার্শনিকদের ঈশ্বর একই ঈশ্বর।

একথা স্বীকার্য যে, এরূপ মেলামেশা এক দিক দিয়ে ভাল কেননা একেশ্বরবাদ পালন করলে মানুষের ধর্মভাব বিশুদ্ধ হয় ও মানুষের রীতিনীতি ইত্যাদি প্রথাগুলো আরও পবিত্র হয়ে ওঠে।

তবু অপরদিকে বাণীপ্রচারের এ পদ্ধতি মেষ পর্যায়ে ক্ষতিকর। বস্তুত এ ধরনের পদ্ধতির ফলে বাইবেলের ঈশ্বরের বিশেষ্য-সমূহ, যেমন মানব-ইতিহাসে ঐশআত্মপ্রকাশ, ঐশমনোনয়ন প্রভৃতি বিশেষ্য বিলীন হয়ে যায়। লুক জ্ঞাত আছেন যে ইহুদী ধর্মপ্রচারকদের কয়েকজন ঠিক এই বিপদে পড়েছিল। তারা বাইবেলের ঈশ্বরকে (যিনি জগতের স্রষ্টা ও ইতিহাসের বিচারকর্তা) এবং গ্রীক দর্শন অনুসারে জগতের নিয়ন্তা জেউস নামক সেই প্রধান দেবতাকে একই ঈশ্বর বলে গণ্য করেছিল।

আর শুধু তা নয়, তাদের ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্বাস সেকালের প্রচলিত একটা মতবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, ফলে দরিদ্রের রক্ষাকর্তা যিনি, বাইবেলের সেই ঈশ্বরকে ক্ষমতাশালীদের পদমর্যাদার সমর্থক ঈশ্বরের পর্যায়ে নামানো হয়েছিল। এই অবনতির যথেষ্ট লিপিবদ্ধ প্রমাণ আছে (আরিস্তবুলস, যোসেফ ফ্লাভিউস, আলেক্সান্দ্রিয়ার ফিলন ইত্যাদি ইহুদী দার্শনিকদের লেখা দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং যিনি ইস্রায়েল-জাতির মাধ্যমে সকল মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, নবীদের দ্বারা মানুষের সহায়ক বলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বলে মানব-বিচারবুদ্ধির অতীত ইতিহাসের পরিচালনা করে থাকেন ও একমাত্র জীবনেশ্বর বলে নশ্বর মানুষকে নবীভূত করে তুলতে পারেন, পুরাতন নিয়মের সেই ঈশ্বরকে মানুষ দ্বারা কল্পিত একটি সাধারণ ঈশ্বরে নিম্নপদস্থ করা হয়েছিল।

যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষিত লুক সচেতন ছিলেন। এজন্যই দার্শনিকদের উপদেশের মত লিস্ত্রায় পলের উপদেশ পড়ে পাঠক অবাক না হয়ে পারেন না।

এথেন্সে পলের উপদেশ

লিস্ত্রায় পলের উপদেশ অপূর্ণাঙ্গ বটে, কিন্তু বলা যেতে পারে, তার ভূমিকা হল এথেন্সে পলের উপদেশের সূচনাস্বরূপ। বাস্তবিকই লিস্ত্রার উপদেশে যে যে বিষয়বস্তুর আভাস দেওয়া হয়, এথেন্সের উপদেশ সে বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বিশদ করে। এখানে এথেন্সের উপদেশের বিশ্লেষণ করা হবে।

ক। পরোক্ষ সূচনা (১৭:১৬-২২ক) : পল এথেন্সবাসীদের আকর্ষণ ও মনোযোগ জাগিয়ে তোলেন।

খ। প্রত্যক্ষ সূচনা (১৭:২২খ-২৩) : বিভিন্ন মূর্তি দ্বারা প্রমাণিত এথেন্সবাসীদের ধর্মবোধ স্বীকার করে পল 'অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশ্যে' প্রতিষ্ঠিত একটা বেদী ইঙ্গিত করে তাদের কাছে ঠিক এ অজ্ঞাত অথচ তাদের দ্বারা পূজিত দেবতাকে কেন্দ্র করে নিজ উপদেশ আরম্ভ করেন।

গ। **প্রথম অংশ** (১৭:২৪-২৯): শ্রোতাদের কাছে নিজ কথা বোধগম্য করার জন্য পল বিভিন্ন গ্রীক দার্শনিকদের গবেষণার একটা সাংশ্লেষিক বর্ণনা দেন: ঈশ্বর এক, তিনি পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মানুষের এত নিকটবর্তী যে তিনিই মানুষের জীবন ও প্রাণ, এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মে মানুষ যেন তাঁরই মধ্যে তাঁরই সংস্পর্শে থাকে, এমনকি তাঁরই মধ্যে মানুষ জীবন গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত। তবুও নিকটবর্তী হয়েও তিনি মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, প্রকাশিত বা রূপান্তরিত হতে পারেন না, কারণ তিনি অতীন্দ্রিয়।

ঘ। **দ্বিতীয় অংশ** (১৭:৩০-৩১): এবার পল ঈশ্বরের পরিত্রাণজনক অভিপ্রায় ঘোষণা করেন: সেই অজ্ঞাত দেবতা মানুষের কাছে আর অজ্ঞাত হতে চান না। যিশুর পুনরুত্থান দ্বারা ঈশ্বর অজ্ঞতার কাল শেষ করে দিয়েছেন, দেশ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বযুগের সকল মানুষ পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে-ই অজ্ঞতার অবস্থা ত্যাগ করতে সক্ষম। যিশুর পুনরুত্থানে ঈশ্বর শুধু নির্গুণ যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর বলে নয় বরং সতত অপূর্ব অভিনব কাজের স্বাধীন সৃষ্টিকর্তা বলে আত্মপ্রকাশ করেন: যিশুর পুনরুত্থানই ঈশ্বরের অপূর্ব ও শ্রেষ্ঠ অভিনব কাজ।

* * *

সকল পণ্ডিতের মতে এ উপদেশে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, অন্যান্য ধর্মের কাছে খ্রিষ্টবিশ্বাস বোধগম্য হতে পারে এবং অন্যান্য ধর্ম উপেক্ষা না করে বরং সেগুলোকে মানুষের দ্বারা অনুভূত ঈশ্বরের রহস্যময় অভিব্যক্তি বলেই গণ্য করে।

ধর্মীয় দিক হল মানুষের গভীরতম ও সমস্যাপূর্ণ দিক, এজন্য মানুষের কাছে যিশুকে ঘোষণা করার জন্য এ দিকটাই হল বাণীপ্রচারের সংযোজক বিষয়বস্তু। আর লুক ঠিক তা-ই করেছিলেন: শুধু শ্রোতাদের আকর্ষণ ও মনোযোগ জাগিয়ে দেওয়ার পরেই (১৭:১৬-২২ক) পল এ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন যা শেষে যিশুর পুনরুত্থান খোলাখুলিভাবে ঘোষিত।

আধুনিক মণ্ডলীর পক্ষেও এথেন্সের উপদেশ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। লুকের পদ্ধতিতে একথা ফুটে ওঠে যে, যিশুকে প্রচার করতে গেলে শুধু বাইবেলের নয়, অন্যান্য ধর্ম বা দর্শনের কথাও প্রযোজ্য। বাণীপ্রচারক নির্ভয়ে ও যথাসাধ্য শ্রোতাদের জানা কথা ব্যবহার করুন, কারণ প্রতিটি ধর্মে ঈশ্বরের অভিব্যক্তির একটা আভাস অবশ্যই বর্তমান।

সুতরাং পলের মত মণ্ডলীও বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে ধর্মীয় সংলাপ শুরু করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে যে সাদৃশ্যগুলি রয়েছে তা প্রফুল্লমনে স্বীকার করবে। অবশেষে কিন্তু মণ্ডলী আপন প্রেরণা অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করবে, কারণ কেবলমাত্র যিশুতেই মানুষ পরিত্রাণ ও চির আনন্দ খুঁজে পাবে।

নির্যাতিত মণ্ডলী

নির্যাতন ও বাণীপ্রচার

যখন মণ্ডলী ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুর কথা ঘোষণা করে তখন সে নির্যাতিত হয়, কেননা মানুষের অহংকার ও হিংসা প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করা ও মানুষের নানা রকম অভাবে সহায়তা করা উভয় কাজ থেকে অবশ্যম্ভাবী একটা প্রতিক্রিয়া আসে তথা নির্যাতন। এতে আদিমণ্ডলীর ইতিহাসের যথেষ্ট প্রমাণ আছে যথা: পিতর, যোহন এবং অন্যান্য প্রেরিতদূত নির্যাতিত হন (৭ অধ্যায়), পলও নির্যাতন ভোগ করেন। যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ যিশু-নাম ঘোষণা করে তখনই জগৎ বিরোধিতা প্রকাশ করে; মানুষের যুক্তি ঈশ্বরের যুক্তি গ্রাহ্য করতে চায় না; জগতের কল্পিত পরিত্রাণ ও ঐশপরিত্রাণ আলাদা জিনিস।

ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুকে ঘোষণা করা মানে ক্ষুদ্র অত্যাচারিত অশিক্ষিত দুর্বলের প্রতি ঈশ্বরের সহায়তাও ঘোষণা করা। এজন্য জগৎ, অর্থাৎ যারা আপন পদমর্যাদা রক্ষা করার জন্য ছোটকে ছোট ক'রে রাখতে চায়, অত্যাচারিতকে রক্ষা করতে ভয় করে, অশিক্ষিতকে শিক্ষার সুযোগ দেয় না, দুর্বলকে বলবান করার জন্য চিন্তিত নয়, ছোটদের প্রতি ঈশ্বরের সহায়তা—অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুর কথা ঘোষণা—গ্রাহ্য করে না।

আর শুধু তা নয়, যারা এ ঘোষণা করে জগৎ তাদের নির্যাতন করে। যারা সমাজের অন্যায় সমর্থন করে বা সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছুই করে না, তাদের কাছে যিশুর কথা বিচারসূচক কথা: তারাই মণ্ডলীকে নির্যাতন করে। এ ধরনের 'বিচার'—অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলী যে যিশুর ঘোষণার মাধ্যমে জগৎকে অভিযুক্ত করে, বা জগৎ যে যিশুর প্রচারিকা মণ্ডলীর উপর নানা রকম দোষ আরোপ করে,—ধারাবাহিকভাবে কার্যবিবরণীতে ঘটে, দৈনন্দিন জীবনেও ঘটে।

যোহনের সুসমাচারেও এই প্রকার ‘বিচার’ লক্ষণীয়: যিশু জগতের কাছে অভিযুক্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তিনি জগতের বিচারক ও বিজয়প্রাপ্ত।

লুক একই ধারণা পোষণ করেন: যিশু প্রকাশ্য-জীবনের প্রথম দিন থেকে বিচার ও দণ্ড-স্থান অভিমুখে তিন বছরব্যাপী যাত্রা করেছিলেন, যে যাত্রা দু’টো ভাববাণীতে ব্যক্ত, ‘মানবপুত্রকে যেরুশালেমে আরোহণ করতে হয়, সেখানে তিনি বিচারিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন’ এবং ‘যারা আমার শিষ্য হতে ইচ্ছা করে, আমার ক্রুশ আপন কাঁধে তুলে নিয়ে তারা এই পথে আমার অনুসরণ করুক।’ এই কারণে যিশুর শিষ্যা হিসাবে মণ্ডলীও যিশুর মত বিচার ও দণ্ড-স্থান অভিমুখে যাত্রা করে।

যিশুর ‘অষ্ট কল্যাণবাণী’ উপদেশে মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ পূর্বকথিত হয়েছিল, ‘লবণ ও আলো হওয়াতে তোমরা যারা নির্যাতিত, তোমরাই সুখী।’ প্রায় একই কথা ‘দূতগণের প্রেরণ’ উপদেশেও বর্তমান: শিষ্য ও গুরুর দশা সমান: ‘তারা যেমন আমাকে নির্যাতন করে থাকে, তেমনি তোমাদেরও নির্যাতন করবে।’

যোহন আরও স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন, ‘তোমাদের ঘৃণা করার আগে জগৎ আমাকেই ঘৃণা করেছে। তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে জগৎ তার আপনজনদের মত তোমাদের ভালবাসত।’ জগৎ (অর্থাৎ যারা যিশুর শিক্ষার বিরোধী) মণ্ডলীকে ভালবাসলে এ নিশ্চয় হত খারাপ একটা লক্ষণ (যোহন ১৫ অধ্যায়)।

পলের প্রেরণকর্ম: যিশুর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হওয়া

এই প্রসঙ্গে কার্যবিবরণী ছাড়া পলের পত্রাবলি থেকে অনেক কিছু জানা যায়। কায়েসারিয়ায় বন্দি হওয়ার এক বছর পূর্বে তিনি লিখেছিলেন: ‘ওরা কি খ্রিষ্টের সেবাকর্মী?—উন্মাদের মত কথা বলছি—ওদের চেয়ে আমি বেশি: আমি পরিশ্রমে অনেক বেশি, কারাবন্ধনে অনেক বেশি, প্রহারে অনেক বেশি, প্রাণ-সঙ্কটে অনেকবার। ইহুদীদের হাতে আমি পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাত-দণ্ড ভোগ করেছি। তিনবার বেত্রাঘাত, একবার পাথর ছুড়ে মারা, তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি, অতল গহ্বরের

উপর এক দিন এক রাত কাটিয়েছি; পথযাত্রায় বহুবার, নদীসঙ্কটে, দস্যু-সঙ্কটে, স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, বিজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভণ্ড ভাইদের হাতে ঘটিত সঙ্কটে; পরিশ্রমে ও ক্লেশে, বহুবার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও পিপাসায়, বহুবার অনাহারে, শীতে ও বস্ত্রাভাবে। আর এই সবকিছু ছাড়া একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে,—সকল মণ্ডলীর চিন্তা। কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না? যদি গর্ব করতে হয়, তবে আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে গর্ব করব। প্রভু যিশুর ঈশ্বর ও পিতা, যুগে যুগে ধন্য যিনি, তিনি জানেন, আমি মিথ্যা বলছি না (২ করি ১১:২৩-৩১)।'

যে ইহুদী ব্যক্তি ইহুদীধর্ম ত্যাগ করত বা অন্য ধর্মের কথা প্রচার করত, সেই ব্যক্তি ইহুদী বিধিবিধান অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারত। এ কারণে স্তেফানের হত্যা ঘটেছিল। কার্যবিবরণীতে কমপক্ষে আটবার করে ধর্মনিষ্ঠ ইহুদীরা পলকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে: নিস্ত্রায় যে প্রস্তারাঘাতে-হত্যার আয়োজন করা হয় তা ইকোনিয়মে ঘটে (১৪:৫, ১৯); যেরুশালেম ও করিন্থে হত্যার চেষ্টার উল্লেখ আছে (৯:২৯ …; ২৩:২৯; ২০:৩); এশিয়া প্রদেশে পল শুধু কষ্ট করেই ইহুদীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন (২ করি ১:৯; রো ৮:৩৬); যে প্রস্তারাঘাতে-হত্যা দামাস্কের ইহুদীরা প্রস্তুত করে (৯:২২৩-২৫; ২ করি ১১:৩২), সম্ভবত সেই হত্যার চেষ্টা যেরুশালেমে সাধিত হয়। তা ছাড়া পল ইহুদী ধর্মসভার হুকুমে পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাতে প্রহৃত হন (২ করি ১১:২৪; প্রেরিত ২২:১৯)। পল নিজে এই নির্যাতনের আসল তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন: তিনিও, যিশুর মত, ঐশ-রাজ্যের কারণে নির্যাতিত (মথি ৫:১০ … ;১০:৫ …); এ প্রসঙ্গে তাঁর কথা এ:

'এজন্য ঈশ্বরের দয়ায় এই সেবাদায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে আমরা নিরুৎসাহ হই না; বরং লজ্জাকর যত গোপনীয়তা পরিহার ক'রে, এবং ধূর্ততায় না চলে, ঈশ্বরের বাণীকেও বিকৃত না করে আমরা বরং প্রকাশ্যেই সত্য ব্যক্ত করতে করতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রত্যেকটি মানুষের বিবেকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াই। আর যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে।

তাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসী মনকে অন্ধ করে দিয়েছে, যেন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই স্বয়ং খ্রিষ্টেরই গৌরবময় সুসমাচারের দীপ্তি না দেখতে পায়। বস্তুত আমরা নিজেদের নয়, খ্রিষ্ট যিশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমাদের নিজেদের বেলায়, যিশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস। আর যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। কিন্তু এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম। পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা চূর্ণ হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না; নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না। আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা জীবিত হয়েও যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (২ করি ৪:১-১১)।’

মথি ৫:১-১৬; ১০ম অধ্যায়; ১১:২৫-২৭; ২৫:৩৫-৪৬; কার্যবিবরণীর ঘটনাগুলো এবং ২ করি ১২:৯ অনুসারে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে: বাণীপ্রচারের ব্যাপারে কেবলমাত্র দরিদ্র ও নির্যাতিত মণ্ডলী কৃতকার্য হতে পারে; এমন মণ্ডলী যা সকলের চেয়ে ছোটদের জীবনের সহভাগী হয়ে অনেক-কিছু দান করার স্থানে যিশুর মত নিজেকেই দান করে।

নূতন নিয়মে এ কথার মত আর কোন কথা পুনঃ পুনঃ উক্ত হয় না। বাণীপ্রচারের সবচেয়ে ফলপ্রদ কাল মণ্ডলীর সবচেয়ে দরিদ্র ও নির্যাতিত অবস্থাকালেই ঘটে। বস্তুত এ বাণীপ্রচারই সবচেয়ে অগ্রগামী ও ফলপ্রদ হয়েছে কারণ মণ্ডলী পার্থিব নয়, বরং বিশ্বাস ও সেবাকর্মের ঐশ্বর্যে ধনবতী ছিল।

ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুর পথে চললে বাণীপ্রচারিকা মণ্ডলী যিশুকে স্বীকার করে (মথি ১৩:৩১-৩৩), কেননা গুরুর চেয়ে শিষ্য তো বড় নয়; প্রভুর চেয়ে দাসও বড়

নয়। শিষ্যের দশা গুরুর, ও দাসের দশা প্রভুর সমান হলেই যথেষ্ট (মথি ১০:৩১-৩৩)।

সৎসাহস লাভের জন্য প্রার্থনা

কার্যবিবরণীর ৩য় ও ৫ম অধ্যায়ে লুক যেরুশালেম মণ্ডলী ও প্রেরিতদূতদের কথা বলেন। এ অধ্যায়গুলোতে অর্ধাংশ পদ সেই বারোজন প্রেরিতের বিচার বর্ণনা করে, প্রায় অবশিষ্ট পদগুলো তাঁদের প্রচারকাজের বিবরণ দেয়; কিন্তু আরও কয়েকটা পদ আছে যেগুলো আদিমণ্ডলীর মধ্যে বিরাজিত ভ্রাতৃপ্রেম ও একাত্মতা প্রকাশ করে।

তবু লুক ভুলে যান না সেই 'ছোটদের' কথা অর্থাৎ সেই খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কথা যারা দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ অবস্থায় যিশুর মঙ্গলবাণীর বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। প্রেরিত ৪:২৩-৩১ তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এরা বিচারালয়ে যিশুকে স্বীকার করতে আহূত না হলেও নির্যাতিত প্রেরিতদূতদের কাছে নিজেদের সহানুভূতি দেখায়, তাঁদের যন্ত্রণাভোগের জন্য এরাও দুঃখ ভোগ করে ও তাঁদের কারামুক্তিলাভের জন্য আনন্দিত। এরা পিতা ঈশ্বর যেন নির্যাতন থেকে তাঁদের নিরাপদে রাখেন এজন্য নয়, তাঁর সেবকগণ যেন মুক্তকণ্ঠে তাঁর বাণী ঘোষণা করতে পারেন এই উদ্দেশ্যে এরা প্রার্থনা করে। এদের প্রার্থনায় যিশুর পিতা নিজ দয়া সর্বদা প্রকাশ করেন: তিনি প্রত্যেক দিন এদেরকে পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত করে তোলেন।

দামাস্কের পথে
পলের দর্শনের বর্ণনাত্রয়

৯ম, ২২শ ও ২৬শ অধ্যায়ে বিবৃত দামাস্কে পলের দর্শনলাভের বর্ণনাত্রয় নিঃসন্দেহে কার্যবিবরণীর অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এজন্যই এখানে এ বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। বর্তমানকালের পণ্ডিতগণের মতানুসারে ব্যাখ্যা কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে নয়, লুক দ্বারা সেইকালে ব্যবহৃত সাহিত্যানুগ কাঠামোসমূহ, তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যবিবরণীতে বর্ণনাত্রয়ের ভূমিকা ও সাংশ্লেষিক বোধকেও প্রাধান্য দেবে।

পলের দর্শনের বর্ণনাত্রয়ের পর্যালোচনামূলক পাঠ

বর্ণনাত্রয়ের মর্মকথা উপলব্ধির উদ্দেশ্যে প্রথম ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হল: বর্ণনাত্রয় মনোযোগ দিয়ে পাঠ ক'রে সেগুলোর সামঞ্জস্য চিহ্নিত করা। পরে বর্ণনাত্রয়-সূচিত মিল-অমিল ও প্রধান প্রধান ক্ষণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ শুরু করা যাবে। বর্ণনাত্রয় পাঁচ পরম্পরাগত ক্ষণে বিভক্ত করা যেতে পারে:

১। নির্যাতনকারী পলের অনুস্মৃতি (৯, ২২, ২৬ অধ্যায়ে উল্লিখিত);
২। দামাস্কের পথে পলের দর্শনলাভ (৯, ২২, ২৬ অধ্যায়ে উল্লিখিত);
৩। আনানিয়াস ও পলের সমসাময়িক দর্শনলাভ (কেবল ৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত);
৪। আনানিয়াসের সঙ্গে পলের সাক্ষাৎ (কেবল ৯ ও ২২ অধ্যায়ে উল্লিখিত);
৫। যেরুশালেমে পলের দর্শনলাভ (কেবল ২২ অধ্যায়ে উল্লিখিত)।

সুতরাং কয়েকটা ক্ষণ তিনটে বর্ণনায় সবসময় উপস্থিত (১ম ও ২য় ক্ষণ); কয়েকটা ক্ষণ কেবল একটা বর্ণনায় বর্ণিত (৩য় ক্ষণ কেবল ৯ অধ্যায়ে; ৫ম ক্ষণ কেবল ২২ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত); একটা ক্ষণ (৪র্থ) কেবল দু'টো বর্ণনায় উল্লিখিত (৯ ও ২২ অধ্যায়)।

বর্ণনাত্রয়েতে মনোযোগ দিলে লক্ষ করা যায় যে, ১ম ক্ষণটা বিশেষ কোন সমস্যার সঙ্গে জড়িত নয়, বাস্তবিকই বর্ণনাত্রয় প্রাক্তন ধর্মনিষ্ঠ ফরিশী পলের ভূমিকা সমানভাবে ব্যক্ত করে।

২য় ক্ষণটা সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। বাক্যগুলি অত্যন্ত সমন্বয়ী (এ উদ্ধৃতাংশত্রয় হয় তো কোনও স্থিরীকৃত সাহিত্যানুগ কাঠামো অনুসারেই বর্ণিত হয়েছিল)। আলোর অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখযোগ্য, কারণ একথা গ্রীক কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত ইহুদী সাহিত্য অনুসারে রচিত (এ কথাও হয় তো কোনও স্থিরীকৃত সাহিত্যানুগ কাঠামো অনুসারে বর্ণিত)। তাছাড়া আর একটা মন্তব্য রয়েছে: দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ২৬ অধ্যায়ের আলাদা বর্ণনা আছে; ৯ ও ২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে, 'ওঠ, শহরে (দামাস্কে) প্রবেশ কর; আর তোমাকে কী করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।' কিন্তু ২৬ অধ্যায়ে 'ওঠ' আদেশের পর পরেই দর্শনের উদ্দেশ্য সরাসরি প্রকাশিত হয় (হয় তো এখানে সংক্ষেপ-পদ্ধতিই ব্যবহৃত)।

৩য় ক্ষণই কেবল ৯ অধ্যায়ে বর্তমান, এজন্য সংক্ষেপ-পদ্ধতির কথা এখানেও ওঠে। উপরন্তু আনানিয়াস ও পলের সমসাময়িক দর্শনের ব্যাপারও আছে; এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, ঠিক এ ধরনের সমসাময়িক দর্শনই গ্রীক-ইহুদী সাহিত্যে প্রচলিত এক প্রণালী-বিশেষ ছিল।

৪র্থ ক্ষণটা ৯ ও ২২ অধ্যায়ে উপস্থিত হলেও মুখ্য লক্ষণের বিবরণ আলাদা; ৯:১৮-তে পলের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার কথা ও তাঁর বাপ্তিস্মের কথা খুব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত; ২২:১৪-১৬-তে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত: দর্শনের সারমর্ম বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় (দর্শনের সারমর্ম হল ঐশইচ্ছা জানা, ধর্মাত্মা যিশুকে দেখা ও তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শোনা) এবং বাপ্তিস্মের ভূমিকা পাপক্ষমা লাভের আবশ্যকীয় উপায় বলে নির্দিষ্ট করা হয়। এ উদ্ধৃতাংশগুলির রচনায় কি সম্প্রসার-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে? অর্থাৎ ২২ অধ্যায়ের বর্ণনা ৯ অধ্যায়ের বর্ণনাকে এবং ২৬ অধ্যায়ের বর্ণনা ২২ অধ্যায়ের বর্ণনাকে কি ব্যাখ্যা ও পূরণ করে? সুতরাং লুকের ধারণায় এ বর্ণনাত্রয় কি একই প্রসঙ্গে একমাত্র ধারাবাহিক বর্ণনা বলে গণ্য করা যায়? এবং তাই যদি হয়,

প্রসঙ্গটা কি? এক্ষেত্রে কি বলা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণনাই হল প্রথম বর্ণনার ব্যাখ্যা? অর্থাৎ ২২ ও ২৬ অধ্যায়ের বর্ণনা প্রত্যক্ষভাবে দামাস্কের ঘটনা নয় বরং ৯ অধ্যায়ের রচিত উপরোক্তি ঘটনাটার বর্ণনাকে কি লক্ষ্য করে? বলা বাহুল্য যে এ সমস্যায় যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, এর সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

৫ম ক্ষণটা শুধুমাত্র ২২ অধ্যায়ের বর্ণনায় উল্লিখিত। এখানে একই প্রশ্ন জাগে, কার্যবিবরণীতে বর্ণনাত্রয়ের উপস্থাপনা ও সেগুলোর লেখার ভঙ্গির দু'য়ের মধ্যে কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

বর্ণনাত্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ সমস্যা জাগাবার ভূমিকা এই প্রথম দৃষ্টিক্ষেপে পূর্ণ হয়। সমস্যাসমূহের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হোক:

- লুক দ্বারা ব্যবহৃত রচনা-শৈলী ও স্থিরীকৃত সাহিত্যানুগ কাঠামোসমূহ;
- সংক্ষেপ ও সম্প্রসার-সাহিত্যানুগ পদ্ধতি;
- কার্যবিবরণীতে বর্ণনাত্রয়ের ভূমিকা।

রচনা-শৈলী ও স্থিরীকৃত সাহিত্যানুগ কাঠামোসমূহ

উপরোক্ত বিশ্লেষণে তিন রকম স্থিরীকৃত সাহিত্যানুগ কাঠামো উল্লিখিত হল:

- আনানিয়াস ও পলের সমসাময়িক দর্শনলাভ,
- আলোর অভিজ্ঞতার মনপরিবর্তনসূচক অর্থ,
- দর্শনকালে সংলাপ।

আনানিয়াস ও পলের সমসাময়িক দর্শনলাভ শুধু প্রথম বর্ণনায় উল্লিখিত (৩য় ক্ষণ)। যে সময় আনানিয়াস পলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আদেশ পান, সেই একই সময় পল প্রার্থনা করতে করতে দর্শনযোগে দেখেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য আনানিয়াস তাঁর মাথায় হাত রাখছেন, এবং বাস্তবিকই এইভাবে ঘটেছে।

এ সমসাময়িক দর্শন গ্রীক সাহিত্যে প্রচলিত একটা লেখার ভঙ্গি ছিল। এ ধরনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক বিশেষ একটা ঐতিহাসিক ঘটনার উপর আর একটা তাৎপর্য

যোগ করে দিতেন, যে তাৎপর্য পরিত্রাণমূলক। অর্থাৎ লেখক যেন ঘোষণা করেন, সেই ঘটনা ঈশ্বর দ্বারা পরিকল্পিত ও সম্পাদিত একটি ঘটনা। সুতরাং আনানিয়াসের সঙ্গে পলের সাক্ষাৎকার পলের উপর ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা অনুসারে ঘটেছে এবং এতে প্রমাণিত হয় যে পল সাধারণ একজন খ্রিষ্টভক্ত নন, বরং ঐশপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসম্পন্ন মহান ব্যক্তি। মণ্ডলীর ও বাণীপ্রচারের ইতিহাসে পলের ভূমিকাই হল বর্ণনাত্রয়ের আসল লক্ষণ।

আলোর অভিজ্ঞতা বর্ণনাত্রয়ের দ্বিতীয় ক্ষণে বর্ণিত। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে পুরাতনকালের লেখকগণ যখন এক দিব্য দর্শন-বিশেষ বর্ণনা করতেন তখন প্রচলিত নানা রকম মামুলী নমুনা অনুসরণ করতেন (এ প্রসঙ্গে লুক ২:৯; ২৪:৪; প্রেরিত ১২:৭; দা ৭:৯; ১০:৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। আলো, বাণী, ভূপতন, উপস্থিতদের বিস্ময় হল সেই নমুনা অনুযায়ী ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্য। যখন একটা বর্ণনা অনুসারে বলা হয় যে পলের সঙ্গীরা দাঁড় হয়ে থাকে এবং অন্য বর্ণনা অনুসারে তারা মাটিতে পড়ে যায়, তখন লেখক বিসদৃশভাবে একই সত্যই তুলে ধরতে চান তথা, খ্রিষ্টদর্শনের অলৌকিক ও বিস্ময়কর স্বরূপ।

দর্শনকালে সংলাপ স্থিরীকৃত সাহিত্যানুগ কাঠামোর এক প্রতীয়মান দৃষ্টান্ত। ৯ অধ্যায়ে বর্ণিত সংলাপের কাঠামো এরূপ :

ক। ১। … শুনতে পেলেন, (= উদ্বোধন)
২। শৌল, শৌল! (= দুইবার ডাক)
৩। কেন আমাকে নির্যাতন করছ? (= যিশুর প্রশ্ন)

খ। ১। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, (= উদ্বোধন)
২। প্রভু, আপনি কে? (= পলের প্রশ্ন)

গ। ১। উত্তর হল এ, (= উদ্বোধন)
২। আমি যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। (= যিশুর আত্মপরিচয়দান)
৩। ওঠ, শহরে প্রবেশ কর। (= প্রেরণ)

ঐশপরিত্রাণের ইতিহাসে নির্দিষ্ট ভূমিকাসম্পন্ন ব্যক্তির আহ্বান এ কাঠামোতে প্রতীকমূলক বর্ণনা লাভ করে। উল্লিখিত কাঠামো অনুসারে আহ্বানের ধর্মতত্ত্বীয় স্বরূপ এ:

ক। যিশু মানুষকে আহ্বান করেন,

খ। মানুষ আহ্বানে সাড়া দেয়,

গ। যিশু আত্মপ্রকাশ করে প্রেরণকর্মের জন্য মানুষকে নিযুক্ত বা প্রেরণ করেন।

পুরাতন নিয়মেও এ ধরনের আহ্বান বারবার উপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ আদিপুস্তকে বর্ণিত (আদি ৪৬:২) ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের সংলাপ বেছে নেওয়া হোক:

ক। ১। ঈশ্বর বললেন,

২। যাকোব, যাকোব!

খ। ১। তিনি বললেন,

২। এই যে আমি।

গ। ১। বললেন,

২। আমি তোমার পিতার পরমেশ্বর।

৩। তুমি মিশরে যেতে ভয় পেয়ো না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল যে, তৃতীয় বর্ণনায় 'ওঠ' আদেশের পরপরেই দর্শনের উদ্দেশ্য সরাসরি প্রকাশিত (২৬:১৬-১৯); এর কারণ উদ্ধৃতাংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হবে:

- 'ওঠ, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও' (২৬:১৬); এ অনুচ্ছেদটা এজেকিয়েলের নবী-আহ্বানের বিস্ময়কর দর্শনের দিকে লক্ষ করে। সেখানেও লেখা আছে, 'তুমি পায়ে ভর করে দাঁড়াও' (এজে ২:১)।
- 'তোমাকে উদ্ধার করব বিজাতিদের হাত থেকে' (২৬:১৭), একথা নবী যেরেমিয়াকে আহ্বানের বর্ণনা থেকে নেওয়া (জে ১:৭-৮)।

- ‘বিজাতীয়দের কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি’ (২৬:১৭খ) এ উক্তিও যেরেমিয়াকে আহ্বানের বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত।
- ‘তাদের চোখ খুলে দেবে, … অন্ধকার থেকে’ (২৬:১৮), একই কথা ঈশ্বর উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর ‘দাস’ এর মনোনয়নের সময়ে (ই ৪২:২৬)।

এ ব্যাখ্যায় দেখা গেল যে, তৃতীয় বর্ণনার প্রেরণ-নিয়োগ (২৬:১৬-১৮) পুরাতন নিয়মের নবীদের আহ্বান ও প্রেরণ-নিয়োগের মধ্য দিয়েই সূচিত। সুতরাং লুকের ধারণা স্পষ্ট প্রকাশ পায়: মহানবী যেরেমিয়া, এজেকিয়েল ও ইশাইয়ার মত পলও ঐশপরিত্রাণের ইতিহাসের একজন মহাপুরুষ।

সংক্ষেপ ও সম্প্রসার-পদ্ধতি

নূতন নূতন কথা দিয়ে একই গল্প পুনরাবৃত্তি করা-ই ছিল অতীতকালের লেখকদের পাণ্ডিত্যের প্রমাণ। প্রশংসালাভের জন্য নয়, বরং নিজ উদ্দেশ্য অধিকতর সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করার জন্যই লুক দামাস্কের বর্ণনাত্রয়ে এ সাহিত্যানুগ প্রণালী ব্যবহার করেন।

- ৯:৬-তে যিশু বলেন ‘শহরে প্রবেশ কর’; ২২:১০-শে যিশু বলেন ‘দামাস্কে প্রবেশ কর।’
- ৯:১-এ পল পত্র পান ‘মহাযাজক’ এর কাছ থেকে; ২২:৫-এ ‘মহাযাজক ও সমস্ত প্রবীণবর্গ’ এর কাছ থেকে; ২৬:১২-তে ‘প্রধান যাজকদের কাছ থেকে।
- ৯:৩-এ আকাশ থেকে একটি ‘আলো’ পলকে উদ্ভাসিত করে; ২২:৬-তে ‘একটা তীব্র আলো’; ২৬:১৩-তে ‘সূর্যের তেজের চেয়েও তেজময় এক আলো জ্বলতে লাগল।’
- ৯ম অধ্যায়ের বর্ণনায় দর্শনের সময়ের উল্লেখ নেই; ২২:৬-তে ‘দুপুর বারোটায়’; ২৬:১৩-তে ‘দুপুরের দিকে’ যিশু দর্শন দেন।

- সম্প্রসার-পদ্ধতি নির্যাতনকারী পলের আক্রোশের বর্ণনার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে (দ্রঃ ৪:৩; ২২:৪; ২৬:১০) এবং—যেমন পূর্বে বলা হয়েছে—ব্যবহৃত হয়েছে পলের প্রেরণের বিষয়েও :
- ৯:১৫-তে 'জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে সে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবে।' অর্থাৎ এখানে প্রত্যক্ষ কোনও আদেশের কথা নেই। ২২:১৪–১৫-তে আনানিয়াস পলকে 'সাক্ষী' বলে অবিহিত করেন (ঠিক সেই বারোজন প্রেরিতদূতের মত! ১:৮ দ্রষ্টব্য)। ২২:২১-শে স্বয়ং যিশু প্রথমবারে 'বিজাতীয়দের কাছে প্রেরণ' এর কথা উচ্চারণ করেন।

২৬ অধ্যায়ের বর্ণনায় যিশু বিজাতীয়দের কাছে বাণীপ্রচারের জন্য পলকে প্রেরণ করেন। সত্যই লুকের প্রথম দুই বর্ণনা তৃতীয় বর্ণনার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য লক্ষ করে।

লুক সংক্ষেপ-পদ্ধতিও ব্যবহার করেন। প্রথম বর্ণনার জন্য ১৯টা অনুচ্ছেদ লাগল; দ্বিতীয়টার জন্য ১১টা এবং তৃতীয়টার জন্য কেবলমাত্র ৭টা অনুচ্ছেদ যথেষ্ট। এভাবে লুকের মর্মকথা আরও সূক্ষ্মভাবে ফুটে ওঠে।

কার্যবিবরণীতে বর্ণনাত্রয়ের ভূমিকা

একথা বারবার বলা হয়েছে যে, কার্যবিবরণীতে পলের ইতিহাস শুধু এক ব্যক্তি-বিশেষের ইতিহাস নয় বরং মণ্ডলী ও বাণীপ্রচারের ইতিহাসের একটি অঙ্গ। পলের ভূমিকা প্রতীকস্বরূপ: ঈশ্বরের সার্বজনীন ও পরিত্রাণদায়ী অভিপ্রায় পলের জীবনে মহৎ অভিব্যক্তি লাভ করে। পলের জীবনে ঐশঅনুগ্রহের পরিকল্পনা দৃশ্যমান হয়ে যায়,—তাঁর যাত্রাত্রয়, নির্যাতনভোগ ও বিভিন্ন অসুবিধা হল মানব-ইতিহাসে পূর্ণ পরিত্রাণের উপস্থিতির প্রকাশ। পলের এ পরিত্রাণ-প্রকাশমূলক ভূমিকা বিশেষত দামাস্কের বর্ণনাত্রয়ে বোধগম্য হয়ে ওঠে।

প্রথম বর্ণনা (৯:১-১৯) শুধু পলের মনপরিবর্তনের উপর জোর দেয়: পল আনানিয়াসের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেন, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন এবং সারা জগতে যিশু-নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে আহূত হন। উল্লেখযোগ্য, 'কৈফিয়ত দেওয়া' বলতে 'প্রচার' করা শুধু নয়, নির্যাতনভোগ পর্যন্ত আপন বিশ্বাস স্বীকার করা-ই বোঝায়। সুতরাং প্রথম বর্ণনা অনুসারে নির্যাতনকারী পল নির্যাতিত খ্রিষ্টমণ্ডলীভুক্তে পরিণত হন।

দ্বিতীয় বর্ণনায় (২২:৬–১৬) তিনটে যাত্রায় নিযুক্ত পল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে প্রেরিত বাণীপ্রচারক বলে বিবৃত (১৪:৪-১৪-তে উল্লিখিত 'প্রেরিতদূত' এর প্রকৃত অর্থ হল বাণীপ্রচারক)। আসলে কিন্তু—লুকের ধারণায়—ইহুদীদের সমাজগৃহে প্রচার করলেও পল তাদের দ্বারা নির্যাতিত; আর ঠিক এ কারণে, ঈর্ষান্বিত ইহুদীদের দরুন পল ক্রমশ বিজাতীয়দের দিকে ফিরে চান। একথা লুক নিম্নলিখিত তিন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সপ্রমাণ করেন; ইহুদীদের পল বলেন,

১। 'প্রথমে আপনাদেরই কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল। কিন্তু আপনারা যখন তা সরিয়ে দিচ্ছেন ··· তখন দেখুন, আমরা বিজাতীয়দের দিকেই চোখ ফেরাচ্ছি' (১৩:৪৬)।

২। 'তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মাথায় পড়ুক, এতে আমি নির্দোষ! এবার থেকে আমি বিজাতীয়দের কাছে চললাম' (১৮:৬)।

৩। 'পবিত্র আত্মা নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে ··· যা বলেছিলেন, কেমন যথার্থই সেই কথা: ··· এই লোকদের হৃদয় স্থূল হয়ে গেছে। ··· সুতরাং আপনারা জেনে রাখুন, বিজাতীয়দের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হল, আর তারা শুনবে' (২৮:২৫-২৮)।

লুকের সময়ে খ্রিষ্টমণ্ডলীভুক্তগণ অধিকাংশ বিজাতীয় ছিল: এজন্য তিনি পলের ইতিহাস আদিমণ্ডলীর ইতিহাসের প্রতীকস্বরূপ বলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ মণ্ডলীই ইহুদীদের নির্যাতনের দরুন ক্রমশ বিজাতীয়দের দিকে ফিরে চেয়েছিল।

২২ অধ্যায়ের দর্শনের কথা ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ণিত। যেরুশালেমে বন্দি পল আত্মপক্ষ সমর্থনে একটা বক্তৃতা দেন; এ বক্তৃতায় দর্শনের বর্ণনা প্রায় ৯ অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে। এখানে আনানিয়াসের দর্শনলাভের জায়গায় পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে অন্তর্ভুক্ত পলের ঘটনাসমূহ বিবৃত হয়। উপরন্তু আনানিয়াস পলের উপর ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন, 'যা দেখেছ, যা শুনেছ ... সকল মানুষের কাছে তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।' এ গুরুত্বপূর্ণ উক্তি দ্বারা লুক 'প্রেরিতদূত' এর সঠিক সংজ্ঞা ফুটিয়ে তোলেন: যাঁরা দেখেছেন ও শুনেছেন, কেবল তাঁরাই চিরকালীন সাক্ষী বা প্রেরিতদূত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে (১৩–২১ অধ্যায় পর্যন্ত) পলের উল্লিখিত কাজকর্ম এই ২২ অধ্যায়ে ঈশ্বরের দেওয়া এক বিশেষ দায়িত্বভার বলে স্বীকৃতি লাভ করে; সুতরাং ৯ম অধ্যায়ে গৃহীত পলের মনপরিবর্তনের বর্ণনা ২২ অধ্যায়ে বর্ণিত সকল জাতির কাছে পলের প্রৈরিতিক প্রেরণের ভিত্তিস্বরূপ। ৯ম অধ্যায় অনুসারে পলের দর্শনলাভের উদ্দেশ্য হল পলকে প্রেরিতদূত বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা। একথা পলের অন্য দুই দর্শন দ্বারা অনুমোদিত হয়:

১। যেরুশালেমের মন্দিরে সমাধিমগ্ন অবস্থায় পলকে যিশু যেরুশালেম থেকে চলে যেতে বলেন, কারণ 'আমি তোমাকে অনেক দূরে বিজাতীয়দের কাছে প্রেরণ করব।' একথা দ্বারা লুক বুঝাতে চান যে, যেরুশালেম থেকে দূরে চলে যাবার জন্য পলের সঙ্কল্পটিও ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে, কেননা তিনি বিজাতীয়দের জন্য আহূত (২২:১৭-২১)।

২। যিশু পুনরায় দর্শনযোগে পলকে বলেন, 'সাহস ধর; কারণ আমার বিষয়ে যেমন যেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে।' এখানেও প্রমাণিত হয় যে, পল সম্রাটের দরবারে বিচার-প্রার্থনা করাতে ঈশ্বরের সমর্থন আছে (২৩:১১), কারণ যিশুর বাণীকে রোমে পৌঁছানোর জন্য তাঁর অভিপ্রায় এইভাবে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

তৃতীয় বর্ণনায় (২৬:১২–১৮) মনপরিবর্তন, আনানিয়াস ও বাপ্তিস্মের কথার কোন উল্লেখ নেই। স্বয়ং যিশু আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্যটি সরাসরি ব্যক্ত করেন, 'তোমাকে আমার সেবক ও সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তো আমি তোমাকে দেখা দিয়েছি: তুমি যে

আমার এই দেখা পেলে এবং পরেও আমি যে আবার তোমাকে দেখা দেব, এরই বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী হতে হবে।’

‘সাক্ষী’ ও ‘সেবক’ শব্দ দু’টো মনপরিবর্তনসূচক নয়, আহ্বানসূচকই দর্শনের শব্দ। এ শব্দ দু’টো ব্যবহার করে লুক এক প্রকারে নিজ ধারণার বৈসাদৃশ্য দেখান, কেননা কার্যবিবরণী-ব্যাপী এ শব্দ দু’টো কেবল সেই বারোজন প্রেরিতদূতের বেলায় ব্যবহৃত হয়েছিল (এক্ষেত্রে ‘কার্যবিবরণীতে সেবাকর্ম’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বলা যেতে পারে যে লুক পরোক্ষভাবে পলের উপরেও বারোজন প্রেরিতদূতের বিশিষ্ট সংজ্ঞার্থ আরোপ করেন। যাই হোক, পলের দর্শনলাভ প্রত্যক্ষভাবে প্রৈরিতিক প্রেরণের উদ্দেশ্যে পলকে জাতিগুলোর প্রেরিতদূত পদে অভিষিক্ত করে: তাঁর দর্শনলাভ পিতর ও সেই এগারোজনের পুনরুত্থানকালীন যত দর্শনলাভের সাদৃশ্যমূলক দর্শনলাভ। পুনরুত্থিত যিশুর মনোনয়ন গুণে বারোজনের মত পলও বিশেষ ও স্বকীয় এক দায়িত্বভারপ্রাপ্ত দূত। স্বয়ং যিশু দ্বারা সেই বারোজন প্রেরিতদূতের ভূমিকার মূল-বৈশিষ্ট্যে অভিষিক্ত হওয়াতে পল তাঁদের মত যিশুর প্রকৃত প্রেরিতদূত।

সুতরাং ২৬ অধ্যায়ে বর্ণিত দামাস্কের দর্শনের সারাংশ এ: পল বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিত হন তারা যেন মনপরিবর্তন করে যিশুতে বিশ্বাস রাখে ও পরিত্রাণকৃতদের অংশী হতে পারে (‘পরিত্রাণকৃতদের অংশী’, লুকের সময়ে এ কথার তাৎপর্য ছিল ‘মণ্ডলীভুক্ত’)। তাই দর্শনের এ তৃতীয় বর্ণনায় পলের নয়, বিজাতীয়দেরই মনপরিবর্তন বর্ণিত।

উপসংহারস্বরূপ পাঠকের সুবিধার জন্য দামাস্কের বর্ণনাত্রয়ের একটা সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন দেওয়া হবে। স্মরণযোগ্য, এ তিনটে বর্ণনার দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হলেও তবু বর্ণনাত্রয় অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট, এমনকি তৃতীয়টা দ্বিতীয়টায়, এবং দ্বিতীয়টা প্রথমটায় সূচিত।

দামাস্কের দর্শনের উদ্দেশ্য:

৯ অধ্যায় অনুসারে, পলের মনপরিবর্তন।

২২ অধ্যায় অনুসারে, যিশু দ্বারা প্রৈরিতিক পদে পলের অভিষেক।

২৬ অধ্যায় অনুসারে, বিজাতীয়দের কাছে বাণীপ্রচারের জন্য পলের আহ্বান।

মনপরিবর্তন ও বাণীপ্রচার

পল ও পিতরের আদর্শ

পলের মনপরিবর্তন ও আহ্বানের বৃত্তান্তে লুক দু'টো বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন:

ক। ঐশআহ্বানের পূর্বে পল সব দিক দিয়ে গোড়া ইহুদী, বস্তুত তিনি ফরিশী, ইহুদীশাস্ত্রে পণ্ডিত আচার্য ও ইহুদী ধর্মসভার সভ্য। ফলে পলও বিধিবিধান পালনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতেন, ও বিশ্বাস করতেন যে বিধিবিধানের নিয়ম-কানুনগুলো অনুসরণ করলে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে পরিত্রাণ দাবি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে লুক-সুসমাচারে গৃহীত ফরিশী ও করগ্রাহকের উপমা স্মরণযোগ্য (লুক ১৮:৯)। সুতরাং অন্যান্য ফরিশীর মত পলও বিধিবিধান পালনেই নিজেকে শুচি ও ঐশপরিত্রাণপ্রাপ্ত বলে বিশ্বাস করতেন এবং যে সাধারণ লোকে অজ্ঞতাবশত বিধিবিধান পালন করত না তাদের পাপী ও ঐশপরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত বলে মনে করতেন। উপরন্তু পল অদম্য স্বভাব ও বিপ্লবী মনোবৃত্তির মানুষ। যারা তাঁর সঙ্গে একমত না হত তাদের তিনি একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতেন; এই কারণে ঐশআহ্বানের পূর্বে পল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের এতই নির্যাতন করতেন।

খ। ঐশআহ্বান অনুভব করে পল আমূল মনপরিবর্তন করেন। তিনি যে মাটিতে পড়ে যান ও অন্ধ হয়ে যান, এতে যিশুর ডাক যে তাঁর অন্তরে কত গভীরভাবে প্রবেশ করল তা-ই বোঝায়। যিশু পলের প্রাক্তন বিশ্বাস ও ভাবধারা ধ্বংস করে দিয়ে তাঁকে পরিত্রাণকৃত ও নবীভূত করে তোলেন, ধর্মনিষ্ঠ ফরিশী সেই শৌলকে প্রেরিতদূত পলে রূপান্তরিত করেন।

মনপরিবর্তনের জন্য পলের যে কত মানসিক কষ্ট হয়েছে তা নিশ্চয় কল্পনাতীত; এপ্রসঙ্গে তাঁর পত্রাবলিতে কিছু আভাস পাওয়া যায়। যিনি বিধিবিধান ও মানব-কাজ পরিত্রাণদায়ী বস্তু বলে বিশ্বাস করতেন, তিনি মানবীয় শক্তি ও বুদ্ধি থেকে যিশুমণ্ডলীর স্বাধীনতার সমর্থক হয়ে গেলেন। মনপরিবর্তনে পলের অনেক কষ্ট হয়েছে বটে, তবু

ঠিক এ মনপরিবর্তনের ফলেই তিনি নিজ প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করলেন, যিশুর স্বাধীনতা অর্জন করলেন এবং অস্বাভাবিক কার্যকারিতা ও শক্তি লাভ করলেন। আর পলের মত যারা যিশুর ডাকে সাড়া দিয়ে মনপরিবর্তন করে, তারাও একই ফলগুলো লাভ করবে।

পিতরের অভিজ্ঞতা থেকে একই শিক্ষা আসে। কার্যবিবরণী অনুসারে পিতরের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে বাণীপ্রচার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অন্যতম (১০–১২ অধ্যায়), কেননা তিনিই বাণীপ্রচার-আন্দোলন আরম্ভ করেন ও বাণীপ্রচারের উদ্দেশ্যে আদিমণ্ডলীর মনও পরিবর্তন করান। স্মরণযোগ্য, ঠিক এ অবস্থায় যেরুশালেম মণ্ডলী নিজেকে সার্বজনীন বলে উপলব্ধি করে।

পূর্বেও একথা বলা হয়েছে যে, লুক উক্ত ঘটনার দু'টো ফল দেখান: প্রথম ফল হল, কর্নেলিউসের বাড়ি যিশুর মঙ্গলবাণীতে মনপরিবর্তন করে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ফল হল পিতরের ও যেরুশালেম মণ্ডলীর মনপরিবর্তন, কারণ তাঁদের পক্ষে আসল সমস্যা ছিল ইহুদী প্রথাগুলো ত্যাগ করা (এপ্রসঙ্গে ১৩:১-৩৩ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বাস্তবিকই তাঁরা সেই প্রথাগুলো পরিত্রাণলাভের জন্য অবশ্যপালনীয় বলে মেনে চলছিলেন, অর্থাৎ যিশুর দেওয়া স্বাধীনতা ও তাঁর পরিত্রাণের পূর্ণতা অনুভব করতে অক্ষমই ছিলেন। কেবলমাত্র পবিত্র আত্মার সাহায্যেই পিতর বিধিবিধানের নিয়ম-কানুনগুলো আপেক্ষিক বলে বুঝতে পেরেছিলেন।

সুতরাং পলের মত পিতরও আমূল মনপরিবর্তনের ফলে যিশুর মঙ্গলবাণীতে নিহিত স্বাধীনতা এবং নিজের প্রকৃত পরিচয়ও লাভ করলেন।

বাণীপ্রচার ও মনপরিবর্তন: সাধারণত অনেকে মনে করে, শুধু বিপথ ত্যাগ করলে পরেই বা সুসমাচারের মাধ্যমে যিশুকে চিনলে পরেই বাণীপ্রচারকাজ আরম্ভ করা যায়। অথচ বাইবেল অনুসারে মনপরিবর্তন (অর্থাৎ অবিরত আত্মোৎসর্গ বা দরিদ্রতায় ও প্রার্থনায় পবিত্র আত্মা থেকে সতত জন্মলাভ) বাণীপ্রচারের পরিপূরক অঙ্গ; মনপরিবর্তন ও বাণীপ্রচার হল একটিমাত্র কাজ বা বাস্তবতা: খ্রিষ্টমণ্ডলী ও প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী যে

মনপরিবর্তন করে বাণীপ্রচার করতে পারে একথা ঠিক, কিন্তু অর্থ এ, তারা বাণীপ্রচার করতে করতেই মনপরিবর্তন করতে পারে।

আবার অনেকে ভাবে যে মনপরিবর্তন ও বাণীপ্রচার বিষয়ে আদিমণ্ডলী ও বর্তমান মণ্ডলীর অবস্থা একেবারে ভিন্ন; তারা বলে, মণ্ডলীর পক্ষে আজকের মত ইহুদীধর্মের কোনও সমস্যা নেই, শুধু বিধর্মীদের সমস্যাই রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয় যে, যদিও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সেই ধরনের ইহুদীধর্ম দু' হাজার বছর আগে একপ্রকারে বিলীন হয়ে গেছে, তবুও এ কথাও স্বীকার করা উচিত যে, সেকালের ইহুদীধর্মে অন্তর্নিহিত ভুলগুলো আধুনিক যুগের একাধিক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মধ্যেও বর্তমান আছে। বাস্তবিকপক্ষে খ্রিষ্টমণ্ডলীভুক্তগণ যতদিন কেবলমাত্র পবিত্র আত্মারই দ্বারা নিজেদের পরিচালিত হতে না দেয় এবং তিনি সতত যে নতুন কাজ দেখান তারা তা না দেখে বা তা দেখতে সক্ষম না হয়, ততদিন মণ্ডলী 'ইহুদীধর্ম' দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়, ফলে প্রকৃত মনপরিবর্তন করতে পারে না। খ্রিষ্টমণ্ডলী পবিত্র এবং খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণও পবিত্র, কেননা প্রতিনিয়ত সেই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হতে আহূত, যে অনুপ্রেরণা বাপ্তিস্ম, রুটি-ছেঁড়া, পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত ও যিশুর জীবন্ত বাণীতে সংগৃহীত। আরও, মণ্ডলী পবিত্র ও খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ পবিত্র কারণ ঐশরাজ্যের বাসিন্দা হয়ে জীবন যাপন করে ও সেই রাজ্যের পূর্ণতার প্রতীক্ষায় থাকে।

অবিরত মনপরিবর্তন বা আত্মোৎসর্গের মনোভাব বিসর্জন দিলে মণ্ডলী জগতের লবণ ও আলো হওয়ার ভূমিকা হারিয়ে ফেলে, সুতরাং বাণীপ্রচারকাজও বিলীন হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, 'মনপরিবর্তন-বাণীপ্রচার' এ মনোভাব দৈনন্দিন জীবনের পরম লক্ষ্য বলে গ্রাহ্য করা খুবই কঠিন কাজ; কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণযোগ্য যে, যিশু ঠিক এ ধরনের নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন: আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই তিনি পবিত্র আত্মাকে দান করেছিলেন। যিশুর অনুকরণে পিতর ও পলও অনবরত মনপরিবর্তন করেছিলেন, ফলে নব-খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন।

যেমন যিশুর জন্য তেমনি মণ্ডলীর জন্যও বাণীপ্রচারের পথ হল মানবদেহ-ধারণ; অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়া ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষা

দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি সমস্যাসমূহ সম্পূর্ণরূপে আপন করে নেওয়া, কেননা শুধু মানুষের অন্তরে থেকে ঐশরাজ্যের বাণী বোধগম্য অর্থ ও গুরুত্ব লাভ করে।

যিশুর আদর্শে মানুষের প্রতি আত্মোৎসর্গ: মণ্ডলীর পক্ষে এ হল মনপরিবর্তন, এ হল বাণীপ্রচার।

কার্যবিবরণীতে কয়েকটি চরিত্রের জীবনী

পিতর

মার্ক-সুসমাচার অনুসারে কাফার্নাউমের নাগরিক পিতরই যিশুর প্রথম অনুগামী শিষ্য। সেই বারোজনের মধ্যে তিনি প্রধান ভূমিকাসম্পন্ন ব্যক্তি; পুনরুত্থিত যিশু সকলের আগে তাঁকেই দেখা দেন: খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্য একথা অতিগুরুত্বপূর্ণ। পুনরুত্থানের পর পিতরই প্রথম জীবিত ও পুনরুত্থিত যিশুতে বিশ্বাস ঘোষণা করেন। স্বর্গারোহণের পর তিনিই শিষ্যদের পরিচালনা করেন, এবং তাঁর প্রস্তাবনায় মাথিয়াস সেই বারোজনের একজন বলে নিযুক্ত হন। পঞ্চাশত্তমী পর্বের পর আবার তিনিই প্রথম সেই বারোজনের নামে সকলের সামনে মুক্তকণ্ঠে যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেন, ইহুদী মহাসভার সমক্ষে একটা বক্তৃতা প্রদান করেন, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার প্রতি বাধ্য হয়ে বিজাতীয়দের মধ্যে বাণীপ্রচারকাজ শুরু করেন এবং যেরুশালেমের মহাসভায় দুই পক্ষের কথা শুনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জারি করেন। কার্যবিবরণী অনুসারে (১২:১৭) পিতর কারামুক্তি পাবার পর 'অন্য জায়গায় চলে গেলেন' এবং যেরুশালেমের মহাসভা পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা হয় না। সম্ভবত তিনি যেরুশালেম ছেড়ে রোমে গিয়েছিলেন, আর সেখানে ইহুদীদের মধ্যে কাজ করেছিলেন যতদিন না ক্লাউদিউস সম্রাটের আদেশে অন্যান্য হিব্রুদের সঙ্গে রোম ত্যাগ করে যেরুশালেমে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

আদিমণ্ডলীর পরিচালনায় পিতরের প্রধান ভূমিকা রয়েছে একথা পলের পত্রাবলি থেকেও প্রমাণিত। বাস্তবিকই যাকোব ও যোহনের সঙ্গে পিতরকে আদিমণ্ডলীর স্তম্ভ বলে অভিহিত করা হয় এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নবদীক্ষিত পল যেরুশালেম যাত্রা করেন। যেরুশালেমের ধর্মসভার পর তিনি প্রৈরিতিক কাজের জন্য আন্তিওখিয়ায় এবং হয় তো করিন্থেও যান; সঙ্গে করে স্ত্রীকেও নিয়ে যেতেন।

তিনি যে পরবর্তীকালে রোম নগরীতে খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রধান পরিচালক ছিলেন, একথা কেউই অস্বীকার করে না। তাঁর মৃত্যুর বিষয় নিয়ে কিছু মতভেদ আছে: কেউ বলে, ৬৪

খ্রিষ্টাব্দে নেরো সম্রাটের নির্যাতনকালে তিনি সাক্ষ্যমর হয়েছেন; আবার কেউ মনে করে, ৬৭ খ্রিষ্টাব্দেই তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। যে স্থানে তিনি সাক্ষ্যমরত্ব লাভ করেছিলেন, সেখানে, সেই ভাতিকান পর্বতেই, সমাহিত হয়েছিলেন।

পল

বিখ্যাত তার্সসের নাগরিক পল আদিমণ্ডলীর প্রধান বাণীপ্রচারক এ কথায় সকলের সমর্থন আছে।

তার্সস প্রাচীন ও সমৃদ্ধ এক শহর ছিল; সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল ও রোম সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র; পশ্চিম এশিয়া (বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চল) ও সিরিয়ার যোগস্থল তার্সস সেকালে সুপরিচিত ছিল। রোম সাম্রাজ্যের অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্রের মত তার্সসেও বহু দিয়াস্পরার ইহুদী বাস করত।

পল তার্সসের সমাজগৃহে এবং হয় তো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন; পরবর্তীকালে যেরুশালেমে গিয়ে বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ গামালিয়েলের শিষ্য হন। তাঁর জীবিকার জন্য তিনি নিজ হাতে কাজ করতেন। সম্ভবত পল বিবাহ করেননি, কিন্তু এ বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি একবার বলেছিলেন, প্রৈরিতিক কাজের জন্য চিরকৌমার্য পালন করা বাঞ্ছনীয়, তবু অন্যত্র লিখেছিলেন, অন্যান্য প্রেরিতদূতদের মত স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়ার তাঁরও অধিকার আছে।

তিনি ফরিশী হয়েছিলেন এবং জন্মসূত্রে রোমীয় নাগরিক ছিলেন। যেরুশালেমে ও দামাস্কে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের নির্যাতন করেন যতদিন না যিশু খ্রিষ্টের আত্মদর্শনে মনপরিবর্তন করেন।

আদিমণ্ডলী একথা ঘোষণা করত যে, যিশুই সেই অপেক্ষিত ও প্রতিশ্রুত মশীহ, বা যিশুই প্রভু। পল এ উক্তি থেকে সূক্ষ্মভাবে অনুভব করেন এ কথাই প্রাক্তন ইহুদী বিধিবিধান শূন্য করে দেয়: বিজাতীয়দের মাঝে বাণীপ্রচারকাজ চালিয়ে তিনি ঠিক এ ধারণারই প্রাধান্য দেন।

পলের জীবনী সম্বন্ধে অবশিষ্ট খবরগুলো সুধী পাঠক এ বইয়ের নানাস্থানে পেতে পারবেন।

যাকোব

যিশুর ভাই যাকোব যেরুশালেম মণ্ডলীতে প্রধান ভূমিকাপ্রাপ্ত পরিচালকদের অন্যতম। যিশুর পুনরুত্থানের পর তিনি যিশুর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের খ্রিষ্টবিশ্বাসী করেন। পিতর ও যোহনের সঙ্গে তিনিও আদিমণ্ডলীর স্তম্ভ বলে অভিহিত। পলের চেয়ে তিনি যথেষ্ট রক্ষণশীল; বাস্তবিকই তিনি মনে করতেন, খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার পরেও ইহুদীরা মোশির বিধান পালন করবে। যেরুশালেম থেকে পিতরের প্রস্থানের পর যাকোব যেরুশালেম মণ্ডলীর প্রধান নেতা হন। অন্যান্য হিব্রুরাও তাঁকে সম্মান করত। ৬২ খ্রিষ্টাব্দে যখন প্রদেশপাল ফেস্তুস মারা যান, তখন ইহুদীধর্মের মহাযাজক দ্বিতীয় আনানো খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের নির্যাতন করেন। এ নির্যাতনকালেই যাকোব সাক্ষ্যমরত্ব লাভ করেন।

বার্নাবাস

সাইপ্রাস দ্বীপের অধিবাসী যোহন বার্নাবাস দিয়াস্পরার ইহুদীদের একজন। যেরুশালেমে গিয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে নিজ ধন-সম্পত্তি মণ্ডলীকে দান করে আদিমণ্ডলীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রাপ্ত হন। ধর্মীয় ধারণার দিক দিয়ে তিনি প্রারম্ভে পলের সমকক্ষ হন; বাস্তবিকই প্রথম বাণীপ্রচার-যাত্রায় তিনি পলের সহকর্মী এবং তাঁর মত তিনিও নিজ হাতে কাজ করে আপন জীবিকার জন্য ধর্মীয়-সেবাকর্মের বিনিময়ে মণ্ডলী থেকে কিছু গ্রহণের অধিকার প্রত্যাখ্যান করেন। যেরুশালেম থেকে আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরিত হয়ে তিনি পল ও অন্য কয়েকজনের সঙ্গে সেই মণ্ডলীর পরিচালক হন। পলের সঙ্গে তিনি আন্তিওখিয়া থেকে বাণীপ্রচার-যাত্রা করতে নিযুক্ত হন এবং পরে যেরুশালেমের দরিদ্র মণ্ডলীকে কিছু আর্থিক সাহায্য দানের জন্য সেখানে প্রেরিত হন। যেরুশালেমের ধর্মসভার পর প্রাক্তন ইহুদী বলে তিনি প্রৈরিতিক নির্দেশনামা অনুসারে পুনরায় মোশির বিধান পালন করেন; এ কারণেই পল তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। এ সময় থেকে বার্নাবাস পলের সঙ্গ ত্যাগ করে সাইপ্রাস দ্বীপে ফিরে সেখানকার মণ্ডলীর জন্য কর্মরত থাকেন।

যোহন মার্ক

কার্যবিবরণী অনুসারে মার্ক যেরুশালেম নিবাসী (১২:১৩)। আদিমণ্ডলীর এক দল তাঁরই বাড়িতে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করত। তিনি বার্নাবাসের আত্মীয় এবং তাঁর ও পলের প্রথম বাণীপ্রচার-যাত্রায় যোগ দিয়ে পের্গায় গিয়ে পৌঁছে তাঁদের ত্যাগ করে যেরুশালেমে ফিরে যান। এজন্যও দ্বিতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রায় পল তাঁকে নেওয়া-না-নেওয়ার বিষয় নিয়ে বার্নাবাসের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার ফলে একলা চলে যান (বার্নাবাস থেকে বিচ্ছেদের আসল কারণটা কিন্তু গা : ২ অধ্যায়ে বর্ণিত)।

তবুও পরবর্তীকালে মার্ক পুনরায় পলের সহকর্মী হন। কথিত আছে, পরবর্তীকালে রোম নগরীতে তিনি পিতরের সঙ্গ নিয়ে তাঁর দোভাষী হন এবং পিতরের মৃত্যুর পর আলেক্সান্দ্রিয়ার মণ্ডলীর প্রথম বিশপ পদে অভিষিক্ত হন। এই মার্কই মার্ক-লিখিত সুসমাচারের রচয়িতা।

তিমথি

গ্রীক পিতা ও হিব্রু মা থেকে তিমথি লিস্ত্রায় জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রায় পলের সঙ্গী হয়ে পরবর্তীকালেও তাঁর প্রিয়তম শিষ্য হন। বস্তুত তৃতীয় যাত্রায়ও তিনি পলের সঙ্গে আছেন;তারপর পল গুরুত্বপূর্ণ এক কাজের জন্য এফেসস থেকে তাঁকে করিন্থে পাঠান। মরার আগে পল তাঁকে আরেকবার দেখবার বাসনা প্রকাশ করেন। পলের পত্রাবলিতে তাঁর নাম একাধিকবার উল্লিখিত।